CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭০ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

CMYK

JAGARAN ■ 23 July, 2024 ■ আগরতলা ২৩ জুলাই ২০২৪ ইং ■ ৭ শ্রাবন, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

আজ সংসদে বাজেট পেশ

নয়াদিল্লি, ২২ জুলাই (হি.স.)।। ২০২৪২৫ অর্থবছরে জন্য কেন্দ্রীয় বাজেট পেশ হবে আজ। অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন সংসদে বাজেট পেশ করবেন। তার আগে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বাজেট নিয়ে এক প্রস্থ আলোচনা ও সেরে ফেললেন অর্থমন্ত্রী। এবারের বাজেট মজবুত হবে বলেও দাবি প্রধানমন্ত্রীর।

এবারের বাজেট বিকশিত ভারতের স্বপ্নপূরণে মজবুত ভিত হিসেবে কাজ করবে। আশা ব্যক্ত করে বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি বলেছেন, ""এটি অত্যন্ত গর্বের বিষয় যে, ৬০ বছর পর একটি সরকার তৃতীয়বারের জন্য ক্ষমতায় এসেছে এবং তৃতীয়বারের মতো প্রথম বাজেট পেশ করবে। এই বাজেট অমৃত কালের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বাজেট। এই বাজেট আমাদের মেয়াদের পরবর্তী ৫ বছরের দিকনির্দেশনা নির্ধারণ করবে। এই বাজেট আমাদের "বিকশিত ভারত"-এর স্বপ্নের একটি শক্তিশালী ভিত হয়ে উঠবে।'সোমবার থেকে শুরু হয়েছে সংসদের বাজেট তথা বাদল অধিবেশন। অধিবেশন শুরু হওয়ার প্রাক্কালে সোমবার সকালে সংসদ চত্বরে সাংবাদিক সম্মেলন করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি বলেছেন, ""আজ শ্রাবণ মাসের প্রথম সোমবার। এই শুভ দিনে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধিবেশন শুরু হচ্ছে। শ্রাবণ মাসের প্রথম সোমবারে দেশবাসীকে আমার শুভেচ্ছা

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সংসদে প্রধানমন্ত্রীর বার্তা

সংসদ দেশের জন্য, কোন দলের নয়

নয়াদিল্লি, ২২ জুলাই (হি.স.)।। বিরোধী দল তথা শাসক দলের উদ্দেশ্যে গুরুত্বপূর্ণ বার্তা দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি বলেছেন, এই সংসদ দেশের জন্য, কোনও দলের নয়। সোমবার সকালে সংসদ চত্বরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন, 'আপনারা নিশ্চয়ই দেখেছেন, সংসদের প্রথম অধিবেশনেই দেশের ১৪০ কোটি জনগণের সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে নির্বাচিত সরকারের কণ্ঠস্বরকে স্তব্ধ করার চেষ্টা করা হয়েছিল। আড়াই ঘণ্টা ধরে প্রধানমন্ত্রীর কণ্ঠকে স্তব্ধ করার চেষ্টা করা হয়। দেশের মানুষ দলের জন্য নয়, দেশের জন্য সংসদে পাঠিয়েছেন। এই সংসদ দেশের জন্য, দলের জন্য নয়।'প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আরও বলেছেন, 'প্রতিটি নাগরিকের জন্য এটি অত্যন্ত গর্বের বিষয় যে, ভারত বৃহৎ অর্থনীতির দেশগুলির মধ্যে দ্রুত ক্রমবর্ধনশীল দেশ।

গত ৩ বছরে, আমরা ৮ শতাংশ ক্রমাগত বৃদ্ধির সঙ্গে এগিয়ে যাচ্ছি।' এই অধিবেশনে সমস্ত সাংসদ ইতিবাচক অবদান রাখবেন বলে আশাপ্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী।

নিট পরীক্ষায় অনিয়ম ইস্যুতে লোকসভায় সরব বিরোধীরা

নয়াদিল্লি, ২২ জুলাই (হি.স.)।। নিট-ইউজি পরীক্ষায় অনিয়ম ইস্যুতে কেন্দ্রীয় সরকারকে একহাত নিলেন সমাজবাদী পার্টির প্রধান অখিলেশ যাদব। সোমবার লোকসভায় কেন্দ্রীয় সরকারকে কটাক্ষ করে অখিলেশ যাদব বলেছেন, পেপার ফাঁসে রেকর্ড করবে এই সরকার। সোমবার সংসদের অধিবেশন শুরু হওয়ার পর লোকসভায় নিট ইস্যুতে সরব হন বিরোধীরা। কেন্দ্রকে আক্রমণ করেন অখিলেশ যাদব ও লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী।অখিলেশ এদিন বলেছেন, 'এই সরকার পেপার ফাঁসের রেকর্ড তৈরি করবে, এমন কিছু কেন্দ্র আছে যেখানে ২ হাজারের বেশি শিক্ষার্থী পাস করেছে। যতদিন এই মন্ত্রী (শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান) থাকবেন, ছাত্ররা ন্যায়বিচার পাবে না।' এদিকে, বিরোধীদের অভিযোগ নস্যাৎ করে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান বলেছেন, 'গত ৭ বছরে পেপার ফাঁসের কোনও প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

এদিকে, শুধু নিট নয়, ভারতের সমস্ত প্রধান পরীক্ষায় গুরুতর সমস্যা রয়েছে। নিট-ইউজি পরীক্ষায় অনিয়ম ইস্যুতে এই মন্তব্য করলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী। সোমবার লোকসভায় রাহুল গান্ধী বলেছেন, 'এটা সমগ্র দেশের কাছে স্পষ্ট যে, আমাদের পরীক্ষা পদ্ধতিতে খুবই গুরুতর সমস্যা রয়েছে, শুধুমাত্র নিট পরীক্ষায় নয়, সমস্ত প্রধান পরীক্ষায়। মন্ত্রী (ধর্মেন্দ্র প্রধান) নিজেকে ছাড়া সবাইকে দোষারোপ করেছেন। আমি মনে করি না যে, তিনি এখানে যা ঘটছে তার মৌলিক বিষয়গুলি বোঝেন।'রাহুল গান্ধী বলেছেন, 'শুধু চেঁচামেচি করে মিথ্যা, সত্য হয়ে যাবে না। বিষয়টি হল, বিরোধী দলনেতা বলছেন, দেশের পরীক্ষা পদ্ধতি জঘন্য, তা অত্যন্ত নিন্দনীয়।' রাহুল গান্ধী এদিন লোকসভায় আরও বলেছেন, 'দেশে লক্ষ লক্ষ শিক্ষার্থী রয়েছেন, যারা কী ঘটছে তা নিয়ে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন এবং যারা নিশ্চিত যে ভারতীয় পরীক্ষা পদ্ধতি একটি জালিয়াতি। লক্ষ লক্ষ মানুষ বিশ্বাস করে যে, আপনি যদি ধনী হন এবং আপনার কাছে টাকা থাকে তবে আপনি ভারতীয় পরীক্ষা পদ্ধতি কিনতে পারবেন এবং এই একই অনুভূতি বিরোধীদের রয়েছে।

অপরদিকে, নিট-ইউজি পরীক্ষায় অনিয়ম ইস্যুতে সোমবার সংসদে সরব হলেন বিরোধীরা। বিরোধীদের একগুচ্ছ প্রশ্নের উত্তরে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান বলেছেন, গত ৭ বছরে পেপার ফাঁসের কোনও প্রমাণ পাওয়া যায়নি। সোমবার অধিবেশন শুরু হতেই নিট পরীক্ষায় অনিয়ম

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

শ্রাবণ মাস মানেই শিবের জন্ম মাস আজ শ্রাবণ মাসের প্রথম সোমবার আর এই দিনে বাবাকে সন্তুষ্ট করতে ভক্তরা বাবার মাথায় দুধ ও জল প্রদান করছেন। বিভিন্ন মন্দিরে উপচে পড়া ভিড় বাবার মাথায় জল ঢালার জন্য মূলত দেশ রাজ্য ও পরিবারের সুখ শান্তি বজায় রাখার জন্যই বাবার মাথায় জল ও দুধ প্রদান করছেন ভক্তরা।

ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করতে সংসদে দাবি জানাল বিপ্লব দেব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ জুলাই।। উদয়পুরস্থিত ত্রিপুরেশ্বরী মন্দির নবরূপে সজ্জিত করার কাজ দ্রুত সম্পন্ন করতে সংসদের অধিবেশনে দাবি জানালেন সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব।এদিন শ্রী দেব বলেন, প্রসাদ প্রকল্পের অধীন মাতা ত্রিপুরা সুন্দরী মন্দিরকে নবরূপে সজ্জিত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ ভক্তরা মায়ের দর্শন করতে আসেন। তাই পুণ্যার্থীদের সুবিধার কথা মাথায় রেখে পারিপার্শকি বর্ধিত পরিকাঠামো উন্নয়ন করা হচ্ছে। তার জন্য পূর্বে কেন্দ্র সরকারের পর্যটক মন্ত্রণালয় ৩৭.৮ কোটি টাকার অনুমোদন মিলেছে। কিন্তু উন্নয়ন কাজ সম্পন্ন করার জন্য অতিরিক্ত ১৭. ৬১ কোটি টাকার প্রয়োজন।তাই অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দের মাধ্যমে নির্মাণ কাজ দ্রুত সম্পন্ন করতে কেন্দ্রীয় পর্যটন মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন তিনি।

পেট্রোপণ্য বিষয়ে বৈঠক করলেন খাদ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ জুলাই।। এলপিজি সিলিন্ডার এবং কেরোসিন তেল সরবরাহ সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে সোমবার সচিবালয়ে এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই বৈঠকে পৌরহিত্য করেছেন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী।

এ বিষয়ে মন্ত্রী জানিয়েছেন, মূলত পেট্রোপণ্য সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে এদিনের বৈঠকে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের সঙ্গে। এলপিজি সিলিন্ডার এবং কেরোসিন তেল জাতীয় পেট্রোপণ্য নিয়ে রাজ্যের জনগণকে যেন কোন ধরনের ভোগান্তির শিকার হতে না হয় সেই বিষয়ে যাবতীয় খোঁজখবর নিয়েছেন মন্ত্রী। এছাড়াও পেট্রোপণের মজুত সংরক্ষণ সহ সময়োপযোগী গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে এদিনের বৈঠকে আলোচনা হয়েছে।

এদিনের এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন খাদ্য, জনসংভরণ ও ক্রেতা স্বার্থ বিষয়ক দপ্তরের অধিকর্তা নির্মল অধিকারী, সদর মহকুমার মহকুমা শাসক মানিক লাল দাস, ত্রিপুরা ন্যাচারাল গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড, ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন লিমিটেডের উচ্চ পদস্থ আধিকারিকেরা।

রাস্তা বন্ধ করতে গিয়ে এলাকাবাসীর ক্ষোভের মুখে রেল কর্তৃপক্ষ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশ্রামগঞ্জ, ২২ জুলাই।। গ্রাম্য একটি রাস্তা বন্ধ করতে গিয়ে এলাকাবাসীর ক্ষোভের মুখে পড়লেন রেলওয়ে দপ্তর কর্তৃপক্ষ এবং রেলওয়ে পুলিশ। ওই ঘটনায় বিশ্রামগঞ্জ থানার অন্তর্গত চেছুড়ি মাই গ্রাম পঞ্চায়েতের চরম উত্তেজনা ছড়িয়েছে।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, বালুয়াছড়ি রেল রাস্তার সঙ্গেই রয়েছে গ্রামবাসীদের চলাচলের একটি রাস্তা। এই রাস্তা দিয়ে প্রতিদিন কৃষঙ সঙ্গ এবং বালুয়াছড়ি এলাকার শত শত মানুষ এবং শত শত কৃষক চলাফেরা করে স্কুলে যায় হাতে এবং মাঠে যায় এবং কৃষকরা ও চলাফেরা করে গ্রাম্য এই রাস্তাটি ধরে রেল রাস্তার উপর দিয়ে। হঠাৎ করে সোমবার দিন দুপুরবেলা রেলওয়ে দপ্তরের সিনিয়র সেকশন ইঞ্জিনিয়ার প্রবীর দাস রেলওয়ে পুলিশ এবং বিশ্রামগঞ্জ পিডব্লিউডি অফিসের জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার কৈশিক দেব সহ ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছেন তাঁরা রেলওয়ে দপ্তর

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

শ্রীমন্তপুর সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশ থেকে আজ দেশে ফিরলেন ১৮ পড়ুয়া

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ জুলাই।। শ্রীমন্তপুর চেকপোস্ট দিয়ে বিকেল পর্যন্ত বাংলাদেশ থেকে ভারতে ফিরলেন ১৮ জন মেডিক্যাল পড়ুয়া ছাত্র ছাত্রীরা। তাছাড়া, বিভিন্ন আইসিপির মাধ্যমে অনেক পড়ুয়ারা ভারতে ফিরছেন। গত দুইদিনে প্রায় ৪৯২ জন ছাত্র ছাত্রীরা ভারতে ফিরেছেন। এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে একথা বলেন সিপাহীজলা জেলা শাসক ডঃ সিদ্ধার্থ সিব জসওয়াল।পাশাপাশি,পড়ুয়াদের সম্ভাব্য সব ধরনের সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে বিএসএফ।

এদিন শ্রীমন্ত পুর স্থলবন্দরে উপস্থিত ছিলেন সিপাহীজলা জেলা শাসক ডঃ সিদ্ধার্থ সিব জসওয়াল, বি এস এফ কমান্ডেন্ট রাকেশ সিংহা, মহাকুমা শাসক অরূপ দেব এবং লেন্ডপোর্ট অথরিটির দায়িত্ব প্রাপ্ত আধিকারিকরা। তাঁরা আগত ছাত্র ছাত্রীদের সাথে কথাবার্তা বলেন এদিন সিপাহীজলা জেলা শাসক ডঃ সিদ্ধার্থ সিব জসওয়াল বলেন ,বাংলাদেশে চলমান অস্থিরতার কারণে ভারতের শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন আইসিপির মাধ্যমে ভারতে ফিরছেন। আজ শ্রীমন্তপুর চেকপোস্ট হয়ে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের প্রায় ১৮ জন শিক্ষার্থী বৈধ নথি ব্যবহার করে ভারতে ফিরে এসেছেন। আগামীতে আরও ছাত্র ছাত্রীরা ভারতে ফিরবেন। আগত ছাত্র ছাত্রীদের বিএসএফের তরফ থেকে প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থা করা হয়েছে। তাছাড়া, সীমান্তের ওপারের পরিস্থিতি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছে বিএসএফ।

উল্লেখ্য, গতকাল বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট কোটা সংরক্ষণ বিষয়ে যে রায় দিয়েছন সেখানে ৫ শতাংশ সংরক্ষণ রেখে ৯৩ শতাংশই সাধারণের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। কিন্তু খবর এর পর ও বাংলাদেশের পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয় নি। তাই বাধ্য হয়েই সে দেশে পাঠরত ভারতীয় ছাত্র-ছাত্রীরা দেশে ফিরে আসছেন। তবে যারা এখনো ভিসার সমস্যার কারণে দেশে ফিরে আসতে পারছে না তাদের সঙ্গে ক্রমাগত যোগাযোগ রেখে চলেছে বাংলাদেশ অবস্থিত ভারতীয় হাইকমিশনের তরফ থেকে, এমনটাই জানিয়েছে বাংলাদেশ থেকে আসা এক ভারতীয় মেডিকেল পড়ুয়া।

গন্ডাছড়ায় যেতে না দেওয়ায় প্রশাসনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিলেন জিতেন্দ্র-সুদীপরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ জুলাই।। গন্ডাছড়ায় ক্ষতিগ্রস্থ জনগণের পাশে দাঁড়াতে গিয়ে বাধার সম্মুখীন হলেন বামফ্রন্টের এক প্রতিনিধি দল। বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী নেতৃত্বে ছয় সদস্যের এক প্রতিনিধি দল সোমবার গন্ডা ছড়ায় গিয়ে প্রশাসনিক বাধার সম্মুখীন হয়েছেন। সোমবার সন্ধ্যায় সাংবাদিক সম্মেলনে এই ঘটনায় প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে একরাশ খুব উগড়ে দিয়েছেন বিরোধী দল নেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী।

তিনি বলেন, ত্রিপুরা রাজ্যে সাধারণ মানুষের অধিকার যেমন ক্ষুন্ন করা হচ্ছে। তেমনি অন্যান্য দলের জনপ্রতিনিধিদের অধিকারও ক্ষুন্ন করা হচ্ছে। বিধানসভার সদস্যদের ক্ষতিগ্রস্ত সাধারণ নাগরিকদের সঙ্গে দেখা করতে বাধা প্রদান করছে প্রশাসনিক আধিকারিকরা। ১৬৩ ধারার ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে বিরোধীদের আটকানো হচ্ছে। রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা নিয়ে এদিন প্রশ্ন তুলেছেন তিনি।

উল্লেখ্য, ১২ জুলাই রাত থেকে দুষ্কৃতিদের তান্ডবে উত্তপ্ত গন্ডাছড়া এলাকা। স্থানীয় যুবক পরমেশ্বর রিয়াং এর মৃত্যু ঘিরে চাঞ্চল্যকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল। তারপরে সেখানে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন বহু সাধারণ নাগরিক। বাড়ি ঘর ছেড়ে একপ্রকার শরণার্থীর জীবনযাপন করছেন প্রায় শতাধিক জনগণ। জিতেন্দ্র চৌধুরী জানান, এই ঘটনার পর গত ১৮ জুলাই তিনি জেলাশাসক সাজু ওয়াহিদ এর সঙ্গে কথা বলে গন্ডাছড়া যাওয়ার বিষয়ে জানেন। কিন্তু জেলাশাসক তখন কয়েকদিন পরে আসার জন্য অনুরোধ করেন। সেই অনুযায়ী গতকাল অর্থাৎ ২১ শে জুলাই জিতেন্দ্র চৌধুরী ধলাই জেলাশাসককে জানিয়েছেন ২২ শে জুলাই অর্থাৎ সোমবার সকালে ৬ সদস্যের এক প্রতিনিধি দল গন্ডাছড়া সফরে আসছেন। জেলাশাসক তখন অনুমতি দিলেও আজ সকাল হতেই শুরু হয় তালবাহানা। প্রথমেই জিতেন্দ্র চৌধুরীর এসকট কে বিভিন্ন আইনী প্রটোকল দেখিয়ে বাধা প্রদান করা হয়। তারপর যখন জিতেন্দ্র চৌধুরী নেতৃত্বে বামেদের ৬ জন প্রতিনিধি গন্ডাছড়া পৌঁছায় তখন প্রচুর প্রশাসনিক আধিকারিকরা সেখানে উপস্থিত হয়ে তাদের গণ্ডাছড়ায় প্রবেশে বাধা প্রদান করেন। এমনটাই জানিয়েছেন জিতেন্দ্র চৌধুরী।

তিনি আরো বলেন, পুলিশের বক্তব্য সেখানে ১৬৩ ধারা জারি রয়েছে তাই ৬ জন সেখানে প্রবেশ করা যাবে না। বিরোধী দলনেতা জানান তিনজন করে দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে তারা গণ্ডাছড়া সাধারণ নাগরিকদের সঙ্গে দেখা করবেন এবং কিছুক্ষণ পরেই সেখান থেকে আগরতলার জন্য বেরিয়ে যাবেন। কিন্তু তাতেও রাজি হয়নি প্রশাসন। সেখানে ব্যারিকেড দিয়ে তাদের আটকে দেওয়া হয়। গন্ডাছড়া সাধারণ নাগরিকদের সঙ্গে তাদের দেখা করতে দেওয়া হয়নি। পুলিশের বক্তব্য সেখানে সবকিছু স্বাভাবিক রয়েছে। তবুও কেন বিরোধী

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পশ্চিমে দুই সিপিএম প্রার্থীর মনোনয়ন প্রত্যাহার ঃ জেলা শাসক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ জুলাই।। পশ্চিম জেলা পরিষদের দুই সিপিআইএম মনোনীত প্রার্থী মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করেছেন। আজ সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে একথা বলেন রিটার্নিং অফিসার ডঃ বিশাল কুমার।

তিনি বলেন, ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা পরিষদে মোট ৪৭ জন প্রার্থী মনোনয়ন দাখিল করেছেন। এর মধ্যে বিজেপি সর্মথিত প্রার্থী ১৭ জন, সিপিএম সর্মথিত প্রার্থী ১৭ জন এবং কংগ্রেসের ১৩ জন। সবগুলো মনোনয়ন বৈধ।

তিনি বলেন, আজ দুপুরে সিপিআইএমের দুই প্রার্থী পায়েল দাস এবং পিন্টু দেবনাথ মনোনয়ন প্রত্যাহার করেছেন।

এদিন তিনি বলেন, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা পরিষদে মোট ৫৬টি মনোনয়ন দাখিল করা হয়েছে। পঞ্চায়েত নির্বাচনে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে রাজ্যে কেন্দ্রীয় আধা সামরিক বাহিনী পৌঁছেছে।

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আচমকা নিজ দপ্তরে পরিদর্শনে গিয়ে ক্ষুব্ধ মন্ত্রী ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, সিপাহীজলা, ২২ জুলাই।। দেরিতে অফিসে আশায় সবাই যেন জেলা জেলাশাসকের অফিসের ৩৯ জন কর্মীকে শোকজ করলেন সিপাহীজলা জেলার জেলাশাসক সিদ্ধার্থ শিব জয়েসওয়াল।

এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি জানান, সরকারি কর্মচারীদের নির্দিষ্ট সময় অফিসে আসার একটি নিয়ম রয়েছে। এছাড়াও আনুষাঙ্গিক বেশ কিছু নিয়ম মেনে তাদের কাজ করতে হয়। কিন্তু সিপাহীজলা জেলা শাসকের কার্যালয়ে বেশ কয়েকজন কর্মীরা রয়েছেন যারা সেই সমস্ত নিয়মগুলি মেনে চলেন না। এর পরিপ্রেক্ষিতেই তাদের বিরুদ্ধে কারণ দর্শানোর নোটিশ দেওয়া হয়েছে। তাদের দেওয়া জবাবে পরিপ্রেক্ষিতেই পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে জানিয়েছেন জেলাশাসক। এদিকে, জনগণের কাছে সুযোগ সুবিধা

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সাংবাদিকে পিষে মারার চেষ্টা ঃ আটক অভিযুক্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ২২ জুলাই।। কর্তব্য পালন করতে গিয়ে অল্পেতে প্রাণে বাচলেন খোয়াই জেলার অন্যতম সাংবাদিক তথা কল্যাণপুর প্রেসক্লাবের সভাপতি সজল দেব। আজ দুপুর আনুমানিক দুইটা নাগাদ তেলিয়ামুড়া থানার ওয়ান্টনার গাড়ি (টিআরপি ৩০৪) দিয়ে অবৈধভাবে সরকারি তেল বিক্রি করা হচ্ছিল।এই খবর পাওয়ার পর সজল দেব সহ অন্যান্য সাংবাদিকরা যখন গোটা ঘটনার খবর রাখছিলেন এবং হাতেনাতে তেল বিক্রি ধরে নেওয়ার পর সংশ্লিষ্ট গাড়ির চালক তথা এসপিও জওয়ান তেলিয়ামুড়ার থানায় কর্মরত মনোরঞ্জন দেবনাথকে কিছু জিজ্ঞাসা করতে চাইছিলেন তখন মনোরঞ্জন বাহুবল প্রকাশ পূর্বক গাড়ি চাপা দিয়ে মারার চেষ্টা করেন সাংবাদিক সজল দেবকে।

একটা সময়ে জোর করে সাংবাদিকের উপর দিয়ে গাড়ি চালিয়ে দিতে চাইলে স্থানীয় মানুষ থেকে শুরু করে সাথে থাকা অন্যান্য সাংবাদিকরা যৌথভাবে প্রতিরোধ গড়ে

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ◘ বর্ষ-৭০ ◘ সংখ্যা ২৮০ ◘ ২৩ জুলাই ২০২৪ ইং◘ ৭ শ্রাবণ ◘ মঙ্গলবার ◘ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ শা

জনসংখ্যার চিত্র বদলাইবার ইঙ্গিত

যুবশক্তির দিক দিয়া গোটা বিশ্বে ভারত শীর্ষে বলা যাইতে পারে। যুব শক্তিকে সঠিকভাবে কাজে লাগাইবার উপর দেশের সার্বিক উন্নয়নের নির্ভর করিতেছে। দেশে কর্মসংস্থানের যে পরিলক্ষিত হইতেছে তাহাতে যুবসমাজ বিভ্রান্ত হইতেছে, বিপথে পরিচালিত হইতেছে। কর্মহীনতায় হতাশাগ্রস্ত হইয়া যুব সমাজ দিশেহারা। সঠিক কর্মসংস্থানের অভাবে যুবসমাজ নেশাগ্রস্ত হইয়া পড়িতেছে। ইহার ভয়ংকর প্রতিফলন সমাজের উপর পরিবার যথেষ্ট আশঙ্কা রহিয়াছে। বর্তমানে ভারত তরুণদের দেশ। জনসংখ্যার বেশিরভাগই তরুণ। কিন্তু আগামী আড়াই দশকের মধ্যেই এই পরিস্থিতি বদাইয়া যাইতে পারে। ২০৫০ সাল নাগাদ ভারতে বয়স্কদের সংখ্যা বাড়িয়া দ্বিগুণ হইবে। এমনই পূর্বাভাস দিল রাষ্ট্রসঙ্ঘের জনসংখ্যা বিষয়ক সংস্থা ইউএনএফপিএ। এই বিপুল সংখ্যক বয়স্কদের জন্য রিপোর্টে প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা গ্রহণের উপর গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে। কারণ, ওই পরিস্থিতিতে বিশেষ করিয়া বয়স্ক মহিলাদের নিয়া উদ্বেগ প্রকাশ করা হইয়াছে রিপোর্টে। ইউএনএফপিএ-র ভারতীয় শাখার প্রধান আন্দ্রেয়া ওয়াজনার জানাইয়াছেন, প্রবীণরা একাকীত্ব ও দারিদ্যের শিকার হইতে পারেন। এজন্য বয়স্কদের পেনশন, বাসস্থান, স্বাস্থ্য পরিষেবার ক্ষেত্রে লগ্নি বাড়ানোর পক্ষে সওয়াল করিয়াছেন তিনি। গত ১১ জুলাই ছিল আন্তর্জাতিক জনসংখ্যা দিবস। সেই উপলক্ষ্যে সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে ওয়াজনার বলেন, ভারতে দ্রুত হারে বৃদ্ধি পাইতেছে প্রবীণ নাগরিকদের সংখ্যা। পরিসংখ্যানে দেখা গিয়াছে, ২০২২ সালের ১ জুলাই পর্যন্ত ষাটোর্ধ প্রবীণদের সংখ্যা ছিল প্রায় ১৪ কোটি ৯০ লক্ষ। ২০৫০ সালের মধ্যে তা বৃদ্ধি পাইয়া হইতে পারে প্রায় ৩৪ কোটি ৬০ লক্ষ। তা মোট জনসংখ্যার ২০ শতাংশেরও বেশি। সেজন্য প্রবীণদের সুরক্ষায় বাসস্থান, পেনশন ও চিকিৎসা ব্যবস্থায় জোর দিতে হইবে। বিশেষ করিয়া বয়স্ক মহিলাদের সামাজিক সুরক্ষাগুলির উপর জোর দেওয়ার কথা বলিয়াছেন ওয়াজনার। ভারতের একটা বড় অংশই অল্পবয়সী। তাহার মধ্যে ২৫ কোটি ২০ লক্ষের বয়স ১০ থেকে ১৯ বছর। বিপুল সংখ্যক তরুণ প্রজন্মকে কাজে লাগানোর উপর গুরুত্ব দিয়াছেন ইউএনএফপিএ-র ভারতীয় শাখার প্রধান। তিনি বলেন, লিঙ্গ বৈষম্য দূরীকরণ, শিক্ষা, চাকরি পাওয়ার প্রশিক্ষণ, নতুন চাকরির ক্ষেত্র তৈরি ও বিনিয়োগ করিতে হইবে। ২০৫০ সাল নাগাদ ভারতে নগরায়ন ৫০ শতাংশ বৃদ্ধি হবে। স্মার্ট সিটি, পরিকাঠামো উন্নয়ন এবং সুলভ মূল্যের আবাসনও গড়ে উঠবে। যে কারণে বস্তির সংখ্যাও কমবে এবং নিয়ন্ত্রণে আসবে বায়ুদূষণও। তাঁর কথায়, ভারতে পরিবার পরিকল্পনা এবং প্রসূতিদের স্বাস্থ্য নিয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশেষ করিয়া প্রত্যন্ত এলাকাতেও উল্লেখযোগ্যভাবে সাড়া ফেলেছে। ২০২৩ সালে উদয়পুর ও পাতিয়ালাতে ৪৭ জন ধাত্রীকে প্রশিক্ষণ দিয়াছে ইউএনএফপিএ।

লখিমপুর খেরি কাণ্ডে অন্তর্বর্তী জামিন পেলেন আশিস মিশ্র, রয়েছে কিছু শর্ত

নয়াদিল্লি, ২২ জুলাই (হি.স.): লখিমপুর খেরি কাণ্ডে প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অজয় মিশ্রর ছেলে আশিস মিশ্রকে শর্তসাপেক্ষে অন্তর্বর্তী জামিন দিল সুপ্রিম কোর্ট। তিনি দিল্লি অথবা লখনউয়ের বাইরে কোথাও যেতে পারবেন না বলে নির্দেশ দিয়েছে শীর্ষ আদালত। উত্তর প্রদেশের লখিমপুর খেরিতে প্রতিবাদী কৃষকদের গাড়ি দিয়ে পিষে দেওয়ার মামলার মূল অভিযুক্ত আশিস মিশ্রের জামিন মঞ্জুর করেছে সুপ্রিম কোর্ট। তবে কিছু শর্তও বেঁধে দিয়েছে আদালত। বিচারপতি সূর্য কান্ত এবং বিচারপতি উজ্জ্বল ভুঁইয়ার বেঞ্চ আশিসের চলাফেরা সীমিত করে দিয়েছে। আদালত বলেছে, দিল্লি অথবা লখনউতে থাকতে পারবেন তিনি। পাশাপাশি, নিম্ন আদালতকে দ্রুত বিচারপ্রক্রিয়া শুরু করার নির্দেশ দেয় সুপ্রিম কোর্ট। বিচারপতি সূর্য কান্তের বেঞ্চ বলেছে, "আমরা নিম্ন আদালতকে বিচারপ্রক্রিয়ার সময়সূচি ঠিক করার নির্দেশ দিচ্ছি।"

বাংলাদেশের শরণার্থী প্রসঙ্গে মমতার মন্তব্যের কড়া সমালোচনা রবিশঙ্কর প্রসাদের

নয়াদিল্লি, ২২ জুলাই (হি. স.): বাংলাদেশের শরণার্থী প্রসঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্যের কড়া সমালোচনা করলেন রবিশঙ্কর প্রসাদ। তিনি বলেন, মমতা নিজেই সিএএ-র বিরোধিতা করেছেন। এখন বাংলাদেশ থেকে আসা শরণার্থীদের আশ্রয় দেওয়ার কথা বলছেন। সংবিধান কি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সেই অধিকার দিয়েছে? কোনও রাজ্য সরকারেরই এই অধিকার নেই। বক্তব্য বিজেপি সাংসদ রবিশঙ্কর প্রসাদের।

উল্লেখ্য, রবিবার একুশে জুলাইয়ের সভামঞ্চ থেকে বাংলাদেশের পরিস্থিতি সম্পর্কে মন্তব্য করেন তৃণমূল নেত্রী তথা বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মমতা বলেন, "বাংলাদেশ নিয়ে কিছু বলব না, ওটা আলাদা দেশ। যা বলবে, ভারত সরকার বলবে। আমি এটুকু বলতে পারি, যদি অসহায় মানুষ বাংলার দরজায় কড়া নাড়ে তবে আমরা আশ্রয় নিশ্চয়ই দেব। রাষ্ট্রপুঞ্জের একটা নির্দেশ আছে, কেউ যদি শরণার্থী হন, তবে তার পাশের এলাকা সম্মান জানাবে। বাংলাদেশ নিয়ে আমরা যেন কোনও প্ররোচনায় না যাই, আমরা যেন উত্তেজনায় না জড়াই। যারই রক্ত ঝরুক, তাদের প্রতি আমাদের সহমর্মিতা আছে। আমরাও খবর রাখছি। ছাত্রছাত্রীদের তাজা প্রাণ চলে যাচ্ছে। আমার কিছু বলার নেই।"

অপরিশোধিত তেল ব্যারেল প্রতি ৮৪ ডলারের কাছাকাছি, পেট্রোল এবং ডিজেলের দাম স্থিতিশীল

নয়াদিল্লি, ২২ জুলাই (হি.স.) : আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম ওঠানামা অব্যাহত রয়েছে। ব্রেন্ট ক্রুড প্রায় ৮৪ ডলার এবং ডব্লুটিআই ক্রুড ব্যারেল প্রতি ৮১ ডলারের কাছাকাছি লেনদেন হচ্ছে। সরকারি ক্ষেত্রের তেল ও গ্যাস বিপণন সংস্থাগুলি (পিএসইউ) সোমবার পেট্রোল এবং ডিজেলের দামে কোনও পরিবর্তন করেনি। সপ্তাহের প্রথম দিনে, ব্রেন্ট ক্রুড ০.৪৬ ডলার বা ০.৫৬ শতাংশ বৃদ্ধির সাথে ব্যারেল প্রতি ৮৩.০৯ ডলারে ট্রেড করছে এবং ওয়েস্ট টেক্সাস ইন্টারমিডিয়েট (ডব্লুটিআই) ক্রুড ০.৪৫ ডলার বা ০.৫৬ শতাংশ বৃদ্ধির সাথে ব্যারেল প্রতি ৮০.৫৮ ডলারে লেনদেন হচ্ছে।

ইন্ডিয়ান অয়েলের ওয়েবসাইট অনুসারে, দিল্লিতে পেট্রোলের দাম ৯৪.৭২ টাকা, ডিজেল ৮৭.৬২ টাকা, মুম্বইতে পেট্রোল ১০৩.৪৪ টাকা, ডিজেল ৮৯.৯৭ টাকা, কলকাতায় পেট্রোল ১০৪.৯৫ টাকা, ডিজেল ৯১.৭৬ টাকা, চেন্নাইতে পেট্রোল ১০০.৭৫ টাকা, ডিজেল ৯২.৩৪ টাকা প্রতি লিটারে পাওয়া যাচ্ছে।

সংসদের উভয়কক্ষে পেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, কমেছে বেকারত্বের হার

নয়াদিল্লি, ২২ জুলাই (হি.স.): কেন্দ্রীয় বাজেট পেশ হওয়ার একদিন আগে, সোমবার লোকসভা ও রাজ্যসভায় পেশ হল অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২৩-২৪। সোমবার কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন লোকসভায় অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২৩-২৪ পেশ করেন। পরে রাজ্যসভাতেও পেশ করা হয় অর্থনৈতিক সমীক্ষা। নির্মলা সীতারমন এদিন বলেছেন, 'ইজ অফ ডুয়িং বিজনেস নিয়ে অনেক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ব্যাকরণ

জিষ্ণু বসু

ভারতবর্ষ সারা পৃথিবীতে একমাত্র ব্যতিক্রম। আরব সম্রাজ্যবাদীরা বা ইউরোপের আক্রমণকারী ঔপনিবেশিকরা যেখানেই গেছে সেখানেই প্রাচীন সভ্যতার সব চিহ্ন শেষ হয়ে গেছে। প্রাচীন মিশর কত উন্নত ছিল। সংস্কৃতিতে, জ্ঞানে, বিজ্ঞানে। আরবদেশ থেকে মুসলমান আক্রমণকারীরা এসে মাত্র পঞ্চাশ ষাট বছরের মধ্যে মিশরের সংস্কৃতি শেষ করে দিয়েছিল। ৬৩৯ সালে উমর-ইবন-অল-আস ৪০০০ আরব উপজাতি সেনা নিয়ে মিশর আক্রমণ করেছিল। ৭০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে প্রাচীন মিশর ধুয়ে মুছে। সাফ হয়ে গেল। দু একটা বাদ দিলে পিরামিডগুলো ফাঁকা করে দিয়েছিল। আরব আক্রমণকারীরা। আজকের মিশরে তুতেন খামের বা রামেসাম নামের কোনো মিশরীয়কে কায়রোর রাস্তায় ঘুরতে দেখবেন না।

মায়া, আজটেক বা ইনকা সভ্যতাও অনেক প্রাচীন ছিল। মায়ারা পাঁচ হাজার বছরের ক্যালেন্ডার বানিয়েছিল, জ্যোতির্বিদ্যার বহু বিষয় তারা বুঝতে পারত, তাদের ভাষা ছিল, লিপি ছিল, সাহিত্য ছিল। খ্রিস্টফর কলম্বাস ১৪৯২ সালের ১২ অক্টোবর আমেরিকা আবিষ্কার করলেন। এরপর শুরু হলো অমানবিক অত্যাচার। লড়াই করেছিল রেড ইন্ডিয়ানরা। কিন্তু নির্বিচারে গুলি করে হত্যা, গণধর্ষণ আর ধর্মান্তরণের ফলে মাত্র ১০০ বছরের মধ্যে প্রায় লুপ্ত হয়ে গেল ইনকা, মায়া, আজটেক সভ্যতা। আজ সৃষ্টির দেবতা সূর্যদেব পাচাকামাকের নিত্য পূজা হয় এমন কোনো মন্দির উত্তর বা দক্ষিণ আমেরিকার কোথাও নেই। স্পেনের আক্রমণকারীরা ১৩০০ বছরের পুরাতন পেরুর সূর্যমন্দির ভেঙে ফেলেছে। কিন্তু আজ পেরুতে বা দক্ষিণ আমেরিকার বা সমগ্র দুই মহদেশে এমন মানুষ আর অবশিষ্ট নেই যে তারা তাদের উত্তরাধিকার দাবি করবে। ইউরোপের খ্রিস্টান আক্রমণকারীর দল আমেরিকার সভ্যতাকে সম্পূর্ণ গ্রাস করে ফেলেছে।

ভারতবর্ষেও আক্রমণ কম হয়নি। আশ্চর্যজনকভাবে আরব ও ইউরোপ দুই উপনিবেশ এখানে কায়েম ছিল। হাজার বছরেরও বেশি সময় ধরে সাম্রাজ্যবাদী অত্যাচার সহ্য করবার পরেও আজও ভারতবর্ষ টিকে আছে। ভারতবর্ষের এই অসাধারণ বিজয়ের পিছনে আছেন বহু যুগাবতার পুরুষ। যাঁরা যুগে যুগে সমাজকে সঠিক পথ দেখিয়ে এই অসাধ্যসাধন করেছেন। উ যদি জগদ্গুরু আদি শঙ্করাচার্য না আবির্ভূত হতেন তাহলে ভারতবর্ষের কী অবস্থা হতো! বৌদ্ধধর্ম যেদিন তার দর্শনের ধার হরিয়েছে। কেবল আচার সর্বস্বতা আর বিকৃত তন্ত্র ধর্মটার আসল শক্তিটাই নস্ট করে দিয়েছিল। তাই কেবল বৌদ্ধ শক্তি দিয়ে সেদিন ভারতবর্ষ আরব সাম্রাজ্যবাদী ইসলামকে রুখতে পারত না। শঙ্করের প্রভাব কয়েকশো বছর ভরতবর্ষকে বাঁচিয়েছিল। তারপর যখন প্রায় সমগ্র দেশটাই ইসলামের কবলে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল, তখন যে সমস্ত মহাপুরুষ এসেছিলেন তাদের মধ্যে গুরুনানকদেব (১৪৬৯-১৪৩৯) এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর (১৪৮৬-১৫৩৪) নাম আসে সবার আগে। একজন পশ্চিম ভারতকে রক্ষা করেছিলেন, অন্যজন পূর্বভারতকে।

বঙ্গদেশের বীরেরা বহুদিন পর্যন্ত আরবদের আক্রমণ থেকে নিজেদের মাতৃভূমিকে রক্ষা করেছিলেন। বঙ্গের শস্যশ্যামলা ভূমি, শিল্পকার্য, ধাতুশাস্ত্রে নৈপুণ্য বা ধনসম্পদের কথা বহুদিন থেকেই বিদেশি আক্রমণকারীদের জানা ছিল। বাঙ্গলা, গুজরাত আর কেরলের বণিকেরাই মূলত আরবদের সঙ্গে বাণিজ্য করত। তাই বাঙ্গলার সমৃদ্ধি তারা হাতের তালুর মতোই চিনতো। ৭১২ খ্রিস্টাব্দে মহম্মদ --- বিন-কাশেমের সিন্ধুপ্রদেশ আক্রমণের মধ্য দিয়ে ভারতে মুসলমান আগ্রাসন শুরু হলো। ১০২৫ সালে গজনির সুলতান মামুদ গুজরাতে সোমনাথ মন্দির লুঠ করল। তখন বাঙ্গলাশাসন করছেন মহীপাল। তারও অনেক পরে ১২৫৪ সালে এক ইয়েমেন থেকে আসা সুফি ভেকধারী শাহ জালালের প্রতারণাতে হেরে গেলেন শ্রীহট্টের রাজা গৌরগোবিন্দ।

মহারাজ গৌরগোবিন্দের পরাজয়ের পর শ্রীহট্ট শ্রীহীন হতে থাকে। যে শ্রীহট্ট সংস্কৃত শিক্ষায়, ন্যায় শিক্ষায় সারা ভারতবর্ষে অগ্রগণ্য ছিল, সেখান থেকে পণ্ডিতেরা অত্যাচর সহ্য না করতে পেরে পালিয়ে আসতে শুরু করেন। বাঙ্গলার হিন্দু রাজত্ব রক্ষার চেষ্টা যশোরের প্রতাপাদিত্যও করেছিলেন। কিন্তু ১৬১১ সালের জানুয়ারি মাসে মুঘল সেনা মহারাজা প্রতাপাদিত্যের নৌবহর আক্রমণ করল। রাজা প্রতাপাদিত্যের পরে আর বাঙ্গলাতে কোনো আশা থাকল না।

ভারতের আকাশে এমনই ভয়ানক সঙ্কটময় সময়েই পূর্বভারতের পরিত্রাতা হয়ে এসেছিলেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু। মহাপ্রভুর পিতৃদেব জগন্নাথ মিশ্র শ্রীহট্টের ঢাকা দক্ষিণ গ্রাম থেকে আসেন নবদ্বীপে। নবদ্বীপ তখন নব্যন্যায়ের নতুন তীর্থক্ষেত্র।

বাসুদেব সার্বভৌম মিথিলার মহাপণ্ডিত পক্ষধর মিশ্রের কাছ থেকে নব্যন্যায়। শিক্ষা লাভ করে নবদ্বীপে তার চর্চা শুরু করেন। তারই শিষ্য রঘুনাথ শিরোমণিকে প্রাচ্যের। সক্রেটিস বলা হয়। রঘুনাথও সম্ভবত শ্রীহট্টের পঞ্চখণ্ড থেকে নবদ্বীপে পড়তে এসেছিলেন। জগন্নাথ মিশ্রের পুত্র নিমাইও মহাপণ্ডিত হলেন। তবে

ফেলা সহজ হবে

।নবদ্বীপে যখন অদ্বৈত আচার্যের ঘরে প্রবেশ করে মৌলানা সিরাজুদ্দিন ওরফে হাবিবুর রহমান ওরফে চাঁদকাজি সংকীর্তন বন্ধের নিদান দিয়েছিলেন, তার প্রতিক্রিয়ার কাজির তীক্ষ্ণবুদ্ধিতে ধরা পরেছিল যে হিন্দুদের এই একত্রিত শক্তি প্রদর্শন আসলে

এই ধরনের সংস্কৃতি হিন্দু রীতি বিরোধী। হিন্দুদের যে শাশ্বত পরম্পরাতে এসবে গভীর আঘাত লাগছিল। গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে গজপতি মহারাজ প্রতাপরুদ্র অনেক সংহত করলেন নিজের শক্তিকে।

এরপর থেকে ওড়িশা পূর্বভারতের পরম আশ্রয়স্থল হয়ে উঠল। উত্তর

তার কেন্দ্রে ছিল বৃন্দাবন। যা আধুনিক যুগে আবিষ্কার করলেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু।

মহাপ্রভুর পঞ্চমতম আবিষ্কার অবশ্যই আচণ্ডালে হরিনাম বিলিয়ে দেওয়া। জাতিভেদ হিন্দু সমাজের কর্কটরোগ। ওই একটি দোষ সর্বগুণ, সর্বশক্তি সম্পন্ন হিন্দুজাতিকে বিলুপ্ত করার জন্য যথেষ্ট ছিল। মধ্যযুগে হিন্দুসমাজ

*জগন্নাথ মিশ্রের পুত্র নিমাইও মহাপণ্ডিত হলেন। তবে ন্যায় বা নব্যন্যায়ে নয়, হলেন ব্যাকরণে। ব্যাকরণ মূলত যুক্তিনিষ্ঠ, খানিকটা বিজ্ঞান অনুসারী। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে এক অভিজ্ঞ বৈয়াকরণিকের ছাপ সুস্পষ্ট। উ গয়াতে বিষ্ণুপাদপদ্ম দর্শনের পরে নিমাই পণ্ডিতের মনের আমূল পরিবর্তন হলো। মহাপণ্ডিত, অসীম সাহসী, তার্কিক, পরম গৃহস্থ একজন সফল সম্পন্ন মানুষ সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর ব্রত নিলেন। সেই সময় সমাজকে রক্ষা করার জন্য প্রয়োজন ছিল ত্যাগী সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের। এবিষয়ে পরবর্তী জীবনে ছোটো হরিদাসের প্রতি গৌরাঙ্গের কঠোরতা সেই রেজিমেন্টালাইজেশন এই কঠোরতার শিক্ষাই দেয়। ছোটো হরিদাস ভিক্ষা করতে গিয়ে গৃহস্থ মহিলার সঙ্গে দাঁড়িয়ে কথা বলেছিলেন মাত্র। মহাপ্রভু তাকে ভৎসনা করেন। হরিদাস মনঃকষ্টে আত্মহত্যা করেন। মহাপ্রভু তাঁর নবজাগরণ। মহাপ্রভু সেই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছিলেন। চারদিক থেকে সন্ধ্যার অন্ধকারে মশালের আলোতে এগিয়ে চলল নগর সংকীর্তন। গন্তব্যস্থল চাঁদকাজির প্রাসাদ। ভীতসন্ত্রস্ত কাজি আত্মসমর্পণ করলেন। সেদিন মহাপ্রভু নগর সংকীর্তন করার পাশা' অর্থাৎ অনুমতি ফলক নিয়ে ফিরেছিলেন। এই জয় বাঙ্গলার হিন্দুদের বেঁচে থাকার ছাড় পত্র হয়েছিল। আজও পশ্চিমবঙ্গে যে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু আর পাকিস্তানের ভয়াবহ সন্ত্রাসের পরেও পূর্ববঙ্গে ৮ শতাংশ হিন্দু নামধারীর অস্তিত্ব তার ছাড়পত্র নিয়ে সেদিন গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু ফিরেছিলেন। উ তার তৃতীয় আবিষ্কার নীলাচলে। বাঙ্গলা ছেড়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত অত্যন্ত সময়োপযোগী ছিল। ওড়িশা তখন যুদ্ধবিধ্বস্ত। গজপতি রাজা প্রতাপরুদ্র তখন তিন দিকে তিন শত্রুর সঙ্গে লড়াই করছেন। রাজা প্রতাপরুদ্র দেব বাঙ্গলার হুসেন শাহের সেনাপতিকে মারতে

ভারত থেকে, পূর্ব ভারত থেকে মানুষ এসে আরয় গ্রহণ করল, ওড়িশার এক একটি অনুন্নত, জঙ্গলের দায়িত্ব নিতে এসেছিল হিন্দু রাজন্যবর্গ। ওড়িশার এই উত্তরণের শুরুটা হয়েছিল শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সময় থেকে। তাই বাংলা এবং উড়িষ্যার মধ্যেকার সম্পর্ক যেমন মহাপ্রভু স্থাপন করেছিলেন, তেমনই ওড়িশাকেও শক্তিশালী করে তুলেছিলেন।

যদিও ভক্তি আন্দোলনের শুরুটা দক্ষিণ ভারতে তবু পূর্বভারত আর উত্তর ও পশ্চিম ভারতে এই বিজয়ী আন্দোলনের প্রচার প্রসারে মহাপ্রভুর ভূমিকা অনস্বীকার্য। এপ্রসঙ্গে মহাপ্রভুর চতুর্থ আবিষ্কার হলো 'বৃন্দাবন। ভগবান কৃষ্ণের বাল্যলীলা, ভক্তিরসের প্রেমধারার মূলভূমি তো বৃন্দাবন। বৈষ্ণব রসসাহিত্য যে বৃন্দাবনের উপরে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল, পরবর্তী কয়েকশো বছর এক শক্তিশালী সাংস্কৃতিক ভিত হয়ে উঠেছিল তার জন্য বৃন্দাবন আবিষ্কার খুবই

বিলুপ্ত হয়ে যেত যদি শ্রীচৈতন্যের মতো মহাপুরুষ না আবির্ভূত হতেন। হরিনাম জপ করলে ব্রাহ্মণ থেকে চণ্ডাল সকলে উদ্ধার হবে এটা যুগান্তকারী সূত্র ছিল। আজও পশ্চিমবঙ্গে যে জাতিভেদের কুৎসিত চেহারা অনেকটা কম দেখা যায় তার মূল কারণ ওই নিমাই পণ্ডিত। শিক্ষাষ্টকমের তৃতীয় স্তোত্রে চৈতন্য মহাপ্রভু বললেন 'তৃণাদপি সুনীচেন বরোবহপি সহিষ্ণুণা। অমানিনা মানদেন কীর্তনীয় সদা হরি।।

এই 'অমানিনা মানদেন' সমাজকে এক রেখেছে। এই অদৃশ্য শক্তি বঙ্গদেশকে আফগানিস্তান হতে দেয়নি। যার সম্পূর্ণ কৃতিত্ব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর।

রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন যে, ক্ষণজন্ম পুরুষ যাঁরা তাদের ভাবনাকে কেবল সমকালের বিচারে ভাবলে ভুল হবে। আবহমানকালের প্রেক্ষাপটে ভাবা প্রয়োজন। বাঙ্গলার মধ্যযুগের সাহিত্য থেকে আধুনিক কালের শিল্প সাহিত্য পর্যন্ত যুক্তিবাদী বাস্তব

জ্ঞানসম্পন্ন মানবদরদি শ্রীচৈতন্যের প্রভাব বিদ্যমান। বিজয় গুপ্ত মনসামঙ্গল লিখেছেন ১৪৮৪ সালে। সেই 'পদ্মপুরাণে' দেবী মনসাচঁদ সদাগরের পুত্রদের মৃত্যুতে জয়ের হাসি হাসছেন। কবি বিপ্রদাস পিপিলাই ১৪৯৫ সাল নাগাদ 'মনসা বিজয়' লেখেন। তার জন্ম উত্তর চব্বিশ পরগনার বাদুড়িয়াতে। সেদিনও মহাপ্রভুর ভাবনা সারা বঙ্গদেশে ছড়িয়ে যায়নি। কিন্তু চৈতন্যোত্তর যুগে যাঁরা 'মনসামঙ্গল' লিখলেন সেখানে দেবী মনসার এক অপরূপা দয়াময়ীভাবের প্রকাশ দেখা গেল। সপ্তদশ শতকের কবি কেতক দাস ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গল কাব্যের দেবী মনসা কেঁদে ফেললেন চাঁদের পুত্রদের মৃত্যুতে। এ এক সাংস্কৃতিক উত্তরণ। এই মানবিক শক্তি একটি সমাজকে কালজয়ী জাতিতে পরিণত করে। বাঙ্গলার শক্তিশালী

সাহিত্য যা পরবর্তীকালে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীদের হাত থেকে সমগ্র ভারতবর্ষকে মুক্তি প্রদানের অন্যতম সহায়ক হয়েছিল সেই বাংলাসাহিত্য সংস্কৃতিকে আধুনিক যুগের উপযোগী করে পরিণত করাটা ছিল চৈতন্যদেবের অপর এক আবিষ্কার। তা কেবল কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃত' বা বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের চৈতন্যভাগবত'-এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, আধুনিক সাহিত্যে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'চুয়াচন্দন' পর্যন্ত প্রবাহিত হয়েছে। এইসব আবিষ্কার আর তার প্রয়োগের মধ্যে এক বিজ্ঞানমনস্কতার আগে আছে এক বাস্তববোধসম্পন্ন মানুষের প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, সেইসঙ্গে এক বৈয়াকরণিকের যুক্তিবোধ। আরব সাম্রাজ্যবাদ ও ইউরোপীয় ঔপনিবেশিকতার পরেও ভারতবর্ষ বেঁচে আছে। আরব সাম্রাজ্যবাদের প্রবেশস্থল সিন্ধুপ্রদেশ ভারতীয় সংস্কৃতির এককালের কেন্দ্রস্থল ছিল। আজ তা একটি মৌলবাদী ইসলামি দেশের অংশ। ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীদের প্রবেশস্থল ছিল বঙ্গদেশ। পশ্চিমবঙ্গ কিন্তু আজও ভারতীয় সংস্কৃতিকে বহন করছে। বাংলাদেশে এত মৌলবাদী অত্যাচারের পরেও 'ভজ নিতাই গৌর রাধেশ্যাম, বলো হরেকৃষ্ণ হরে রাম'সংকীর্তন বন্ধ হয়নি। ১৯৭০ সালে খানসেনারা ফরিদপুরের জগদ্বন্ধু মঠের শ্রীরঙ্গম আশ্রমের মাঠে ১১জন সংকীর্তনরত সন্ন্যাসীকে একসঙ্গে গুলি করে হত্যা করেছিল। কিন্তু আজও হরিনাম সেখানে বন্ধ হয়নি। ২০২০ সালের গৌরপূর্ণিমার দিনও কেউ ফরিদপুরে গেলে দেখতে পাবেন হরিনামে নেচে গেয়ে মাতোয়ারা ভক্তের দল। উ প্রাণের গৌর যে আমাদের সঞ্জীবনী মন্ত্র দিয়ে গেছেন, নিমাই পণ্ডিতের ব্যাকরণ ভুল হবার নয়। এই বঙ্গভূমিকে শেষ করবে এমন ক্ষমতা কারো নেই।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

বাধাহীন রেল সংযোগ ব্যবস্থার দিকে অগ্রসর হচ্ছে মিজোরাম

ভৈরবী-সাইরাং নতুন রেলওয়ে লাইন প্রকল্পের অগ্রগতি ৯৩ শতাংশ

মালিগাঁও, ২২ জুলাই, ২০২৪: বিভিন্ন নতুন রেলওয়ে লাইন প্রকল্পের কাজ সম্পাদনের দ্বারা উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলির রূপান্তরের ক্ষেত্রে ভারতীয় রেলওয়ে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে আসসে। রেলমন্ত্রকের রাজধানী সংযুক্তিকরণ প্রকল্পের অধীনে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সবগুলি রাজ্যের রাজধানীকে সংযুক্ত করার জন্য নতুন রেলওয়ে লাইনের নির্মাণ কাজ চলছে।

এই ধরনের একটি প্রকল্প হলো উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্য মিজোরামকে দেশের অন্যান্য অংশের সাথে সংযুক্ত করার জন্য ভৈরবী-সাইরাং নতুন রেল লাইন প্রকল্প, যা সম্পূর্ণ হওয়ার শেষ পর্যায়ে। এই প্রকল্পটি সম্পূর্ণ হলে মিজোরামের মানুষের জন্য যোগাযোগ ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে একটি গেম চেঞ্জার প্রকল্প হবে। সাশ্রয়ী এবং পরিবেশ অনুকূল এই রেলওয়ে পরিষেবাটি রাজ্যের প্রায় সমস্ত উন্নয়নমূলক কাজে এক ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে। ভৈরবী ও সাইরাঙের মধ্যে ৫১.৩৮ কিমি নতুন রেলওয়ে লাইনটি চারটি সেকশনে বিভক্ত করা হয়েছে, এগুলি হলো যথাক্রমে ভৈরবী-হর্তকি, হর্তকি-কাওনপুই, কাওনপুই-মুয়ালখং এবং মুয়ালখং-সাইরাং। প্রকল্পটির অধীনে কাজের অগ্রগতি ইতিমধ্যে ৯৩ শতাংশ অর্জন করা সম্ভব হয়েছে।

কঠিন ভূখণ্ডে নির্মীয়মাণ ভৈরবী-সাইরাং রেলওয়ে প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে একাধিক টানেল এবং ব্রিজ। এই প্রকল্পে টানেলের মোট দৈর্ঘ হলো ১২৮৫৩ মিটার, যার মধ্যে ইতিমধ্যে ১২৮০৭ মিটার টানেলের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে। প্রকল্পটিতে মোট ৫৫টি মেজর ব্রিজ এবং ৮৯টি মাইনোর ব্রিজ রয়েছে, এখনও পর্যন্ত ৪৭টি মেজর ব্রিজ এবং ৮৭টি মাইনোর ব্রিজের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে।

প্রকল্পটির সবচেয়ে উঁচু পিয়ার অর্থাৎ সাইরাং স্টেশনে প্রবেশের সময় ১৯৬নং. ব্রিজের পিয়ার পি-৪ নির্মাণের কাজও সম্পূর্ণ হয়ে গেছে।

এই পিয়ারের উচ্চতা ১০৪ মিটার, যা কুতুব মিনারের তুলনায় ৪২ মিটার উঁচু।

এছাড়াও প্রকল্পটিতে ৫টি রোড ওভার ব্রিজ এবং ৬টি রোড আন্ডার ব্রিজ রয়েছে। এর প্রকল্পের অধীনে রয়েছে চারটি স্টেশন যথাক্রমে হর্তকি, কাওনপুই, মুয়ালখং এবং সাইরাং।

এই প্রকল্পটির কাজ সম্পাদনের ক্ষেত্রে প্রচণ্ড বৃষ্টিপাত ও দীর্ঘকালীন বর্ষার জন্য খুব কম কাজের সময়, জঙ্গলের মধ্য দিয়ে খুব কঠিন ও পাহাড়ি ভূ-খণ্ড, নিম্নমানের প্রবেশযোগ্যতা, মিজোরামে নির্মাণ উপকরণ ও দক্ষ শ্রমিকের অভাবের মতো একাধিক প্রত্যাহ্বান সত্ত্বেও উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে এই প্রকল্পটি দ্রুত চালু করার প্রতিশ্রুতি পূরণে সমস্ত প্রচেষ্টা করেছে।

নতুন এই রেল প্রকল্পটি মিজোরামের জনগণকে উন্নত সংযোগ ব্যবস্থা প্রদান করার পাশাপাশি অঞ্চলটিতে ক্ষুদ্র মাপের শিল্প বিকাশে সাহায্য করবে এবং রাজ্যের পর্যটন শিল্পকেও উৎসাহিত করবে। এই প্রকল্পটি স্থানীয় জনগণের প্রয়োজনীয়তা পূরণের জন্য পাহাড়ি রাজ্যটিতে যাত্রী ও বিভিন্ন উপকরণ তথা সামগ্রী পরিবহণের ক্ষেত্রে ব্যয়ের হার যথেষ্ট হ্রাস করাটা নিশ্চিত করবে। মিজোরামের রাজধানী এবং অসমের নিকটবর্তী স্থানগুলির মধ্যে ভ্রমণের সময় উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস হবে। এই অঞ্চলের সাধারণ মানুষ দেশের দূর দূরান্ত অঞ্চলে যাওয়ার সুবিধা লাভ করবেন এবং অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রীর বাধাহীন সরবরাহ লাভ করবেন।

ব্রজমণ্ডল যাত্রা উপলক্ষ্যে নুহতে কড়া নিরাপত্তা, মোবাইল ইন্টারনেট স্তব্ধ

নুহ, ২২ জুলাই (হি.স.): ব্রজমণ্ডল জলাভিষেক যাত্রা উপলক্ষ্যে কড়া নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে ফেলা হয়েছে হরিয়ানার নুহ-কে। এছাড়া যাত্রাকে নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করতে রবিবার সন্ধ্যা থেকে নুহ জেলায় ২৪ ঘণ্টার জন্য বন্ধ করা হয়েছে ইন্টারনেট ও বাল্ক মেসেজ পরিষেবা। স্বরাষ্ট্র দফতরের অতিরিক্ত মুখ্যসচিব অনুরাগ রাস্তোগী জানিয়েছেন, সংশ্লিষ্ট যাত্রাকে কেন্দ্র করে নুহতে বিক্ষোভের পাশাপাশি সম্পত্তি নষ্ট করা ও শান্তি বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

তাই রবিবার সন্ধ্যা ছ'টা থেকে সোমবার সন্ধ্যা ছ'টা পর্যন্ত ইন্টারনেট ও বাল্ক মেসেজ পরিষেবা বন্ধ রাখা হয়েছে। উল্লেখ্য, সাম্প্রদায়িক অশান্তির জেরে গতবছর ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির সাক্ষী হয়েছিল হরিয়ানার নুহ। তাই এবার আগে থেকেই সতর্ক রয়েছে প্রশাসন।

পুলিশ সুপার বিজয় প্রতাপ সোমবার সকালে বলেছেন, পুলিশ প্রস্তুত রয়েছে, নিরাপত্তা আঁটোসাঁটো করা হয়েছে। ডগ স্কোয়াড ও সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীও মোতায়েন রয়েছে।

আগে থেকেই শুরু প্রকৃতির মাঝে পুজো দেখার আর্জি, মিলছে উত্তরও

কলকাতা, ২২ জুলাই (হি স) : মাস দেড় বাদে দুর্গাপুজো। শহুরে ব্যস্ততা আর ঘিঞ্জি পরিবেশ থেকে সাময়িক মুক্তির আশা আর প্রকৃতির মাঝে পুজো দেখার আর্জি সামাজিক মাধ্যমে খোঁজখবর করতে শুরু করেছেন আগ্রহীরা। মিলছে উত্তরও।

আবেদন এসেছে, "এবার পুজোতে গ্রামের অনাড়ম্বর পুজো দেখতে চাই। এমন কোনো জায়গার সন্ধান চাই যেখানে অঞ্জলি দিতে পারবো, চাইলে পুজোর ভোগ খেতে পারবো। শান্তি ভাবে পুজো সন্ধি পুজো দেখতে পারবো। কাছাকাছি কোনো থাকার জায়গা থাকতে হবে, যেখানে রাতটুকু কাটানো যাবে পরিবার নিয়ে। পুজোতে যেকোনো দুদিন এমন ভাবে কাটানো যাবে এমন জায়গার সন্ধান কেউ দিলে ভালো হয়। কেউ যদি পশ্চিমবঙ্গের বাইরেও কোনো এমন পুজোর সন্ধান দিতে পারেন দেবেন"।

'ভ্রমণবার্তা' ফেসবুক গ্রুপে এই আবেদনের প্রেক্ষিতে অনেক উত্তর এসেছে। মিলেছে আঁতপুর রামকৃষ্ণ মিশন থেকে বেলুড় মঠ, নদীয়ার পায়রাডাঙ্গা থেকে জনাই ও বাকসা, দশঘড়া থেকে চকদিঘি, ভান্ডারহাটি থেকে টাকি, গরলগাছা থেকে নাড়াজোল, রাজবলহাট থেকে আটপুর বিভিন্ন জায়গার নাম।

গ্রামের পুজো দেখতে উল্লেখ করা হয়েছে হাওড়া-বর্ধমান মেন লাইনে পাণ্ডুয়া স্টেশনে নেমে থেকে বাস বা অটোয় মিনিট কুড়ি গেলেজামগ্রামে নন্দীবাড়ি। বনেদি বাড়ির পুজো। খাওয়ানো হয় সপ্তমী ও নবমীতে। তবে, সারাদিন পুজো আর সন্ধ্যারতি দেখে রাতে ফিরে আসতে হবে।

আগে থেকে থাকার ঘর সংরক্ষণ করে রাখলে কামারপুকুরের পুজো। প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে বোলপুরের পুজো দেখার। সোনাঝুড়িতে হোটেল উঠে পশ্চিম দিকে একটি দুর্গামন্ডপ হয়। আঙ্গিক, মন্ডপ অন্যচ রকমের। ভিড় বিরক্ত করবেনা। পুজো দিয়ে হোটেলে খাওয়ার সুযোগ থাকছে। যেতে পারেন জেন্দুর গ্রামে। মা ক্ষেপীর পুজো দেখতে। রামপুরহাট এ থাকতে পারবেন। কাছেই তারাপীঠ। ১ কিমির ভেতর টোটে নিয়ে তাও দেখতে পারবেন। জানা গিয়েছে পশ্চিম বর্ধমানে দুর্গাপুরের কাছে মা শ্যামরূপা গড়জঙ্গলের পুজোর কথাও।

সুজয় কর্মকার লিখেছেন, "আমি গতবছর পুজোয় সপরিবারে শান্তিনিকেতনে ছিলাম, সত্যিই এক আলাদা অনুভূতি অনুভব করেছি। ওখানে সুরুতেশ্বর শিব মন্দিরের দুর্গা পূজা দারুণ লেগেছে, প্রতিদিন ভোগ প্রসাদও পাওয়া যায়"।

শান্তনু সিনহা জানিয়েছেন, "শিলং যেতে পারেন ওখানেও বাঙালি এরিয়া আছে পাহাড়ের উপর শিলং ভিউ পয়েন্টের নিচে। খুব সুন্দর লাগবে। আমি গত বছর ঘুরে এসেছি"।

মৃণালকান্তি বালা জানিয়েছেন, ইন্দোর আসতে পারেন। বাঙালি ক্লাবের পূজোতে অঞ্জলি দিতে, ভোগ খেতে, মন-প্রাণ ভরে শান্তিতে সন্ধিপূজো দেখতে পারবেন। চাইলেই বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ও অংশগ্রহণ করতে পারবেন। থাকার জন্য রেলওয়ের রিটার্নিং রুম বা রেলওয়ে স্টেশনের গায়েই মহারানী রোডে হোটেল আছে।

পার্থ ব্যানার্জী আবেদন করেছেন, "নিশ্চই কোনও একটা জায়গায় যাবেন সত্যি সত্যি নওখানে যা যা অনারম্বর পুজো দেখলেন তার বর্ণনা ও ছবি বা ভিডিও অবশ্যই দেখাবেন কিন্তু ন এটা আপনার সুন্দর একটা দায়িত্ব নআপনার দেখানো পথে আরও কিছু লোক গিয়ে শান্তি পেতে পারবেন"ন

ব্রজমণ্ডল যাত্রা উপলক্ষ্যে নুহতে কড়া নিরাপত্তা, মোবাইল ইন্টারনেট স্তব্ধ

নুহ, ২২ জুলাই (হি.স.): ব্রজমণ্ডল জলাভিষেক যাত্রা উপলক্ষ্যে কড়া নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে ফেলা হয়েছে হরিয়ানার নুহ-কে। এছাড়া যাত্রাকে নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করতে রবিবার সন্ধ্যা থেকে নুহ জেলায় ২৪ ঘণ্টার জন্য বন্ধ করা হয়েছে ইন্টারনেট ও বাল্ক মেসেজ পরিষেবা। স্বরাষ্ট্র দফতরের অতিরিক্ত মুখ্যসচিব অনুরাগ রাস্তোগী জানিয়েছেন, সংশ্লিষ্ট যাত্রাকে কেন্দ্র করে নুহতে বিক্ষোভের পাশাপাশি সম্পত্তি নষ্ট করা ও শান্তি বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। তাই রবিবার সন্ধ্যা ছ'টা থেকে সোমবার সন্ধ্যা ছ'টা পর্যন্ত ইন্টারনেট ও বাল্ক মেসেজ পরিষেবা বন্ধ রাখা হয়েছে। উল্লেখ্য, সাম্প্রদায়িক অশান্তির জেরে গতবছর ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির সাক্ষী হয়েছিল হরিয়ানার নুহ। তাই এবার আগে থেকেই সতর্ক রয়েছে প্রশাসন। পুলিশ সুপার বিজয় প্রতাপ সোমবার সকালে বলেছেন, পুলিশ প্রস্তুত রয়েছে, নিরাপত্তা আঁটোসাঁটো করা হয়েছে। ডগ স্কোয়াড ও সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীও মোতায়েন রয়েছে।

ট্রেনের পিছনের বগি থেকে ধোঁয়া! আসানসোলে দিল্লিগামী দুরন্ত এক্সপ্রেসে আতঙ্ক

আসানসোল, ২২ জুলাই (হি.স.) : গোলযোগ দেখা দিল দিল্লিগামী দুরন্ত এক্সপ্রেসে। সোমবার সকালে আসানসোল ডিভিশনের রাজবাঁধ স্টেশন পার করার সময় ট্রেনটির ইঞ্জিনের পিছনের বগি থেকে ধোঁয়া বের হতে দেখা যায়। বিষয়টি নজরে আসতেই সকাল ১০.১৪ মিনিট নাগাদ ট্রেনটিকে থামিয়ে দেওয়া হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যান রেলের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা। রক্ষণাবেক্ষণের পর ১০টা ৩৬ মিনিট নাগাদ দিল্লির উদ্দেশ্যে রওনা দেয় ট্রেনটি। আসানসোল ডিভিশনের রেলের জনসংযোগ আধিকারিকের দাবি, ব্রেক বাইন্ডিংয়ের কারণেই এই ঘটনা ঘটেছিল। তবে উদ্বেগের কোনও কারণ নেই। কোনও যাত্রীর সমস্যা হয়নি বলেও জানানো হয়েছে।

জয়নগরে পোশাক কারখানায় আগুন, বিপুল ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা

জয়নগর, ২২ জুলাই (হি.স.): দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার জয়নগরের আগুন লাগলো একটি পোশাক কারখানায়। সোমবার ভোররাতে আগুন লাগে জয়নগর থানার জয়নগর-১ ব্লকের বামনগাছি অঞ্চলের দলুয়াখাকী গ্রামের লস্কর পাড়ায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ভোররাত তিনটে নাগাদ রহমাতুল্লাহ লস্করের কারখানায় আগুন লাগে। অগ্নিকাণ্ডে লক্ষাধিক টাকার সেলাই মেশিন ও তৈরি থাকা প্যান্ট-সহ একাধিক জিনিসপত্র পুড়ে ছারখার হয়ে গিয়েছে। খবর পেয়ে স্থানীয়রা এসে কোনওক্রমে আগুন আয়ত্তে আনে। ঠিক কীভাবে আগুন লাগল, তা এখনও জানা যায়নি। ইতিমধ্যেই এলাকায় পৌঁছেছেন বিদ্যুৎ দফতরের আধিকারিকরা।

আরএসএস-এর কার্যক্রমে অংশ নিতে পারবেন সরকারি কর্মীরা, নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারে খুশি সঙ্ঘ

নয়াদিল্লি, ২২ জুলাই (হি.স.): কেন্দ্রীয় সরকার রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ (আরএসএস)-এর কার্যক্রমে সরকারি কর্মীদের অংশগ্রহণে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে নিয়েছে। ১৯৬৬ সালের নভেম্বরে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী এই নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন। কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মীবর্গ, জন অভিযোগ এবং পেনসন সংক্রান্ত দফতরের তরফে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের কথা জানানো হয়েছে।নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারে খুশি ব্যক্ত করেছে সঙ্ঘ। আরএসএস-এর অখিল ভারতীয় প্রচার প্রমুখ সুনীল আম্বেকর এক ভিডিও বার্তায় বলেছেন, 'রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ (আরএসএস) গত ৯৯ বছর ধরে দেশের পুনর্গঠনে এবং সমাজের সেবায় নিযুক্ত রয়েছে।

জাতীয় নিরাপত্তা, ঐক্য-অখণ্ডতা এবং প্রাকৃতিক দুর্য্যোগের সময়ে আরএসএস-এর অবদানের কারণে দেশের বিভিন্ন ধরনের নেতৃত্ব সময়ে সময়ে আরএসএস-এর ভূমিকার প্রশংসা করেছে। তাঁদের রাজনৈতিক স্বার্থের কারণে, তৎকালীন সরকার অন্যায়ভাবে সরকারি কর্মচারীদের আরএসএস-এর মতো গঠনমূলক সংগঠনের কর্মকাণ্ডে অংশ নিতে নিষেধ করেছিল। সরকারের সাম্প্রতিক সিদ্ধান্ত যথাযথ এবং তা ভারতের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করবে।এদিকে, এক পোস্টে সরকারের এই পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়েছেন বিজেপির আইটি সেলের প্রধান অমিত মালব্য। তিনি এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, ৫৮ বছর আগে অসাংবিধানিক একটি নির্দেশ জারি করা হয়েছিল যার অবসান হল মোদী সরকারের হাত ধরে। হরিয়ানা, হিমাচল প্রদেশ, মধ্য প্রদেশ এবং ছত্তিশগড়ের মতো কয়েকটি রাজ্য ইতিমধ্যেই এই নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করেছে।

"বিদেশীদের স্বীকৃতি প্রসঙ্গে এক্তিয়ার-বিহীন মন্তব্য মমতার", তোপ তথাগতের

কলকাতা, ২২ জুলাই (হি স) : বিদেশীদের স্বীকৃতি প্রসঙ্গে এক্তিয়ার-বিহীন মন্তব্য করছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর দফতর এবং ভারতের বিদেশমন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্করকে যুক্ত করে এই বার্তা দিয়েছেন প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায়।

"বাংলাদেশের মানুষ দরজায় কড়া নাড়লে আশ্রয় দেবো" বলে প্রকাশ্যে মন্তব্য করেছেন মমতা। এর প্রেক্ষিতে এক্স বার্তায় তথাগতবাবু লিখেছেন, "বাংলাদেশীরা আমাদের দরজায় কড়া নাড়লে আমরা তাদের আশ্রয় দেব, বলেছেন মমতা। আমাদের সংবিধানের ৭ম তফসিলের অধীনে বিদেশীদের স্বীকৃতি দেওয়া তাঁর এক্তিয়ারের মধ্যে নেই। অনুগ্রহ করে বিএসএফের নজরদারি কঠোর করুন, কিন্তু হিন্দু ও বৌদ্ধদের প্রবেশে বাধা দেবেন না।"

অপর এক্স বার্তায় তথাগতবাবু লিখেছেন, "২০২৬ সালের নির্বাচনের আগে পশ্চিমবঙ্গে বাঙালি ও হিন্দিভাষী হিন্দু যে বিপদের সম্মুখীন সে বিষয়ে তাদের অবহিত করা দরকার। শুধু ভোটে জেতার জন্য নয়, বেঁচে থাকার জন্য। বাংলাদেশের অস্থিরতা এই বিপদকে আরও বাড়িয়েছে"।

রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে নাম প্রত্যাহার বাইডেনের, সমর্থন জানালেন কমলাকে

ওয়াশিংটন, ২২ জুলাই (হি.স.) : জো বাইডেন আগামী নভেম্বরে আমেরিকার রাষ্ট্রপতির নির্বাচন থেকে নিজের নাম প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। মার্কিন রাষ্ট্রপতি রবিবার রাতে সামাজিক মাধ্যমে এক বার্তায় এমনটা জানিয়েছেন। তিনি বলেন, আমেরিকার রাষ্ট্রপতি হিসাবে দায়িত্ব পালন করা তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় সম্মান। ডেমোক্রেটিক পার্টি ও দেশের স্বার্থে রাষ্ট্রপতি হিসেবে বাকি মেয়াদ তাঁর দায়িত্ব পালনে ব্যয় করাই তাঁর অগ্রাধিকার। চলতি সপ্তাহের শেষের দিকে জাতির উদ্দেশে এক ভাষণে তার সিদ্ধান্তের কথা জানাবেন। ডেমোক্রেটিক দলের রাষ্ট্রপতি পদের জন্য তিনি ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিসকে সমর্থন করেছেন এবং একজন অসাধারণ সহকর্মী হিসেবে একসঙ্গে কাজ করার জন্য তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। উল্লেখ্য, প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি এবং রিপাবলিকান পার্টির প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে ২৮ জুন বিতর্কের পর, প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে সরে যাওয়ার জন্য জো বাইডেনের উপর চাপ ক্রমশ বাড়ছিল। বর্তমানে কোভিড-এ আক্রান্ত হওয়ায় তিনি নিজের বাড়িতে আইসোলেশনে আছেন।

ফের ভাঙনের মুখে কপিল মুনির আশ্রম সংলগ্ন এলাকা, আতঙ্কে স্থানীয়রা

গঙ্গাসাগর, ২২ জুলাই (হি.স.) : দক্ষিণ ২৪ পরগনার অন্যতম তীর্থ ক্ষেত্র ও পর্যটন কেন্দ্র গঙ্গাসাগরের কপিল মুনির আশ্রম সংলগ্ন এলাকা রবিবারের পর সোমবারও তীব্র ভাঙনের মুখে। এক থেকে পাঁচ নম্বর স্নান ঘাটের কংক্রিটের রাস্তা, গাছ, অস্থায়ী দোকান, বিদ্যুতের খুঁটি, সমুদ্রে তলিয়ে যাচ্ছে। বড়বড় ঢেউ আছড়ে পড়ছে সমুদ্রতটে।অসামরিক প্রতিরক্ষা দফতরের কর্মীরা সোমবার সকাল থেকে মাইকিং করে পুন্যার্থীদের এক থেকে পাঁচ নম্বর স্নানঘাটে সাগরে নামতে নিষেধ করছেন। কপিল মুনির আশ্রম থেকে কয়েকশো মিটার দূরে ভয়াবহ এই ভাঙনে আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন দোকানদার থেকে পুন্যার্থী সকলেই।

শ্রীনগরের রাজবাঘে দোতলা বাড়িতে আগুন, দমকলের চেষ্টায় এল আয়ত্তে

শ্রীনগর, ২২ জুলাই (হি.স.): জম্মু ও কাশ্মীরের শ্রীনগরে ভয়াবহ আগুন লাগল একটি দোতলা বাড়িতে। সোমবার সকালে শ্রীনগরের রাজবাঘে একটি দোতলা বাড়িতে আগুন লাগে। অগ্নিকাণ্ডের খবর পাওয়া মাত্রই আগুন নেভাতে পৌঁছে যায় দমকলের বেশ কয়েকটি ইঞ্জিন। দমকল কর্মীদের দীর্ঘ সময়ের প্রচেষ্টার পর আগুন আয়ত্তে এসেছে। এই অগ্নিকাণ্ডে কেউ হতাহত হননি।দমকল জানিয়েছে, সোমবার সকালে শ্রীনগরের রাজবাঘে একটি দোতলা বাড়িতে আগুন লাগে। মুহূর্তের মধ্যেই দাউদাউ করে জ্বলতে থাকে আগুন, বাড়িটি আগুনের লেলিহান শিখায় পুড়ে ছারখার হয়ে গিয়েছে। দমকল অফিসার মহম্মদ আয়ুব মালিক জানিয়েছেন, 'একটি দোতলা বাড়িতে আগুন লেগেছিল।

ফের বিলাসবহুল গাড়ির দৌরাত্ম্য, মুম্বইয়ে অটোকে পিষলো অডি

মুম্বই, ২২ জুলাই (হি. স.): সোমবার সকালে মুম্বইয়ের রাস্তায় ভয়াবহ দুর্ঘটনা। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে অটোরিক্সায় ধাক্কা মারল বিলাসবহুল "অডি" গাড়ি। আহত অটো চালক এবং দুই যাত্রী। জানা গেছে, তাঁদের মধ্যে একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। দুমড়ে মুচড়ে গিয়েছে একটি অটো। ঘটনাটি ঘটেছে মুম্বইয়ের মুলুন্দ এলাকায়।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, দুর্ঘটনার সময় তীব্রগতিতে ছিল গাড়িটি। দুর্ঘটনার পর চালক পলাতক। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ। তদন্ত শুরু হয়েছে। উল্লেখ্য, বিগত কয়েকমাসের মধ্যে মহারাষ্ট্রে একাধিক বিলাসবহুল গাড়ির দৌরাত্ম্য দেখা গেছে। তাতে মৃত্যুর ঘটনাও ঘটেছে। আহত হয়েছেন একাধিক ব্যক্তি।

অবিরাম বৃষ্টিতে ফুঁসছে পিন্ডার নদী, বিপর্য্যস্ত উত্তরাখণ্ড

দেহরাদুন, ২২ জুলাই (হি. স.): লাগাতার বৃষ্টির জেরে বেশকিছু দিন ধরেই বিপর্য্যস্ত উত্তরাখণ্ড। প্লাবিত হয়েছে বেশকিছু এলাকা। বিপদসীমার উপর দিয়ে বইছে একাধিক নদী। রবিবার রাতে ভারী বৃষ্টিপাতের জেরে সোমবার সকাল থেকেই উপচে পড়ছে পিন্ডার নদী। জলস্রোতে ভেসে গিয়েছে সুনার সঙ্গে সংযোগকারী নির্মীয়মাণ একটি সেতু।

নদীর জল বৃদ্ধি পাওয়ায় আতঙ্কে স্থানীয় বাসিন্দারা। এভাবে বৃষ্টি চলতে থাকলে যেকোনও সময় রাজ্য সড়কে ধস নামার আশঙ্কা করছেন স্থানীয়রা। প্রসঙ্গত, ভারী বৃষ্টির জেরে উত্তরাখণ্ডের বিভিন্ন জায়গায় ভূমিধসের ঘটনা ঘটেছে বিগত কয়েকদিনে।

সরকার যে কোনও আলোচনার জন্য প্রস্তুত : অর্জুন রাম মেঘওয়াল

নয়াদিল্লি, ২২ জুলাই (হি.স.): সোমবার থেকে শুরু হয়েছে সংসদের বাদল অধিবেশন। এবারের বাদল অধিবেশন নানা ইস্যুতে উত্তাল হতে পারে, তা বলাইবাহুল্য। তার আগে বিরোধীদের উদ্দেশ্যে সংসদ বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী অর্জুন রাম মেঘওয়াল জানালেন, সরকার যে কোনও আলোচনার জন্য প্রস্তুত রয়েছে।সংসদ বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী অর্জুন রাম মেঘওয়াল সোমবার সকালে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেছেন, সংসদ অধিবেশনে, সংসদীয় বিষয়ক মন্ত্রী, অর্জুন রাম মেঘওয়াল বলেছেন, 'গতকাল সর্বদলীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে, যেখানে বিরোধীরা নিজেদের সমস্ত বিষয়গুলি উল্লেখ করেছেন। আমরা তা নোট করেছি। সরকার আলোচনার জন্য প্রস্তুত, ঠিক যেমন রাজনাথ সিং গতকাল বলেছিলেন, সদনের কাজ সুষ্ঠুভাবে চসলানো সবার দায়িত্ব।

PNIT No.: 34/EE/CCD/PWD/2024-25, Dated, 10th July, 2024

The Executive Engineer, Capital Complex Division, PWD(Buildings), Agartala, West Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage rate e-tender for the following work:

1. Name of work: Routine maintenance of MLA Hostel at Capital Complex, Agartala under Capital Complex Division, PWD (Building) during the year 2024-2025/ Gr-II.
2. Estimated Cost: 9,69,060.00
3. Bid Fee: ?1,000.00
4. Last date & time for online Bidding: 31/07/2024 upto 3:00 PM

Note: The bid forms and other details including online activities should be done in the e-procurement portal https://tripuratenders.gov.in

ICA/C/ 950/24

Executive Engineer Capital Complex Division, PWD(Buildings) Agartala, West Tripura

PNIT No.: 35/EE/CCD/PWD/2024-25, Dated, 10th July, 2024

The Executive Engineer, Capital Complex Division, PWD(Buildings), Agartala, West Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage rate e-tender for the following work:

1. Name of work: Maintenance of Government residential building during the year 2023-24/SH:- Repair/ Maintenance of Type Qtr. No.V/17 (LAR & RA) at Kunjaban Township Qtr. complex, Agartala.
2. Estimated Cost:
3. Bid Fee: ?1,000.00 14,23,736.00
4. Last date & time for online Bidding: 31/07/2024 upto 3:00 PM

Note: The bid forms and other details including online activities should be done in the e-procurement portal https://tripuratenders.gov.in

ICA/C/ 952/24

Executive Engineer Capital Complex Division, PWD(Buildings) Agartala, West Tripura

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধিতে প্রতিদিনের ডায়েটে

একটি সুষম ও স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভাস বজায় রাখার জন্য সুখী ও সফল জীবনযাপন অত্যন্ত প্রধান কারণ। শরীরের মধ্যে চোখ অত্যন্ত সংবেদনশীল ও স্পর্শকাতর। তাই চোখকে সুস্থ রাখতে ও চোখের অবস্থার বিকাশের ঝুঁকি কমাতে প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত।

বিশেষ করে যখন আজকের দিনে ডিজিটালাইজেশন বেশি প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে। চোখের সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট-যুক্ত খাবার গ্রহণ করা উচিত। দৃষ্টিশক্তিকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইন্দ্রিয়গুলির মধে একটি। তাই ইন্দ্রিয়কে সুস্থ ও সক্রিয় রাখতে নিয়মিত খাদ্যতালিকায় যে যে খাবারগুলি যোগ করা একেবারেই আবশ্যিক, সেগুলি একনজরে দেখে নিন

বাদাম- বাদামে রয়েছে পর্যাপ্ত পরিমাণে ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিড ও ভিটামিন ই। এই উপাদানই চোখের সামগ্রিক স্বাস্থ্য উন্নত করতে সহায়তা করে। একমুঠো বাদাম, আখরোট, পেস্তা, কাজুবাদাম ইত্যাদি নিয়মিত খেতে পারেন। তবে প্যাকেটজাত, ভাজা বা নোনতা বাদাম থেকে এড়িয়ে থাকুন।

বেরিজ- সমস্ত বেরিজে থাকে ভিটামিন সি। চোখ-সহ শরীরের বিভিন্ন সিস্টেমের সঠিক কার্যকারিতার জন্য অপরিহার্য। ম্যাকুলার ডিজেনারেশন হওয়ার ঝুঁকিও কমাতে সক্ষম। ছানি, ঝাপসা বা দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেছেন এমন ব্যক্তিদের প্রতিদিনের ডায়েটে বেরিজ যোগ করতে পারেন। এছাড়া দইয়ের সঙ্গে যোগ করতে পারেন। বা স্মুদিতে মিশিয়ে খেতে পারেন।

ডার্ক চকোলেট- মস্তিষ্ক ও চোখের রেটিনার রক্তপ্রবাহ বৃতে সাহায্য করে। ডার্ক চকোলেটে বিদ্যমান ভিটামিন এ ম্যাকুলার ডিজেনারেশন থেকে চোখকে রক্ষা করে।

দুগ্ধজাতীয় খাবার- দুধ, দই, পনির ও এই জাতীয় অন্যান্য দুগ্ধজাত দ্রব্যগুলিতে ভিটামিন এ ও জিঙ্ক থাকেয যা চোখের স্বাস্থ্যের জন্য ভাল। ভিটামিন এ চোখের কোর্নিয়াকে রক্ষা করে। অন্যদিকে জিঙ্ক সেই ভিটামিনের উপতারিত চোখের কাছে পৌঁছে দিতে সাহায্য করে। বীজ- চিয়া, সূর্যমূখী, কুমড়ো, তিল ইত্যাদি জিঙ্ক, ওমেগা-৩ ও ভিটামিন ই-র ভাল উতস। স্যালাদের সঙ্গে বা স্মুদিতে মিশিয়ে খেতে পারেন। ডেজার্টের সময়ও ব্যবহার করতে পারেন।

সবুজ শাক-সবজি- পালং শাক-সহ অন্যান সবুজ শাক-সবজিতে লুটেইন ও জেক্সানথিন রয়েছে, যা ছানির প্রবণতা কমাতে সাহায্য করে।

সাইট্রাস-যুক্ত ফল- সাইট্রাস ফল এবং বেরিতে পাওয়া ভিটামিন সি চোখের ডিজেনারেটিভ রোগের বিরুদ্ধে সাহায্য করে। চোখের দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধির জন্য প্রতিদিন প্রচুর পরিমাণে কমলা লেবু, মৌসুম্বি লেবু এবং পাতিলেবু খান।

ডিম- ডিমে রয়েছে লুটিন এবং ভিটামিন এ অন্যান্য পুষ্টি উপাদান। যা রাতকানা, শুষ্ক চোখ এবং চোখের সামগ্রিক স্বাস্থ্য থেকে রক্ষা করে।

লাল ও কমলা রঙের সবজি- গাজর, টমেটো, লাল বেলপিপার, স্ট্রবেরি, কুমড়ো, ভুট্টাতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন এ ও সি। এগুলিতে ক্যারোটিনয়েডও রয়েছে।

বয়স পঞ্চাশ পেরোলেই দেখা দেয় নানান শারীরিক সমস্যা

বয়স পঞ্চাশ পেরোলেই দেখা দেয় নানান শারীরিক সমস্যা। কোমর থেকে পা-ঘাড় ও অন্যান্য জয়েন্টের ব্যথা কাবু করে ফেলে সহজেই। অনেকেই আবার ভোগেন অস্টিয়োআর্থাইটিস, উচ্চরক্তচাপ-সহ নানাবিধ অসুখে। এই সব রোগের নিরাময়ে শারীরচর্চা উপকারী হলেও অনেকেরই ক্ষমতা থাকে না তা প্র্যাকটিস করার।

ব্যায়াম করুন চেয়ারে বসে

যে বয়সের পরে দাঁড়িয়ে বা ছুটোছুটি করে শারীরচর্চা করার ক্ষমতা চলে যায়, সে সময়ে কিছু হালকা ব্যায়াম শুরু করুন চেয়ারে বসে। হাড়ের ক্ষয়, জয়েন্ট পেন-সহ আরও বিভিন্ন কারণেই অনেকে এই সময়ে শরণাপন্ন হয়ে থাকেন যোগাসনের। তাতে দীর্ঘমেয়াদি ফল পাওয়া সম্ভব। জেনে নিন বসে বসে কী কী ব্যায়াম করা সম্ভব-

ফুল বডি টোনিং অ্যান্ড টাইটনিং

চেয়ারে বসে হাত দুটো মাথার উপরে সোজা তুলে দিয়ে লক করে নিন এবং উল্টে দিন। এ বার চেয়ারে বসেই দু'পা ফাঁক করে চওড়া ভাবে দু'পাশে নিয়ে আসুন। হাত মাথার উপরে টানটান করে মাটিতে গোড়ালি রেখে ভর দিয়ে পা দু'টি ওঠান। থাই, ঘাড়, পিঠ ও হাতের সব পেশি টানটান হয়ে থাকবে। ১৬ কাউন্ট করে ১০-১৫ সেট করুন। এই এক্সারসাইজ দিয়ে শারীরচর্চা শুরু করলে গোটা শরীরের জং ধরা ভাব কেটে যাবেগ

সিটেড জগিং

এটি এক ধরনের কার্ডিয়ো এক্সারসাইজ। বয়স হয়ে গেলে জগিং বা স্পট জগিং করা সম্ভব হয় না অনেকের পক্ষেই। তাই চেয়ারে বসেই সিটেড জগিং করলে শরীরের উপরিভাগের ব্যায়াম হবে এতে। চেয়ারে সোজা হয়ে বসে পড়ুন। এ বার দু'হাত দু'পাশে দিয়ে দৌড়নোর মতো ভঙ্গি করুন। পা মাটিতে শক্ত করে রাখুন। এক-এক বারে ৫০ অবধি গুনে দৌড় শেষ করুন। এই ব্যায়াম করার সময়ে নাক দিয়ে শ্বাস টেনে মুখ দিয়ে ছাড়বেন। অভ্যেস হয়ে গেলে ৫০ থেকে বাড়িয়ে এক বারে ১০০ পর্যন্ত গোনার চেষ্টা করুন।

অ্যাব এক্সারসাইজ শরীরের পেশি টোন-আপ করার জন্য জরুরি এই ধরনের ব্যায়াম। লুজ ফ্যাট ঝরে গিয়ে অ্যাবস টাইট হয় এতে। চেয়ারে বসে পেটের উপরে দু'হাত দিয়ে জোরে শ্বাস নিয়ে তা ধরে রাখুন। ১৬ গুনে ছেড়ে দিন। ১০-১২ সেট করতে হবে এই ব্যায়াম। এ ছাড়া যোগাসনের অভ্যাস থাকলে ভুজঙ্গাসন করুন। কোমরের জোর বাড়াতে এর জুড়ি নেই। ১৬ কাউন্ট অবধি শরীর ধরে রেখে ছেড়ে দিন, ৬-৮ সেট করতে হবে। পার্কে হেঁটে আসুন, একটু স্ট্রেচিং হবে তাতে। যে ব্যায়ামই হোক, তা নিয়মিত করুন। তাতে হাড়ের বয়স বাড়লেও জোর কমবে না।

দেখুন কি বলছে নতুন গবেষণা

নুন-লঙ্কা বাটা দিয়ে পেয়ারা মাখার কথা শুনলেই জিভে জল আসে আট থেকে আশি সকলেরই। ডায়বেটিস,হার্টের সমস্যার পাশাপাশি পেটের নানান সমস্যাতেও চরম উপাদেয় পেয়ারা একথা প্রায় সকলেরই জানা। তবে আপনি কি জানেন ফলের পাশাপাশি পেয়ারার ত্বক ও পাতার রস মুক্তি দিতে পারে মারণ রোগ ক্যানসার থেকে? সম্প্রতি আমেরিকার 'ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ হেলথ' এর একটি গবেষণা পত্রে উঠে আসলো এমনই চাঞ্চল্যকর তথ্য। বিজ্ঞানীদের মতে পেয়ারার মধ্যে এমন কিছু উপাদান রয়েছে যা ক্যান্সার আক্রান্ত কোষের মধ্যে প্রবেশ করে তার বৃদ্ধি কে প্রতিহত করে ও শরীরের অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কে এর সংক্রমণ থেকে রক্ষা করে। সহজ কথায় বললে অন্যান্য ফলের তুলনায় পেয়ারার মধ্যে থাকে প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট যা ক্যান্সার মোকাবিলায় সিদ্ধহস্ত। গবেষণাগারে ক্যান্সার আক্রান্ত স্তন্যপায়ী প্রাণীদের উপর পরীক্ষা করে দেখা গেছে তাদের দেহে ক্যান্সার কোষের বৃদ্ধি কে প্রতিহত করে দিচ্ছে পেয়ারা পাতার রস এবং পেয়ারার ত্বকের রস। শুধু তাই নয়,ক্যান্সার মোকাবিলায় যে ওষুধ ব্যবহার করা হয় তার থেকে চার গুণ বেশি শক্তিশালী পেয়ারা। তবে কি ক্যান্সার চিকিতসার ভবিষ্যত হতে চলেছে পেয়ারা? এ-প্রশ্নের এখনই স্পষ্ট জবাব দিতে না পারলেও আশা রাখছেন বিজ্ঞানীরা।

শীত চলে গেলেও ত্বকের সমস্যা থেকেই যায়

শীতে আর্দতার কারণে শুষ্ক ত্বকের সমস্যা দেখা দেয়। এর কারণে ত্বকে চুলকানি, ফুসকুড়ি বা ত্বক ফেটে যাওয়ার সমস্যা দেখা দেয়। শীত চলে যাওয়ার মুখেও এই সমস্যাগুলোর সমাধান খুব একটা হয় না। এই সময়ে, এমন একটি ত্বকের যত্নের রুটিন অনুসরণ করা উচিত, যার সাহায্যে ত্বকে আর্দতা বজায় থাকে। এসব সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে বাজারে অনেক ধরনের পণ্য পাওয়া যায়। এই পণ্যগুলির তরফে দাবি করা হয় যে কয়েক দিনের মধ্যে আপনি দাগহীন এবং উজ্জ্বল ত্বক পাবেন, তবে এতে উপস্থিত রাসায়নিক পদার্থগুলি ত্বকের ক্ষতি করতে শুরু করে। এগুলোর কারণে ত্বকে ব্রণ, দাগ ও ফুসকুড়ির মতো সমস্যা আরও বেড়ে যায়। এগুলোর পরিবর্তে ঘরোয়া প্রতিকারের সাহায্য নিতে পারেন। এই ক্ষেত্রে আপনি ব্যবহার করতে পারেন আঙুরের তৈরি ফেসপ্যাক। এটি বাড়িতে তৈরি করা সহজ এবং এটি দিয়ে ত্বকের অনেক সমস্যা দূর করা যায়। ডার্ক স্পটের জন্য ফেসপ্যাক আঙুর কালো এবং সবুজ রঙে পাওয়া যায় এবং আপনি এই ফেসপ্যাকটি তৈরি করতে কালো আঙুরের সাহায্য নিতে পারেন। এর জন্য, আঙুরকে গ্রেট করুন এবং অ্যাভোকাডোর নির্যাস ম্যাশ করুন এবং একসঙ্গে মিশিয়ে নিন। এবার এতে এক চামচ মধু, এক চামচ গোলাপ জল মিশিয়ে প্যাক তৈরি করুন। এবার মুখে লাগিয়ে ১৫ মিনিট রাখুন তারপর ঠান্ডা জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। এটি মুখের দাগ দূর করতে সাহায্য করবে। ত্বকের সংক্রমণ ত্বকের সংক্রমণ দূর করতে, প্রায় ১০টি সবুজ আঙুর নিন এবং একটি পাত্রে ম্যাশ করুন। এবার এই প্যাকটি মুখে লাগান এবং শুকিয়ে যাওয়ার অবধি অপেক্ষা করুন। তারপর ঠান্ডা জল দিয়ে মুখ ধুয়ে ফেলুন। সপ্তাহে দুবার এটি করলে ত্বকের ইনফেকশন সহজেই দূর হয়ে যাবে। অকাল বার্ধক্য পরিবর্তিত জীবনধারা ও দূষণের কারণে ত্বকে বার্ধক্য সময়ের আগেই দেখা দিতে শুরু করেছে। অল্প বয়সেই ত্বকে বলিরেখার সমস্যা শুরু হয়। এমন পরিস্থিতিতে অ্যান্টি-এজিং গুণে সমৃদ্ধ আঙুরের ফেসপ্যাক লাগিয়ে ত্বককে উজ্জ্বল ও স্বাস্থ্যবান রাখতে পারেন। আঙুরকে ম্যাশ করে তাতে মধু মিশিয়ে মুখে লাগান। এতে ত্বকের শুষ্কতা দূর হবে এবং এতে অনেকক্ষণ আর্দতা বজায় থাকবে। ব্রণ জন্য ত্বকের ব্রণ দূর করতে আঙুরকে কার্যকরী মনে করা হয়। এর জন্য ১০-১২টি আঙুরকে ম্যাশ করে তাতে মুলতানি মাটি মিশিয়ে নিন। এতে কিছু গোলাপ জল মিশিয়ে প্যাক তৈরি করুন। রাতে ঘুমানোর আগে এই প্যাকটি লাগান এবং শুকিয়ে গেলে হালকা গরম জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। মুলতানি মাটিকে ব্রণ দূর করতে সাহায্য করে।

বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ দেখুন সাস্থের জন্য ভালো না খারাপ সেলফি নেওয়া

স্বাভাবিকভাবে অতিরিক্ত সেলফি তোলা ক্ষতিকর কিছু মনে না হলেও এর গুরুতর পার্শপ্রতিক্রিয়া রয়েছে। ড্যানি বোম্যান নামে যুক্তরাজ্যের ১৯ বছরের এক তরুণের ঘণ্টায় কয়েকটা করে সেলফি না তুললেই নয়। প্রতিদিন গড়ে ২০০টি করে সেলফি তোলেন ড্যানি! দিনে ১০ ঘণ্টা তিনি ব্যয় করেন মোবাইল ক্যামেরার সামনেই। একপর্যায়ে সেলফির নেশায় গুরুতর মানসিক সমস্যায় পড়েন তিনি। কমতে থাকে ওজন। কাঙ্ক্ষিত মানের সেলফি তুলতে না পারায় বাড়তে থাকে হতাশা। একপর্যায়ে আত্মহত্যার চেষ্টাও চালান ড্যানি। সে যাত্রা অবশ্য মায়ের কল্যাণে প্রাণে বেঁচে যান ড্যানি। পরে পুনর্বাসন কার্যক্রম ও মানসিক চিকিতার মধ্য দিয়ে তাকে যেতে হয়েছিল। স্বাভাবিকভাবে অতিরিক্ত সেলফি তোলাকে ক্ষতিকর কিছু মনে না হলেও, এর পার্শপ্রতিক্রিয়া রয়েছে গুরুতর। বিভিন্ন গবেষণা ও জরিপে যেমন এর প্রমাণ মিলেছে, তেমনি মনোরোগ বিশেষজ্ঞরাও অতিরিক্ত সেলফি তোলার বিপক্ষে রায় দিয়েছেন। ডিআইওয়াই হেলথ একাডেমি প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সেলফি তোলার সঙ্গে আত্মমগ্নতা বা আত্মমুগ্ধতার সম্পর্ক রয়েছে। নিখুঁত সেলফি তোলার জন্য বারবার চেষ্টা করতে গিয়ে তা এক সময় নেশায় পরিণত হতে পারে। আবার নিজের নিখুঁত ছবিটি তুলতে না পারার ব্যর্থতা অযাচিত হতাশার জন্ম দিতে পারে। ওই প্রতিবেদনে মনোরোগ চিকিৎসক ডেভিড ভিল বলেছেন, তার কাছে যত রোগী আসেন তার প্রতি তিনজনের দু'জন বডি ডিসমরফিক ডিসঅর্ডারে আক্রান্ত থাকেন। এটি এমন এক ধরনের মানসিক সমস্যা, যার কারণে আক্রান্ত ব্যক্তি নিজের চেহারার খুঁত নিয়ে অনবরত চিন্তায় থাকেন। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা গেছে, এ সমস্যায় আক্রান্ত ব্যক্তিরা প্রচুর পরিমাণে সেলফি তোলেন ও সেগুলো সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আপলোড করেন। সেখানে অন্যান্য পরিচিতজনদের করা মন্তব্য থেকেই ধীরে ধীরে তারা এ রোগে আক্রান্ত হন। হাফিংটন পোস্টের খবরে বলা হয়েছে, সাম্প্রতিক গবেষণাতেও দেখা গেছে যে, যারা অনলাইনে নিজেদের বেশি বেশি ছবি আপলোড করেন, তারা আত্মমুগ্ধতা ও নানা ধরনের মানসিক সমস্যায় ভোগেন।

রাতে না খেয়ে ঘুমালে যেসব ক্ষতি হয়

দিনে তিনবেলা পেটপুরে খেতে হয়। সকাল, দুপুর আর রাত। এর মধ্যে কোনোটাই বাদ দেওয়া উচিত নয়। কারণ তিনবেলা খাবারের একবেলাও যদি বাদ দেন তাহলে শরীরে তার ক্ষতিকর প্রভাব পড়বেই। আপনি যদি ওজন কমানোর জন্য ডায়েট মেনে চলেন, তবু রাতের খাবার বাদ দেবেন না। অনেকেই ভেবে থাকেন, রাতে ক্যালোরি ঝরানো সম্ভব নয়, তাই না খেয়ে থাকাই বুঝি ভালো। আসলে তা নয়। জেনে নিন, রাতে না খেয়ে ঘুমাতে গেলে কী ক্ষতি হতে পারে-

শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যে প্রভাব

যারা মাঝে মাঝেই রাতের খাবার বাদ দেন, তাদের ক্ষেত্রে শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যে প্রভাব পড়ে। এর ফলে আপনি শিকার হতে পারেন অ্যাংজ্যাইটির। অ্যাংজ্যাইটি বেড়ে যাওয়ার পাশাপাশি কমে যায় রক্তে শর্করার মাত্রা। সেইসঙ্গে বেড়ে যায় শরীরে স্ট্রেস হরমোনের পরিমাণ। বুঝতেই পারছেন, রাতের খাবার বাদ দিলে তা আপনার শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য কতটা ক্ষতিকর হতে পারে?

অনিদ্রাঃ- আপনি যদি নিয়মিত রাতের খাবার বাদ দিয়ে থাকেন তবে দ্রুতই অনিদ্রার শিকার হতে পারেন। আপনার মানসিক স্বাস্থ্য তো ব্যহত হবেই, সেইসঙ্গে নিয়ে আসবে অনিদ্রা। আবার সকালের খাবার বাদ দিলেও দেখা দিতে পারে ডিপ্রেশন ও স্ট্রেস। স্ট্রেস হরমোনের প্রভাবে নিদ্রা চক্র বিঘ্নিত হয়। ঘুমের অভাব আপনার সার্বিক স্বাস্থ্য আরও খারাপের দিকে নিয়ে যাবে।

জাঙ্ক ইটিংয়ের প্রবণতাঃ- রাতের খাবার না খেয়ে ঘুমালে পেটে ক্ষুধা তো থেকেই যায়। ফলে খাবারের প্রতি লোভ ক্রমশই বাড়তে থাকে। যে কারণে বাড়ে জাঙ্ক ইটিংয়ের প্রবণতা। এটি স্বাস্থ্যের পক্ষে ভীষণ ক্ষতিকর। অতিরিক্ত কার্বস, শর্করা, ক্যালোরিসহ নানা উপাদান শরীরে প্রবেশ করে নড়বড়ে করে দেয় রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা।

কর্মশক্তি কমতে থাকে

আপনি যখন না খেয়ে ঘুমিয়ে পড়েন তখন দীর্ঘ সময়ের জন্য যকৃতফাঁকা থাকে। যে কারণে আপনার কর্মশক্তি দ্রুত কমতে থাকে। ফলে সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর ক্লান্তি আরও বেড়ে যায়। বিশেষ করে ডায়াবেটিস রোগীদের শরীরে শর্করার মাত্রা ঠিক রাখার জন্য কোনোভাবেই রাতের খাবার বাদ দেওয়া চলবে না। নয়তো রক্তে শর্করার মাত্রা কমে গেলে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা দেখা দিতে পারে। রাতে হালকা খাবার খান, কম খান। কিন্তু কোনোভাবেই রাতের খাবার বাদ দেবেন না।

ক্যানসারের লক্ষণ নয় তো তিল বা আঁচিলের আকার বদলে যাওয়া

সবার শরীরেই কমবেশি তিল বা আঁচিল দেখা দেয়। আর এ কারণে এগুলো নিয়ে অনেকেরই মাথাব্যথা নেই। তবে এই ছোট তিল-মোল বা আঁচিল থেকেও হতে পারে ক্যানসার। যদিও বেশিরভাগ আঁচিলই নন-ক্যান্সারাস।

তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে আঁচিলও হতে পারে বিপজ্জনক। এমনটিই মত ভারতে টেকনো ইন্ডিয়া দামা হাসপাতালের সার্জিকেল অঙ্কোলজিস্ট ডা. সৌরভ ঘোষ।

তিনি জানান, বেশিরভাগ আঁচিলই নন-ক্যান্সারাস হয়। আবার কিছু আঁচিল টিনএজে বের হয়, প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তা মিলিয়ে যায়। আবার কোনো কোনোটি দিন দিন বড় হয় ও আকার পরিবর্তন করে। আসলে পিগমেন্ট মেলানোসাইট দিয়ে তৈরি একেকটি মোল বা আঁচিল। মেলানোসাইট ক্লাস্টার হয়ে একেকটি মোল তৈরি হয়। কালো, খয়েরি, লাল রঙের আঁচিল হয়। সেগুলো মসৃণ ও ফ্ল্যাট হয়।

অনেক আঁচিল তৈরি হওয়ার পর কিছুকাল পরে মিলিয়ে যায়। তবে কারও ক্ষেত্রে যদি দেখা যায় দিন দিন মোল বা আঁচিল বড় হচ্ছে তাহলে কিন্তু চিন্তার বিষয়। কয়েকটি বিষয় এক্ষেত্রে মাথায় রাখা আবশ্যক বলে জানান ডা. সৌরভ ঘোষ।

সাধারণ তিলের আকার সিমেট্রিকেল হয়ে থাকে। অর্থাতমাঝে দাগ কাটলে দুই দিক সমান। সেক্ষেত্রে যদি কারো তিল অ্যাসিমেট্রিক্যাল আকারে উঠে থাকে, অর্থাত একদিক বৃত্তাকার অন্যদিক বেশি ছড়ানো, তাহলে চিন্তার বিষয়।

আঁচিল কিন্তু মোটামুটি বৃত্তাকার হয়। তবে যদি দেখেন আঁচিলটি অমসৃণ বা বর্ডার খাঁজকাটা হয়, তাহলে চিন্তার বিষয়। এক্ষেত্রে অবশ্যই চিকিতককে দেখান।

তিলগুলো সাধারণত একই রঙের হয়। তবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে যদি কোনো তিল রং বদলায়, যেমন- বাদামি থেকে কালো বা যদি দেখা যায় একই তিলের একেক জায়গায় একেক রং, তাহলে তা হতে পারে ক্যান্সারাস মোল। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে যদি তিলের আকার বদলায় তাহলে অবশ্যই সতর্ক হতে হবে। দেরি না করে চিকিৎসকের কাছে যেতে হবে। তিল সাধারণত মসৃণই হয়। আঁচিল যদিও মাংসপিণ্ডের মতো হয়। তবে তিল বা আঁচিলের উপরে যদি চুলকায় বা রক্ত বের হয় তাহলে একেবারেই অবহেলা করা যাবে না। কারণ তা হতে পারে ক্যানসারের লক্ষণ।

উপসর্গ দেখে দ্রুত চিকিতকের পরামর্শ নিন। প্রাথমিক অবস্থায় ক্যানসার ধরা পড়লে তা হতে পারে নিরাময়যোগ্য

সোমবার সিআইটিইউ'রাজ্য কমিটির উদ্যোগে এক বিক্ষোভ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। নিজস্ব ছবি।

নামী শিল্পীর সৃষ্টির সমালোচনায় অনুজ শিল্পী, সরব নেটনাগরিকরা

কলকাতা, ২২ জুলাই, (হি স): বিখ্যাত এক শিল্পীর আঁকায় দেবীপ্রতিমার উপস্থিতিকে আর এক নামী শিল্পীর আক্রমণ। এই নিয়ে সামাজিক মাধ্যমে তৈরি হয়েছে তুমুল বিতর্ক। ছবিটি এঁকেছেন গণেশ হালুই। সমালোচনা করেছেন সনাতন দিন্দা। আর সনাতনবাবুর মন্তব্যের সমালোচনায় মুখর নেটনাগরিকদের সিংহভাগ।

গণেশবাবু মূলত একজন বিশিষ্ট বিমূর্ত শিল্পী হিসেবে পরিচিত। কিন্তু গভর্নমেন্ট আর্ট কলেজের এই প্রাক্তনীর প্রতিকৃতি অঙ্কনের দক্ষতাও অতুলনীয়। দৃঢ় ভাবে, ঋজু ও পেলব রেখার সংমিশ্রণে চিত্রিত তাঁর বহু প্রতিকৃতি সেই সাক্ষ্য বহন করে। একটি নামী পত্রিকার শারদীয় সংখ্যার প্রচ্ছদে তাঁর আঁকা দেবী দুর্গার ছবি বুঝতে না পেরে নেটনাগরিকদের মধ্যে বিতর্ক তৈরি হয়েছে। এর জের ধরে অপর একটি পত্রিকাগোষ্ঠীর সাময়িকীতে সনাতন দিন্দা লিখছেন, "সারা দুনিয়ায় গণেশ হালুই পরিচিত বিমূর্ত শিল্পী হিসেবেই। তিনি তাঁর মতো করে দেখেছেন শরতকে। শরতকালে শুধু যে দুর্গাপুজো হয়, তা তো না। এ তো আরেকটা অকালবোধনও হতে পারে"। প্রতিক্রিয়ায় সুমিত সুর লিখেছেন, "না পূজোর প্যান্ডেল এ জুতো ঝুলবে, অন্য ধর্মের ধর্মগ্রন্থ সুর করে পড়ার অডিও বাজবে (তাদের অনুষ্ঠানে এসব ধ্যাষ্টামি কোনোদিন হয়না) তবেই না সেকুলার বীর্য্য নীচ থেকে তর তর করে মাথায় উঠবে..."। রাকেশ ব্যানার্জি লিখেছেন, "কোন দিন বলবে মা কে মা বলে ডাকা টাও ফ্যাসিবাদ"। মৈনাক মির্জা লিখেছেন, "শিল্পী-লেখক মাত্রই মানুষ হবে, এও এক ধরণের ফ্যাসিজম।উজবুকও তো হয়"। প্রিয়ত মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, "শরতে শারদীয়া উৎসব পার্বণ করতেই হবে - এটাই ফ্যাসিজম। শারদীয়াতে দুর্গাপূজা করতেই হবে - এটাই ফ্যাসিজম। দুর্গামণ্ডপে দুর্গামূর্তি কেন থাকবে - ফ্যাসিজম নিপাত যাক। দুর্গাপূজাতে মন্ত্র পড়ে পূজার্চনা, অঞ্জলি, সন্ধিপূজা করতেই হবে - ফ্যাসিজম ফ্যাসিজম। দুর্গাপূজা গরু খাওয়া যাবে না, ভোগ খেতে হবে এটা ভাবাই ফ্যাসিজম। মেয়েরা বস্তা, থুড়ি, বোরখা না পরে কিসব রঙিন জামাকাপড় পরবে -এটা ফ্যাসিজম। মা দুর্গাকে 'মা' কেন বলতে হবে - ফ্যাসিজম। মহম্মদ থাকতে মা এর পুজো কেন করতে হবে - ফ্যাসিজম ।ইতি- মানসিক রোগী 'শিল্পী(!)'

সুব্রত ভট্টাচার্য লিখেছেন, "কাস্তে হাতুড়ি ছেড়ে হাতে পেন্সিল বা তুলি ধরাও ফ্যাসিজম। পায়েল কুণ্ডু লিখেছেন, "নামটাও যে পুজো সংখ্যা রাখতে হবেই, সেটাও এক ধরণের ফ্যাসিজম"। জয়ন্ত কুমার প্রামাণিক লিখেছেন, "কলম ধরলেই লেখক ভাবার কিছু নাই, বাংলাদেশ থেকে আব্দুল চাচার ঠাপানি খেয়ে আসা ফ্যাসিজম হতে পারে"।

প্রবাল দত্ত লিখেছেন, "দারুন লিখেছেন ।শিল্পী কি আঁকবে সেটা শিল্পী ঠিক করবে। অধিরাজ মাইতি লিখেছেন, "মাংসের ঝোলে মাংসই কেন থাকতে হবে? এটাও তো একধরনের ফ্যাসিজম"। শুভদীপ ভট্টাচার্য লিখেছেন, "তাহলে উনি ফ্রিতে প্রতিমা বা থিম্পুজো করুন। টাকা চাওয়াটাও একটা ফ্যাসিজম"।

অন্যদিকে, শুভঙ্কর শীট লিখেছেন, "এর থেকে আমার পিসি ভালো ছবি আঁকে"। তাপস ঘোষ লিখেছেন, "কিছু না, কেনা বন্ধ করে দিতে হবে"! শ্যামলজিৎ জানা লিখেছেন, "অসাধারণ লিখেছেন। এরপর আর অন্য ব্যাখ্যার দরকার নেই"।

কাজ শেষে ফিরছিলেন বাড়ি, হুগলিতে দুর্ঘটনায় মৃত্যু ট্র্যাফিক কনস্টেবলের

হুগলি, ২২ জুলাই (হি.স.): কাজ শেষে বাড়ি ফেরার পথে ঘটল দুর্ঘটনা। হুগলির পোলবায় মৃত্যু হল এক ট্র্যাফিক কনস্টেবলের। মৃতের নাম কৃষ্ণচন্দ্র মালিক (৫৫)। চন্দননগর পুলিশে কমিশনারেটের ট্র্যাফিক বিভাগে কনস্টেবল পদে কর্মরত ছিলেন কৃষ্ণ। রবিবার তাঁর ডিউটি ছিল উত্তরপাড়ায়। রাত ১০টা নাগাদ দিল্লি রোড ধরে উত্তরপাড়া থেকে দাদপুরে নিজের বাড়িতে ফিরছিলেন তিনি। পুলিশ জানিয়েছে, পোলবা থানা এলাকার সুগন্ধায় গোটু ফুটবল মাঠের কাছে তাঁর বাইকটি দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। চুঁচুড়া ইমামবাড়া হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে ওই পুলিশ কর্মীকে মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা।

ধুবড়িতে রো-প্যাক্স জাহাজের সঙ্গে সংঘর্ষ সাতটি পণ্যবাহী ফেরির

ধুবড়ি (অসম), ২২ জুলাই (হি.স.) : নিম্ন অসমের ধুবড়িতে ব্রহ্মপুত্র নদের যোগমায়াঘাটে এমভি বব খাথিং নামের একটি রো-প্যাক্স জাহাজ সাতটি পণ্যবাহী ফেরি-জাহাজের সঙ্গে সংঘটিত হয়েছে সংঘর্ষ। এতে একজন গুরুতর আহত হয়েছেন, পাশাপাশি একটি ফেরি ডুবে গেছে।

জমি বিবাদ, অম্বালায় পরিবারের ৫ জনকে হত্যা প্রাক্তন জওয়ানের

অম্বালা, ২২ জুলাই (হি. স.): জমি সংক্রান্ত বিবাদের জেরে মা-সহ পরিবারের পাঁচ সদস্যকে খুন করল এক অবসরপ্রাপ্ত জওয়ান। ঘটনাটি ঘটেছে অম্বালায়। জমি নিয়ে বিবাদের জেরে এই খুন বলে জানা গিয়েছে।

সোমবার পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ওই প্রাক্তন জওয়ান নিজের পরিবারের সদস্যদের প্রথমে ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করে। এরপর আগুনে জ্বালিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে ওই অবসরপ্রাপ্ত সেনার বিরুদ্ধে। জানা গেছে, পরিবারের নিহত সদস্যরা হলেন ওই প্রাক্তন সেনার মা, ভাই, ভাইয়ের স্ত্রী এবং তাঁদের সন্তানরা। ঘটনায় গুরুতর জখম হয়েছেন আরও দু''জন। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাঁদের চণ্ডীগড়ের একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

মহিষাদল রাজ কলেজের পরীক্ষাকেন্দ্রে নিরাপত্তা দাবি পরীক্ষার্থীদের

মহিষাদল, ২২ জুলাই (হি.স.): পূর্ব মেদিনীপুর জেলার মহিষাদল রাজ কলেজের পরীক্ষাকেন্দ্রে নিরাপত্তার দাবি তুলে বিক্ষোভ দেখাল পরীক্ষার্থীরা। সোমবার থেকে বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে

শ্রাবণ মাসের প্রথম সোমবারে হরিদ্বারের গঙ্গায় পুণ্যস্নান, শিব মন্দিরে জলাভিষেক পুণ্যার্থীদের

হরিদ্বার, ২২ জুলাই (হি.স.): শ্রাবণ মাসের প্রথম সোমবারে হরিদ্বারের গঙ্গায় পুণ্যস্নান করলেন অগণিত পুণ্যার্থীরা। এই দিনটিকে অত্যন্ত শুভ বলে মনে করা হয়। তাই ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতেই বিপুল সংখ্যক পুণ্যার্থী হরিদ্বারের গঙ্গায় পুণ্যস্নান করেন। এছাড়াও দেশের বিভিন্ন শিব মন্দিরে জলাভিষেক করেছেন পুণ্যার্থীরা ।শ্রাবণ মাসের প্রথম সোমবারে মধ্যপ্রদেশের উজ্জয়িনীর শ্রী মহাকালেশ্বর মন্দিরে বিশেষ আরতি করা হয়। দিল্লির চাঁদনী চকের গৌরী শঙ্কর মন্দিরে ভক্তরা মহাদেব শিবের প্রার্থনা করেছেন। ভোর থেকে ঝাড়খণ্ডের দেওঘড়ের বাবা বৈদ্যনাথ মন্দিরে উপচে পড়ে ভক্তদের ভিড়। কানপুরের নয়াগঞ্জে নাগেশ্বর মন্দিরেও চলে পূজার্চনা ।শ্রাবণ মাসের প্রথম সোমবার উপলক্ষ্যে বারাণসীর কাশী বিশ্বনাথ মন্দিরেও এদিন সকালে বিশেষ পুজোপাঠ করা হয়। উত্তর প্রদেশের মেরঠের কালী পল্টন মন্দিরেও চলে পূজার্চনা। গোরক্ষপুরের ঝাড়খণ্ডি মহাদেব মন্দিরের বাইরেও বিশাল সংখ্যক পুণ্যার্থীদের ভিড় লক্ষ্য করা গিয়েছে।

রাজৌরিতে সেনা পিকেটে সন্ত্রাস হামলা, আহত একজন সেনা জওয়ান

জম্মু, ২২ জুলাই (হি.স.): সাম্প্রতিক বেশ কিছু দিন ধরে জম্মু ও কাশ্মীরের জঙ্গি হামলার ঘটনা বেড়েই চলেছে, এবার জম্মু ও কাশ্মীরের রাজৌরিতে সেনা পিকেটে হামলা চালালো সন্ত্রাসবাদীরা। এই সন্ত্রাসী হামলায় আহত হয়েছেন একজন সেনা জওয়ান। সোমবার জম্মু ও কাশ্মীরের রাজৌরি জেলার গুন্ধা এলাকায় সদ্য স্থাপিত সেনা পিকেটে সন্ত্রাসীরা গুলি চালালে এক সেনা জওয়ান আহত হয়েছেন ।যদিও, প্রতিরক্ষা মুখপাত্র দাবি করেছেন, বড়সড় সন্ত্রাসী হামলার চক্রান্ত ব্যর্থ হয়েছে। গুন্ধা এলাকায় সেনাবাহিনীর ৬৩ রাষ্ট্রীয় রাইফেলসের ক্যাম্পে গুলি চালায় জঙ্গিরা। সেনাবাহিনীর জওয়ানরাও পাল্টা গুলি চালান। এরপরই উভয়পক্ষের মধ্যে গুলির লড়াই শুরু হয়। গুলির লড়াইয়ের মাঝেই সন্ত্রাসীরা পালিয়ে যায়।

ময়নাগুড়িতে মদ্যপ স্বামীর হাত প্রহৃত স্ত্রী, থানায় জানালেন অভিযোগ

জলপাইগুড়ি, ২২ জুলাই (হি.স.) : মদ্যপ স্বামীকে নিয়ে বাড়িতে প্রতিনিয়ত অশান্তি। সোমবার এই ঘটনার প্রতিবাদ করতে গিয়েছিলেন স্ত্রী। তার জেরেই পাথর দিয়ে মেরে মাথা ফাটিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠল স্বামীর বিরুদ্ধে। সোমবার ঘটনাটি ঘটেছে ময়নাগুড়ির ভোটপট্টি এলাকায়। রক্তাক্ত অবস্থায় স্ত্রী হাজির হন ময়নাগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে। শুশ্রূষা পাওয়ার পর স্বামীর বিরুদ্ধে ময়নাগুড়ি থানায় লিখিত অভিযোগ করেন ফুলন্তী রায়। তাঁর অভিযোগ, স্বামী কার্তিক রায় প্রতিদিন মদ খেয়ে এসে বাড়িতে অত্যাচার করে। তাদের একটি সাইকেল মেরামতির দোকান রয়েছে। স্ত্রীর বিরুদ্ধে সেখান থেকে টাকা নয়ছয় করার অভিযোগ তোলে মদ্যপ স্বামী। এদিকে, মদ খাওয়ার বিষয়টি নিয়ে সোমবার প্রতিবাদ করেন ফুলন্তী রায়। সেসময় ক্ষিপ্ত হয় পাথর দিয়ে স্ত্রীর মাথা ফাটিয়ে দেয় অভিযুক্ত। ঘটনার পর থেকেই পলাতক রয়েছে সে।

শীর্ষ আদালতে জয় মহুয়ার, নেমপ্লেট নির্দেশে স্থগিতাদেশ সুপ্রিম কোর্টের

নয়াদিল্লি, ২২ জুলাই (হি.স.): শীর্ষ আদালতে জয় হল তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ মহুয়া মৈত্রর। কানওয়ার যাত্রার পথে খাবার বিক্রেতাদের নাম লিখতে বাধ্য করা যাবে না। সোমবার উত্তর প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ এবং উত্তরাখণ্ড সরকারের নির্দেশিকায় স্থগিতাদেশ দিয়ে জানিয়ে দিল সুপ্রিম কোর্ট। বিচারপতি ঋষিকেশ রায় এবং এসভিএন ভাট্টির বেঞ্চ জানিয়েছে, উত্তর প্রদেশ এবং উত্তরাখণ্ড সরকারকে শুক্রবারের মধ্যে নোটিস দিয়ে নিজেদের বক্তব্য জানাতে হবে। আপাতত দুই সরকারের নির্দেশিকায় স্থগিতাদেশ দিয়েছে শীর্ষ আদালত। আগামী ২৬ জুলাই ফের হবে শুনানি। সুপ্রিম কোর্ট বলেছে, খাবার বিক্রেতাদের মালিক ও নিযুক্ত কর্মীদের নাম পরিবেশন করতে বাধ্য করা যাবে না ।অন্তবর্তী নির্দেশ দিতে গিয়ে বিচারপতি রায় বলেন, যদি এই নির্দেশ কার্যকর করার অনুমোদন দেওয়া হয়, তবে ভারতের ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্র ক্ষতিগ্রস্ত হবে। মামলাকারীদের পক্ষে সওয়াল করেন আইনজীবী অভিষেক মনু সিঙ্ঘভি। সওয়াল পর্বে তিনি এই ধরনের নির্দেশ দেওয়ার এক্তিয়ার পুলিশ-প্রশাসনের আদৌ রয়েছে কি না, তা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন। উল্লেখ্য, কানওয়ার যাত্রায় এই নাম-নির্দেশের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিল একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা এবং নাগরিক সুরক্ষা নিয়ে কাজ করা একটি সংগঠন। বিষয়টি নিয়ে জনস্বার্থ মামলা করেন কৃষ্ণনগরের তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্রও। সেগুলি একত্র করে শুনানি হয় সোমবার। সুপ্রিম কোর্টের অন্তর্বর্তী নির্দেশ প্রকাশ্যে আসার পরেই সংসদ চত্বরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মহুয়া বলেছেন, 'আমি খুশি, আমরা গতকাল পিটিশন দাখিল করেছি এবং সোমবার তা সুপ্রিম কোর্টে এসেছে। এটা আমাদের সংবিধানের মৌলিক নীতির বিরুদ্ধে সম্পূর্ণ অসাংবিধানিক নির্দেশ। নির্দেশের উপর স্থগিতাদেশ এসেছে এবং মালিক ও কর্মচারীদের পরিচয় এবং নাম প্রদর্শনের কোনও প্রয়োজন নেই। দোকানে শুধুমাত্র ভেজ/নন-ভেজ চিহ্ন দিতে হবে।'

ফের স্বস্তির বৃষ্টি! আপাতত বর্ষণ চলছে দক্ষিণবঙ্গে, বেশি হবে উপকূলের জেলায়

কলকাতা, ২২ জুলাই (হি.স.): ফের স্বস্তির বৃষ্টিতে ভিজল মহানগরী, সোমবার সকালে বৃষ্টিতে ভিজেছে কলকাতা ও লাগোয়া জেলাগুলি। দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় আপাতত বৃষ্টিপাত চলবে, এমনই পূর্বাভাস আলিপুর আবহাওয়া দফতরের। উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া এবং পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। এই জেলাগুলিতে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি হতে পারে। তবে আপাতত মহানগরী তিলোত্তমায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। বৃষ্টি হবে বিক্ষিপ্তভাবে। সোমবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৬.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিক। আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, পুরুলিয়া এবং বাঁকুড়ায় ভারী বৃষ্টি হতে পারে আগামী ২৪ ঘন্টা। মঙ্গলবার ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে, হাওড়া, হুগলি, উত্তর ২৪ পরগনা এবং পূর্ব বর্ধমানে। উত্তরবঙ্গও আপাতত বৃষ্টিতে ভিজবে। জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কালিম্পঙে বৃষ্টি প্রত্যাশিত।

আরব সাগরে জলোচ্ছ্বাস, সতর্কতা জারি

মুম্বই, ২২ জুলাই (হি. স.): একনাগাড়ে বৃষ্টি হচ্ছে মুম্বই-সহ মহারাষ্ট্রের একাধিক এলাকায়। মুম্বইতে নাগাড়ে বৃষ্টির জেরে জল বাড়ছে আরব সাগরে। সোমবার সমুদ্রের পাড়ে যাতে কেউ না যান, সে বিষয়ে সতর্কতা জারি করা হয়েছে প্রশাসনের তরফে। উত্তাল হতে পারে আরব সাগর। জলোচ্ছ্বাসের বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে আবহাওয়া দফতরের তরফে। উল্লেখ্য, ভারী বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত মুম্বই। মুম্বইয়ের বেশ কিছু জায়গা জলের তলায়। বিভিন্ন নিচু এলাকার মানুষদের সেখান থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে। জল নিকাশি যাতে সচল থাকে সেদিকে নজর দেওয়া হয়েছে। হাওয়া অফিস জানিয়েছে আগামী কয়েকদিন মুম্বইয়ে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা। প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, সকল নাগরিকরা যেন ঘরে থাকে। বিনা প্রয়োজনে কেউ যেন বাইরে না বের হয়। খাবার এবং ওষুধ মজুত রাখার নিদানও দেওয়া হয়েছে। আরব সাগরের কাছে যেতেও নিষেধ করা হয়েছে।

কৃষি আধিকারিক নিয়োগ কেলেংকারিতে দোষী সাব্যস্ত এপিএসসি-র প্রাক্তন চেয়ারম্যান রাকেশ পাল সহ ৩৩ জনের সাত বছরের কারাদণ্ড

গুয়াহাটি, ২২ জুলাই (হি.স.) : কৃষি উন্নয়ন আধিকারিক (এডিও) নিয়োগ কেলেংকারিতে দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন 'অসম লোকসেবা আয়োগ' বা 'আসাম পাবলিক সার্ভিস কমিশন' (এপিএসসি)-এর তদানীন্তন চেয়ারম্যান রাকেশ পাল সহ ৩৩ জন। আজ সোমবার তাঁদের দোষী সাব্যস্ত করে সাত বছরের কারাদণ্ড দিয়ে রায় দিয়েছে গৌহাটি হাইকোর্ট। রাকেশ পাল, এপিএসসি-র অন্যতম দুই সদস্য ড. সামেদুর রহমান ও বসন্ত দলেদের দোষী সাব্যস্ত করে পিসি আইনের ৭ নম্বর ধারা বলে সাত বছরের কারাদণ্ড দিয়েছেন বিচারপতি। ২০১৩ সালে এডিও পদের জন্য জারিকৃত বিজ্ঞাপন অনুযায়ী প্রার্থী বাছাই এবং নিয়োগ প্রক্রিয়ার অনিয়ম ধরা পড়েছিল।

অসমের বিভিন্ন প্রান্তে এজেন্টের মাধ্যমে রাজ্যের এপিএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ করার নামে দু-হাতে টাকা লুট করছিলেন বলে বেশ কয়েক বছর ধরে তদানীন্তন চেয়ারম্যান রাকেশ পালের পাল অ্যান্ড গ্যাঙের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছিল। এপিএসসিতে সর্বকালের রেকর্ড ভেঙে অবৈধ টাকার লেনদেনের এক মুক্ত বাজার বসিয়েছিলেন পাল। প্রত্যেক চাকরি প্রত্যাশীর কাছ থেকে ২০ থেকে ৫০ লক্ষ টাকা করে বিভিন্ন দালালের হাত দিয়ে তিনি আদায় করতেন, এমনই অভিযোগ ছিল রাকেশের বিরুদ্ধে। এদিকে, ২০১৬ সালে রাজ্য বিধানসভা ভোটের আগে এপিএসসিকে দুর্নীতিমুক্ত করার অঙ্গীকার করে রাজ্যের মানুষকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন বিজেপি-র মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী সর্বানন্দ সনোয়াল-সহ অন্যান্যরা। অসমে ক্ষমতায় আসে সর্বানন্দ সনোয়াল নেতৃত্বাধীন বিজেপি জোট সরকার। ক্ষমতায় বসেই প্রথমে এপিএসসিতে 'ক্যাশ ফর জব' প্রথার বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স জারি করেন মুখ্যমন্ত্রী সনোয়াল। ২০১৬ সালের ২৭ অক্টোবর থেকে শুরু হয় এপিএসসিতে দুর্নীতিকাণ্ডের তদন্ত।

অবশেষে ২০১৬ সালের ৪ নভেম্বর সন্ধ্যা প্রায় পাঁচটা নাগাদ রাকেশ পালকে গ্রেফতার করা হয়। তদন্ত প্রক্রিয়ায় চলে ধরপাকড়। এপিএসসি-র অন্যতম দুই সদস্য ড. সামেদুর রহমান ও বসন্ত দলে সহ বিভিন্ন বিভাগ যেমন আসাম সিভিল সার্ভিস (এসিএস), আসাম পুলিশ সার্ভিস (এপিএস), সার্কল অফিসার (প্রশাসনিক ম্যাজিস্ট্রেট), কৃষি উন্নয়ন আধিকারিক, কর্মচারী নিয়োগ আধিকারিক প্রভৃতি প্রায় ৬৫ জনকে গ্রেফতার করেছিল রাজ্য পুলিশ।

কয়েক বছর কারাবন্দি ছিলেন এপিএসসি-র তদানীন্তন চেয়ারম্যান রাকেশ পাল। দীর্ঘ তদন্ত ও আইনি প্রক্রিয়ার পর আজ ৩৩ জনকে দোষী সাব্যস্ত করে অন্য ১০ জনকে বেকসুর খালাস করেছে আদালত।

যাঁদের খালাস করা হয়েছে তাঁরা বিকাশ পিঞ্চা, কুণাল দাস, কৌশিক কলিতা, সৈয়দ মুশারফ হোসেন, বিউটি গগৈ, ফিরোজ মরান, জ্যোতিবান দত্ত, সেইজ আলি জোহরি, ধৃতিমান রায় এবং মৌসুমী শইকিয়া।

আদালত যে সকল পদস্থ আধিকারিককে দোষী সাব্যস্ত করেছে তাঁরা চিরদিনের জন্য হারাবেন সরকারি চাকরি। এছাড়া দোষী সাব্যস্তদের আদালত থেকেই যেতে হবে কারাগারে।

অশান্ত পরিস্থিতি বাংলাদেশে, আপাতত বাতিল ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রী এক্সপ্রেস

কলকাতা, ২২ জুলাই (হি.স.): বাংলাদেশের অশান্ত রাজনৈতিক পরিস্থিতির জেরে গত শুক্রবার থেকে দুই বাংলার আন্তর্জাতিক ট্রেন পরিষেবা ব্যাহত হতে শুরু করে। তারপর থেকেই কলকাতা-ঢাকা মৈত্রী এক্সপ্রেস চলাচল কার্যত বন্ধ হয়ে যায়। পড়শি দেশের অস্থিরতা এখনও কাটেনি। যার জেরে সোমবার ও মঙ্গলবার কলকাতা-ঢাকা মৈত্রী এক্সপ্রেসের যাত্রা বাতিল করা হয়েছে। রবিবারও দু'দেশের মধ্যে যাত্রী পরিবহণে অন্যতম এই ট্রেনটি উভয় দেশ থেকেই যাত্রা শুরু করতে পারেনি। বিষয়টি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন পূর্ব রেলের শীর্ষ কর্তারা। তাঁদের বক্তব্য, সীমান্তের ওপারে উদ্ভুত উত্তেজনা পুরোপুরি না কমলে ট্রেন চালানো সম্ভব নয়। যাত্রী সুরক্ষার সঙ্গে ভারতীয় রেল কোনও ধরনের আপস করবে না। তাই বিদেশ ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের পরামর্শ মেনে এই ট্রেন সাময়িকভাবে বাতিলের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

২. হারানো টিকিটের জন্য কোনও টাকা ফেরত দেওয়া হবে না।

৩. বিদেশি পর্যটকদের কাউন্টারে পিআরএসের কার্যক্রমের সময়ের মধ্যেই টিকিটের সম্পূর্ণ অর্থ ফেরত দেওয়া হবে।

রেলের তরফে জানানো হয়েছে পরিচালনগত কারণে কলকাতা ও ঢাকার মধ্যে চলা মৈত্রী এক্সপ্রেস বাতিল করা হয়েছে। ১৩১০৮ কলকাতা - ঢাকা মৈত্রী এক্সপ্রেস, ১৩১০৭ ঢাকা - কলকাতা মৈত্রী এক্সপ্রেস এবং ১৩১০৯ কলকাতা - ঢাকা মৈত্রী এক্সপ্রেস কিছু তারিখে একটি করে ট্রিপ বাতিল থাকবে।

১৩১০৮ কলকাতা-ঢাকা মৈত্রী এক্সপ্রেস কলকাতা স্টেশন থেকে ২২ জুলাই ছাড়ার কথা ছিল। ১৩১০৭ ঢাকা- কলকাতা মৈত্রী এক্সপ্রেস ঢাকা থেকে ২৩ জুলাই ছাড়ার কথা ছিল। ১৩১০৯ কলকাতা -ঢাকা মৈত্রী এক্সপ্রেস কলকাতা স্টেশন থেকে ২৩ জুলাই ছাড়ার কথা ছিল- এগুলি বাতিল থাকবে।

১৯৭২ সালে বাংলাদেশের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মুজিবর রহমান সরকারি চাকরিতে মুক্তি যোদ্ধাদের পরিবারের জন্য ৩০ শতাংশ সংরক্ষণ চালু করেন। ২০১৮ সালে আন্দোলন শুরু হওয়ার পর এই সংরক্ষণ ব্যবস্থা খারিজ করে দেয় বর্তমান শেখ হাসিনা সরকার। ২০২১ সালে হাসিনা সরকারের সিদ্ধান্ত চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন কয়েক জন। গত ৫ জুন হাসিনা সরকারের সিদ্ধান্তকে "অবৈধ" অ্যাখ্যা দিয়ে সংরক্ষণ ব্যবস্থা ফের কার্যকরের নির্দেশ দেয় হাইকোর্ট। তারপর থেকেই রোষের আগুনে জ্বলছে বাংলাদেশ।

আরএসএস ও সঙ্ঘের প্রতিটি কর্মী সম্পূর্ণ নিষ্ঠার সঙ্গে দেশের সেবায় যত্নশীল : পীযূষ গোয়েল

নয়াদিল্লি, ২২ জুলাই (হি.স.): আরএসএস ও সঙ্ঘের প্রতিটি কর্মী সম্পূর্ণ নিষ্ঠার সঙ্গে দেশের সেবায় যত্ন নেয়। এই মন্তব্য করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা পীযূষ গোয়েল। তিনি বলেছেন, 'বিরোধীরা শুধুমাত্র তোষণের রাজনীতিতে আগ্রহী। একটি নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের জন্য তাঁদের আলাদা মানদণ্ড রয়েছে এবং হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রতি তাঁদের মনোভাব খুবই নেতিবাচক। আমি মনে করি আরএসএস এবং সঙ্ঘের প্রতিটি কর্মীরা সম্পূর্ণ নিষ্ঠার সঙ্গে দেশের জন্য যত্নশীল।'পীযূষ গোয়েল আরও বলেছেন, 'যে কেউ এই সংগঠনের অংশ হতে চায়, আমরা তা স্বাগত জানাই। সঙ্ঘ কোনও ভাবেই পরিষেবা বিধি লঙ্ঘন করে না, রাজনৈতিক কারণে, কংগ্রেস দল ভুল নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল, আমরা সেই ভুল সংশোধন করেছি।' উল্লেখ্য, কেন্দ্রীয় সরকার রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ (আরএসএস)-এর কার্যক্রমে সরকারি কর্মীদের অংশগ্রহণে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে নিয়েছে। ১৯৬৬ সালের নভেম্বরে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী এই নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন। কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মীবর্গ, জন অভিযোগ এবং পেনসন সংক্রান্ত দফতরের তরফে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের কথা জানানো হয়েছে।এই নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারে খুশি ব্যক্ত করেছেন পীযূষ গোয়েল। তিনি বলেছেন, 'আমি এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানাই। রাজনৈতিক কারণে কংগ্রেস যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে - সেই নির্দেশ বাতিল করা স্বাগতযোগ্য। আমি বিশ্বাস করি, দেশপ্রেমিক এবং এই জাতীয় সামাজিক সংগঠনগুলির প্রতি কংগ্রেস দলের নেতিবাচক চিন্তাভাবনা, কংগ্রেস দলের মনোভাব দেশবিরোধী এবং দেশপ্রেমবিরোধী। ভারতে এই ধরনের আদর্শের কোনও স্থান নেই।

আরএসএস, যা একটি দেশপ্রেমিক সংগঠন, যেটি একটি সাংস্কৃতিক সংস্থা যার প্রতিটি কর্মী দেশপ্রেমে পরিপূর্ণ - যদি কোনও ব্যক্তি সেই সংস্থার অংশ হয়ে ওঠে, তবে তাদের স্বাগত জানানো উচিত। আমি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে ধন্যবাদ জানাতে চাই, যারা সবাইকে আরএসএসের অংশ হওয়ার জন্য শিথিলতা দিয়েছেন।'

বিধানসভার বাদল অধিবেশন শুরু, তিন বৈঠকে বিরোধীদের হাজিরা নগন্য

কলকাতা, ২২ জুলাই (হি.স.) : বিধানসভার বাদল অধিবেশন সোমবার থেকে শুরু হয়েছে। প্রথম দিনেই অধিবেশন শুরুর আগে বসে সর্বদল বৈঠক। দ্বিতীয় দফায় বসে কার্য্য উপদেষ্টা কমিটির বৈঠক। তৃতীয় দফায় পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিধানসভার বাদল অধিবেশন বসে সভা কক্ষে। বিরোধীরা উপস্থিত থাকলেও, হাজিরা ছিল নগন্য। অধ্যক্ষ বিমান বন্দোপাধ্যায় জানান, কার্য্য উপদেষ্টা কমিটির বৈঠকের গৃহীত সিদ্ধান্ত। সভায় তিনি বলেন, আগামীকাল শপথ গ্রহণ পর্বের জন্য সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আজকের সভায় অধ্যক্ষ তা উত্থাপন করেন ও বিশদে পড়ে শোনান। ২৩ জুলাই থেকে ২৯ জুলাই পর্যন্ত সরকারি কার্য্যসূচি সরকারের তরফে ঘোষণা করা হয়েছে। তবে এই পর্বে প্রশ্নোত্তর পর্বের পাশাপাশি দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাব পাঠ ও উল্লেখ পর্ব থাকছে না। বেশ কয়েকটি প্রস্তাব আনা হবে। এ নিয়ে দুই পক্ষের আলোচনার অবকাশ থাকছে। এ জন্য সময়ও বরাদ্দ করা হয়েছে। এরপর তা পাশ হয়েছে। পরিষদীয় মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় সম্মতি জ্ঞাপন করেন। তারপর শোক প্রস্তাব পাঠ করেন বিমান বন্দোপাধ্যায়। রাজ্য বিধানসভার প্রাক্তন সদস্য মকর টুডু প্রয়াত। এছাড়াও শ্রী পরমেশ্বরণ থাঙ্কাপন নায়ার সংক্ষেপে পি টি নায়ার, বিশিষ্ট গবেষক ও ঐতিহাসিক ছিলেন তিনি। উভয়ের প্রয়াণে উপস্থিত সদস্যদের এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। এরপর আজকের সভায় অধ্যক্ষ বিমান বন্দোপাধ্যায় মুলতুবি ঘোষণা করেন।

গলা টিপে ধরে টাকা ছিনতাইয়ের চেষ্টা

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ২২ জুলাই: পোষ্ট অফিসে ঢুকে মহিলা কর্মীকে গলা টিপে ধরে টাকা ছিনতাইয়ের চেষ্টা। ঘটনা খোয়াই থানাধীন সিঙ্গিছড়াস্থিত বেলতলি পোষ্ট অফিসে। ধৃত যুবকের নাম রতন ঘাটোয়াল (২৫)।

ঘটনার বিবরণে জানা যায় সোমবার সকাল ১১টা নাগাদ ঐ যুবক বেলতলি পোষ্ট অফিসে ঢুকে মহিলা কর্মীকে জিজ্ঞেস করে যে এখানে এলপিজি গ্যাসের কানেকশন নেওয়া যায়? উত্তরে মহিলা কর্মী জানান যে এখানে শুধু আরডি এবং সেভিংসের পাস বই করা হয়। আচকাই অফিসে নির্জনতার সুযোগ নিয়ে মহিলা কর্মীকে গলা চেপে ধরে যুবকটি এবং পোষ্ট অফিসের ক্যাশে থাকা নগদ,অর্থ ছিনতাইয়ের চেষ্টা করে।

কিন্তু মহিলা কর্মীর চিৎকার শুনতে এলাকার লোকজন পোষ্ট অফিসে ছুটে আসে এবং যুবকটিকে হাতেনাতে ধরে ফেলে। পরবর্তী সময় খোয়াই মহিলা থানার পুলিশ ছুটে আসে এবং রতন ঘাটোয়ালকে আটক করে। গোটা ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য বিরাজ করছে।

জাতীয় আসরে যোগ দিতে কর্ণাটক যাচ্ছেন মহিলা জুনিয়র বিভাগের ফুটবল খেলোয়াড়রা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ জুলাই: জাতীয় আসরে যোগ দেওয়ার জন্য মহিলা জুনিয়র বিভাগের ফুটবল খেলোয়াড়রা মঙ্গলবার কর্ণাটকের উদ্দেশ্যে রওনা দিচ্ছেন। কর্ণাটকে ২৭ আগষ্ট থেকে অনুষ্ঠিত হবে জাতীয় মহিলা জুনিয়র বালিকা বিভাগে ফুটবল আসর। প্রতিযোগিতাকে সামনে রেখে সোমবার উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে খেলোয়াড়দের হাতে জার্সি তুলে দেওয়া হয়।

উপস্থিত ছিলেন টিএফএ সভাপতি প্রনব সরকার, সচিব অমিত চৌধুরী সহ আরো অনেক। উল্লেখ্য ,জাতীয় আসরের জন্য মঙ্গলবার রাজ্য ত্যাগ করবে খেলোয়াড়েরা। ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি সহ অন্যান্যরা আশা ব্যক্ত করেছেন জুনিয়র বিভাগে মহিলারা নাটকে অনুষ্ঠিত জাতীয় আসরে এবছর ভালো ফলাফল করবে।

বাইক ও গাড়ির সংঘর্ষে আহত তিন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ জুলাই: জম্পুইজলার গুরুপদ কলোনি এলাকায় গাড়ি ও বাইকের সংঘর্ষে আহত হয়েছেন তিনজন। তাদের মধ্যে একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। জম্পুইজলার গুরুপদ কলোনি টিএসআর ক্যাম্প সংলগ্ন সড়কে একটি গাড়ি ও পালসার বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে ঘটে। ঘটনা সোমবার দুপুর ১২.৩০ মিনিট নাগাদ। আহতদের উদ্ধার করেন নিয়ে যাওয়া হয় খেরেংবার কমিউনিটি হেলথ সেন্টারে। সেখানে আহত বাইক চালকের অবস্থা আশঙ্কাজনক দেখতে পেয়ে তাকে আগরতলা জিবিপি হাসপাতালে রেফার করা হয়।

সংবাদে প্রকাশ টিআর০৭-ই-০৪৮৮ নাম্বারে গাড়ি নিয়ে চালক রঞ্জন দেববর্মা খুমলুঙ থেকে জম্পুইজলার পথে যাচ্ছিল। অপরদিক থেকে টিআর০৭- এআর - ৫৭১২ নাম্বারের একটি বাইক নিয়ে চালক বেঞ্জামিন দেববর্মা ও বাইক আরোহী সঞ্জীব দেববর্মা খুমলুঙ থেকে জম্পুইজলা আসার পথে গুরুপদ কলোনি টিএসআর ক্যাম্প সংলগ্ন এলাকায় বাইকটি দ্রুতগতিতে থাকায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাড়িতে সজোরে ধাক্কা মারে। বাইক গাড়ির সংঘর্ষে রাস্তায় ছিটকে পড়ে যায় চালক বেঞ্জামিন দেববর্মা ও বাইক আরোহী সঞ্জীব দেববর্মা। ঘটনার খবর পেয়ে ছুটে আসে রাধাপুর থানা পুলিশ। রক্তাক্ত অবস্থায় বাইক চালক সহ বাইক আরোহী ও গাড়ি চালক রঞ্জন দেববর্মাকে উদ্ধার করে খেরেংবর কমিউনিটি হেলথ সেন্টারে নিয়ে যায় পুলিশ। বাইক চালকের অবস্থা আশঙ্কজনক।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

রাজধানী থেকে নিখোঁজ দুই নাবালিকা উদ্ধার উনকোটি জেলায়, আটক অভিযুক্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ জুলাই: রাজধানী আগরতলা শহর সংলগ্ন মলয়নগর থেকে অপহরণ করে নিয়ে যাওয়া ২ নাবালিকা মেয়েকে ঊনকোটি জেলার কৈলাসহর ডলুগাও এলাকার সঞ্জয় শুক্ল বৈদ্যের বাড়ি থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। অভিযুক্তকেও গ্রেফতার করেছে পুলিশ। প্রেমের ফাঁদে ফেলে দুই নাবালিকা মেয়েকে অপহরণ করে নিয়ে যায় আড়ালিয়ার ঝুটন মালাকার নামে এক যুবক। গত বৃহস্পতিবার এই চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটে।এ ব্যাপারে নাবালিকা মেয়েদের পরিবারের তরফ থেকে শ্রীনগর থানায় সুনির্দিষ্ট অভিযোগ দায়ের করা হয়। পুলিশ সুনির্দিষ্ট খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে ঊনকোটি জেলার কৈলাসহরের ডলুগাঁও এলাকার সঞ্জয় শুক্ল বৈদ্যের বাড়ি থেকে তাদেরকে উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে। অভিযুক্ত যুবক ঝুটন মালাকারকে গ্রেফতার করা হয়েছে।এ ব্যাপারে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা গ্রহণ করেছে পুলিশ। ২ নাবালিকাকে তাদের পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। অভিযুক্তকে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে। অভিযুক্তের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি উঠেছে।

বাজেট পেশ

● প্রথম পাতার পর

জানাচ্ছি। আজ থেকে শুরু হচ্ছে সংসদের বাদল অধিবেশন। এখন সমগ্র দেশ সেদিকে তাকিয়ে আছে। এই অধিবেশন ইতিবাচক হওয়া উচিত।' প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন, 'আমি দেশের সমস্ত সাংসদদের অনুরোধ করতে চাই, জানুয়ারি থেকে এখনও পর্যন্ত আমরা যে লড়াই করেছি, তা এখন শেষ হয়েছে, জনগণ নিজেদের জনাদেশ দিয়েছে। আমি সব দলকে দলীয় রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠে দেশের জন্য নিজেদের উৎসর্গ করতে এবং আগামী বছরগুলির জন্য সংসদের এই মর্যাদাপূর্ণ মঞ্চ ব্যবহার করার জন্য আবেদন জানাতে চাই। সবাইকে কৃষক, যুবসমাজ এবং দেশের ক্ষমতায়নের জন্য অংশগ্রহণ করা উচিত।'

সরব বিরোধীরা

● প্রথম পাতার পর

ইস্যুতে সরব হন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী ও সমাজবাদী পার্টির সাংসদ অখিলেশ যাদব।বিরোধীদের অভিযোগ নস্যাৎ করে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান বলেছেন, 'গত ৭ বছরে পেপার ফাঁসের কোনও প্রমাণ পাওয়া যায়নি। এই নিট বিষয়টি সুপ্রিম কোর্টে বিচারাধীন। আমি সম্পূর্ণ দায়িত্বের সঙ্গে বলতে পারি, এনটিএ-এর পরে ২৪০টিরও বেশি পরীক্ষা সফলভাবে পরিচালিত হয়েছে।'

রেল কর্তৃপক্ষ

● প্রথম পাতার পর

মোটা মোটা পিলার বসিয়ে গ্রাম্য রাস্তাটি বন্ধ করার চেষ্টা করে। তাদের অভিযোগ, এভাবে রেল রাস্তার উপর দিয়ে চলাফেরা করা নিরাপদ নয়। এটা নিরাপদহীন ক্রসিং। জনজীবন রক্ষার স্বার্থে গ্রাম্য এই মেঠো পথটি কে পিলার বসিয়ে বন্ধ করে দেয়া হবে। যাতে করে লোকজন রেল রাস্তার উপর দিয়ে এভাবে বাইক গাড়ি এবং ছোট ছোট যানবাহন নিয়ে না যায়। কারণ যেকোনো সময় বিপদ হতে পারে। রেলওয়ে পুলিশ এবং অফিসারদের দেখতে পেয়ে গোটা গ্রামের মানুষ ঘটনাস্থলে ছুটে আসে এবং রেলওয়ে দপ্তরকে বাধা দেয় যাতে করে পিলার বসিয়ে রাস্তাটি বন্ধ করে দেওয়া না হয়।। কারণ রাস্তাটি দিয়ে প্রতিদিন গ্রামের মানুষ চলাফেরা করে। গ্রামের মানুষের বিকল্প আর কোন রাস্তা নেই।

দীর্ঘক্ষণ যাবৎ রেলওয়ে পুলিশ এবং রেলওয়ে দপ্তরের সঙ্গে চলে গ্রামবাসীদের তর্ক-বিতর্ক। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে গ্রামের প্রধান প্রদীপ দেবনাথ এবং বিশ্রামগঞ্জ থানার পুলিশ। প্রধান এসে রেলওয়ে দপ্তরের সঙ্গে কথা বলে ১ সপ্তাহ সময় চেয়েছেন। এক সপ্তাহের মধ্যে গ্রামের মানুষ প্রধান সহ জেলাশাসকের সঙ্গে কথা বলে বিষয়টি সমাধানের চেষ্টা করবেন।

জিতেন্দ্র-সুদীপরা

● প্রথম পাতার পর

দলের নেতৃত্বদের সেখানে প্রবেশ করতে দেওয়া হলো না তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন বিরোধী দলনেতা।এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে এই ঘটনায় প্রশাসনিক ভূমিকা নিয়ে তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন বিরোধী নেতৃত্বরা। বিরোধী দলনেতা বলেন, রাজ্যে সাধারণ মানুষের অধিকার যেমন ক্ষুন্ন করা হচ্ছে তেমনি জনপ্রতিনিধিদেরও ন্যূনতম অধিকার রক্ষা করার কোন সুযোগ প্রদান করছে না শাসক দল বিজেপি। শাসক দলের নেতৃত্বরা ১৬৩ ধারার মধ্যে গন্ডাছড়ায় যেতে পারলেও বিরোধীদের সেখানে ঢুকতে বাধা দিচ্ছে প্রশাসন। উল্লেখ্য এদিন কংগ্রেস দলের নেতৃত্বদেরও গন্ডাছড়া প্রবেশে একইভাবে বাধা প্রদান করেছে প্রশাসন।এদিকে, গন্ডাছড়ায় যেতে বাধাপ্রাপ্ত হলেন কংগ্রেস নেতৃত্বরা। পূর্ব অনুমতি থাকা সত্ত্বেও শেষ মুহূর্তে তাদের গন্ডাছড়ায় ঢুকতে অনুমতি দিতে নারাজ প্রশাসন। এই পরিপ্রেক্ষিতে প্রশাসনের বিরুদ্ধে একরাশ খুব উগরে দিয়েছেন কংগ্রেস বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন।উল্লেখ্য গত ১২ ই জুলাই রাতে গন্ডাছড়ায় দুষ্কৃতীরা সন্ত্রাসের সৃষ্টি করে। যার ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন বহু সাধারণ মানুষ। ইতিমধ্যেই শাসক দলের নেতৃত্ব সহ প্রশাসনিক আধিকারিকরা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরনের ব্যবস্থা করেছেন।সোমবার কংগ্রেস দলের নেতৃত্বরা গন্ডাছড়া সফরে যাওয়ার জন্য ধলাই জেলা শাসকের নিকট অনুমতি চেয়েছিলেন। কিন্তু কংগ্রেস দলের প্রতিনিধি দলকে গন্ডাছড়া সফরের অনুমতি দেওয়ার কয়েক ঘন্টার মধ্যেই অনুমতি প্রত্যাহার করে নিলেন ধলাই জেলা শাসক। কংগ্রেসের প্রতিনিধি দলকে মাঝ পথেই আটকে দেয় পুলিশ ও নিরাপত্তা কর্মীরা।প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশিস কুমার সাহা ও বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মনের নেতৃত্বে কংগ্রেসের এক প্রতিনিধি দল সোমবার যখন গন্ডাছড়ার উদ্দেশ্যে রওনা হন তখনই তাদেরকে রাস্তায় পুলিশ ও নিরাপত্তা কর্মীরা আটকে দেয়। জানানো হয় জেলাশাসক ধলাই জেলা সফরের জন্য কংগ্রেস দলের প্রতিনিধিদের অনুমতি বাতিল করে দিয়েছেন।এই ঘটনায় সুদীপ রায় বর্মন বলেন, প্রশাসন বলছে ধলাই জেলার সবকিছু স্বাভাবিক রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে ১৬৩ ধারা জারি থাকার পরেও শাসক দলের নেতৃত্বরা সেখানে গেছেন দেখা করেছেন সাধারণ মানুষের সঙ্গে। কিন্তু যখন কংগ্রেস দলের নেতৃত্বরা সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়াতে তাদের সঙ্গে দেখা করতে যেতে চাইছেন তখন তাদেরকে অনুমতি দেওয়া হচ্ছে না। বলা হচ্ছে সেখানে নাকি একসাথে ১৬৩ ধারা জারি রয়েছে। যার দরুন সেখানে বাইরে থেকে কাউকে প্রবেশ করতে দেওয়া হচ্ছে না। একেক দলের জন্য একেক আইন কিভাবে সম্ভব তা নিয়ে এদের প্রশ্ন তোলেন সুদীপ রায় বর্মন। তিনি বলেন প্রশাসনের বক্তব্য অনুযায়ী যদি সবকিছু স্বাভাবিক থাকে তাহলে কেন সেখানে তাদেরকে প্রবেশ করতে দেওয়া হচ্ছে না। এর ভেতরে অন্য কোন রহস্য রয়েছে বলে দাবি কংগ্রেস নেতৃত্ব ভেতরে অন্য কোন রহস্য রয়েছে বলে দাবি কংগ্রেস বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মনের।

গ্রহণের নির্দেশ

● প্রথম পাতার পর

পৌঁছে দিতে বদ্ধ পরিকর রাজ্য সরকার। আজ আচমকা ডাইরেক্টর অফ ট্রাভেল ওয়েলফেয়ার দপ্তর এবং টিডাব্লিউডি দপ্তর পরিদর্শনে গিয়ে এমটাই দাবি করলেন মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা। এদিন সময়মতো দপ্তরে অনুপসিতির কারণে নয়জন কর্মীর বিরুদ্ধে কড়া ব্যবসা গ্রহণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। নয়জনেকে শোকজ করা এবং একদিনের বেতন কাটার নির্দেশ দিয়েছেন মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা।সাথে যোগ করে বলেন, সকাল ১০টা থেকে বিকেল সাড়ে পাঁচটা পর্যন্ত অফিস চলার ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, আজ ১০:২০ নাগাদ দপ্তরের গিয়ে জানতে পারেন নয়জন কর্মী সময় মতো দপ্তরে আসেন না। তাই নয়জন কর্মীর বিরুদ্ধে শোকজ এবং বেতন কাটার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।তারঁ দাবি, অফিসে কোনো ভাবে অপসংস্কৃতি বরদাস্ত করা হবে না। দপ্তরে বসে শুধু জনকল্যান মূলক কাজের সিদ্ধান্ত নিলে চলবে না। তাকে বাস্তবায়িত করার জন্য মন্ত্রী থেকে সরকারি কর্মচারীদের কাজে গুরুত্ব দিতে হবে।তারঁ হুশিয়ারী, আগামী দিনেও এমন অভিযান জারি থাকবে।

একমাসের শর্ট টার্ম কোর্স শেষে রাজর্ষী কলেজ ১০০ শতাংশ নিশ্চিত চাকরি প্রদানের দাবি

আগরতলা।। ২০২০ সালে স্থাপিত রাজর্ষী কলেজ অব এডুকেশান এন্ড স্কিল, বাগবাড়ি, লেম্বুছড়াস্থিত একটি ডিগ্রি কলেজ নামে পরিচিত। পেনডেমিক পরিস্থিতিকে সামলে নিয়ে এই কলেজ ধীরে ধীরে উন্নতির দিকে এগোচ্ছে। এই লক্ষ্যমাত্রাকে সামনে রেখে ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে রাজর্ষী কলেজ একটি নতুন স্কিল প্রশিক্ষণ ও ১০০ শতাংশ চাকুরি দেবার দৃঢ়তা নিয়ে সামনের দিকে এগোচ্ছে। এরই অঙ্গ হিসাবে গত ৩রা জুলাই রাজর্ষী কলেজ অব এডুকেশান এন্ড স্কিল, আগরতলা, ত্রিপুরা এবং কোনাংথাবা ইউনিভার্সিটি, মণিপুরের সাথে একটি মউ স্বাক্ষরিত হয় মণিপুর ইম্ফলে কোনাংথাবা ইউনিভার্সিটিতে। এই মউ স্বাক্ষর হয় শিক্ষাগত আদান প্রদান নিয়ে। এতে বলা হয় যে, এক মাসের শর্ট টার্ম কোর্সের মাধ্যমে ১০০ শতাংশ নিশ্চিত চাকরি। সোমবার একটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই শর্ট টার্ম কোর্স সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। আজ অর্থাৎ সোমবার রাজর্ষী কলেজ পরিদর্শন করেন কোনাংথাবা ইউনিভার্সিটির ডিন ড. গুণেশ্বর শর্মা। সাথে উপস্থিত ছিলেন ড. অরিন্দম চৌধুরী, সায়েন্টিস্ট, কলেজের একাডেমিক ডিরেক্টর নরেন্দু ভট্টাচার্য, কলেজের প্রিন্সিপাল ড. মোজাহিদ রহমান সহ কলেজের অধ্যাপক, অধ্যাপিকা ও ছাত্রছাত্রীরা। ড. শর্মা আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, প্রথম দফায় ৫টি শর্ট টার্ম কোর্স নিয়ে চালু হচ্ছে এই কোর্সগুলি। যথাক্রমে কোর্সগুলি হলো - অর্গানিক ফার্মিং, ট্যুরিজম ম্যানেজমেন্ট, অ্যাডভান্সড ফার্ম হাউজ ম্যানেজমেন্ট, সাস্টেন্যাবল পেস্ট ম্যানেজমেন্ট ও এগ্রিকালচারাল মার্কেটিং। এই কোর্সগুলি শিক্ষাগত অর্জন করতে গেলে শিক্ষার্থীকে কমপক্ষে উচ্চমাধ্যমিক পাশ হতে হবে। ড. শর্মা দাবি করেন, এই কোর্সগুলি একমাস প্রশিক্ষণ শেষে এদের সামঞ্জস্য কোম্পানীতে ৬ মাসের জন্য ইন্টার্নশিপের জন্য পাঠানো হবে। সেইসাথে প্রশিক্ষণ চলাকালীন ছাত্রছাত্রীদের স্টাইপেন্ডও প্রদান করা হবে। ৬ মাসের প্রশিক্ষণ শেষে তাদের স্থায়ীভাবে চাকুরি প্রদান করা হবে। চাকুরি প্রদানের ক্ষেত্রে দেশে অথবা বিদেশেও হতে পারে। এই অনুষ্ঠানে অধ্যাপক থেকে শুরু করে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ লক্ষ্য করা যায়।

মিজোরামের ভৈরবী-সাইরাং নতুন রেলওয়ে লাইন প্রকল্পের অগ্রগতি ৯৩ শতাংশ

গুয়াহাটি, ২২ জুলাই (হি.স.) : বিভিন্ন নতুন রেলওয়ে লাইন প্রকল্পের কাজ সম্পাদনের মাধ্যমে উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলির রূপান্তরের ক্ষেত্রে ভারতীয় রেলওয়ে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে আসছে। রেলমন্ত্রকের রাজধানী সংযুক্তিকরণ প্রকল্পের অধীনে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সবগুলি রাজ্যের রাজধানীকে সংযুক্ত করার জন্য নতুন রেলওয়ে লাইনের নির্মাণকাজ চলছে। এ ধরনের একটি প্রকল্প উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্য মিজোরামকে দেশের অন্যান্য অংশের সাথে সংযুক্ত করার জন্য ভৈরবী-সাইরাং নতুন রেল লাইন প্রকল্প, যা সম্পূর্ণ হওয়ার শেষ পর্যায়ে।

এই প্রকল্পটি সম্পূর্ণ হলে মিজোরামের মানুষের জন্য যোগাযোগ ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে একটি গেম চেঞ্জার প্রকল্প হবে। সাশ্রয়ী এবং পরিবেশ অনুকূল এই রেলওয়ে পরিষেবাটি রাজ্যের প্রায় সমস্ত উন্নয়নমূলক কাজে এক ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে। ভৈরবী ও সাইরাঙের মধ্যে ৫১.৩৮ কিমি নতুন রেলওয়ে লাইনটি চারটি সেকশনে বিভক্ত করা হয়েছে, এগুলি যথাক্রমে ভৈরবী-হর্তকি, হর্তকি - কাওনপুই, কাওনপুই-মুয়ালখং এবং মুয়ালখং-সাইরাং। প্রকল্পটির অধীনে কাজের অগ্রগতি ইতিমধ্যে ৯৩ শতাংশ অর্জন করা সম্ভব হয়েছে।এ তথ্য দিয়ে উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক সব্যসাচী দে জানান, কঠিন ভূখণ্ডে নির্মীয়মাণ ভৈরবী-সাইরাং রেলওয়ে প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে একাধিক টানেল এবং ব্রিজ। এই প্রকল্পে টানেলের মোট দৈর্ঘ্য ১২,৮৫৩ মিটার, যার মধ্যে ইতিমধ্যে ১২,৮০৭ মিটার টানেলের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে। প্রকল্পটিতে মোট ৫৫টি মেজর ব্রিজ এবং ৮৯টি মাইনোর ব্রিজ রয়েছে।

এ পর্যন্ত ৪৭টি মেজর ব্রিজ এবং ৮৭টি মাইনোর ব্রিজের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে। প্রকল্পটির সবচেয়ে উঁচু পিয়ার অর্থাৎ সাইরাং স্টেশনে প্রবেশের সময় ১৯৬ নম্বর ব্রিজের পিয়ার পি-৪ নির্মাণের কাজও সম্পূর্ণ হয়ে গেছে। এই পিয়ারের উচ্চতা ১০৪ মিটার, যা কুতুব মিনারের তুলনায় ৪২ মিটার উঁচু। এছাড়া প্রকল্পটিতে পাঁচটি রোড ওভার ব্রিজ এবং ছয়টি রোড আন্ডার ব্রিজ রয়েছে। প্রকল্পের অধীনে রয়েছে চারটি স্টেশন যথাক্রমে হর্তকি, কাওনপুই, মুয়ালখং এবং সাইরাং।তিনি জানান, এই প্রকল্পটির কাজ সম্পাদনের ক্ষেত্রে প্রচণ্ড বৃষ্টিপাত ও দীর্ঘকালীন বর্ষার জন্য খুব কম কাজের সময়, জঙ্গলের মধ্য দিয়ে খুব কঠিন ও পাহাড়ি ভূখণ্ড, নিম্নমানের প্রবেশযোগ্যতা, মিজোরামে নির্মাণ উপকরণ ও দক্ষ শ্রমিকের অভাবের মতো একাধিক প্রত্যাহ্বান সত্ত্বেও উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে এই প্রকল্পটি দ্রুত চালু করার প্রতিশ্রুতি পূরণে সমস্ত প্রচেষ্টা করেছে।

নতুন এই রেল প্রকল্পটি মিজোরামের জনগণকে উন্নত সংযোগ ব্যবস্থা প্রদান করার পাশাপাশি অঞ্চলটিতে ক্ষুদ্র মাপের শিল্প বিকাশে সাহায্য করবে এবং রাজ্যের পর্যটন শিল্পকেও উৎসাহিত করবে। প্রকল্পটি স্থানীয় জনগণের প্রয়োজনীয়তা পূরণের জন্য পাহাড়ি রাজ্যটিতে যাত্রী ও বিভিন্ন উপকরণ তথা সামগ্রী পরিবহণের ক্ষেত্রে ব্যয়ের হার যথেষ্ট হ্রাস করাটা নিশ্চিত করবে। মিজোরামের রাজধানী এবং অসমের নিকটবর্তী স্থানগুলির মধ্যে ভ্রমণের সময় উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস হবে।এই অঞ্চলের সাধারণ মানুষ দেশের দূরদূরান্তে যাওয়ার সুবিধা লাভ করবেন এবং অত্যাবশ্যক সামগ্রীর বাধাহীন সরবরাহ লাভ করবেন, বলেন উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক সব্যসাচী দে।

আটক অভিযুক্ত

● প্রথম পাতার পর

তুললে মনোরঞ্জন গাড়ি বন্ধ করতে বাধ্য হয়। এরপর খবর দেওয়া হয় কল্যাণপুর থানায়। খবর পাওয়া মাত্র কল্যাণপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে এসে যেখানটায় তেল বিক্রি করা হয়েছিল। সেই বাড়ি থেকে বিক্রি করা তেল উদ্ধার করে এবং মনোরঞ্জন সহ তার সাথে থাকা তেলিয়ামুড়া থানার বড়বাবুর গাড়ির চালক বলে পরিচয় দেওয়া হরিবল দেবনাথকে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে নেয়।

গোটা ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে কল্যাণপুর প্রেস ক্লাবের তরফ থেকে দাবি করা হয়েছে এই বিষয়ে যথোপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এদিকে এভাবে দিন দুপুরে প্রকাশ্যে সাংবাদিককে প্রাণে মারার চেষ্টা ঘিরে গোটা কল্যাণপুর জুড়ে ব্যাপক চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে।

শেষ সংবাদ পর্যন্ত ধৃত এসপিও জওয়ান মনোরঞ্জন দেবনাথ এবং তেলিয়ামুড়া থানার বড়বাবুর গাড়ি চালক হরিবল দেবনাথ উভয়ই রয়েছে কল্যাণপুর পুলিশের হেফাজতে। দাবি উঠছে এভাবে সরকারি সম্পদ নিয়ে যারা অবৈধ কাজ করার প্রয়াস করছে, তাদের বিরুদ্ধে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক এবং এই প্রকারের ঘটনাগুলো রোধ করতে পুলিশ উদ্যোগী হোক এই দাবিও কিন্তু উঠছে।

জেলা শাসক

● প্রথম পাতার পর

নির্বাচন অবাধ ও শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করার জন্য সবরকমের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

উদ্ধার

● আটের পাতার পর

কালেক্টর সুকুমার রিয়াং,জলাবাসা প্রাথমিক স্বাস্য কেন্দ্রের চিকিৎসক ডঃ মনোজিৎ ভৌমিক,পানিসাগর আরক্ষা প্রশাসনের অফিসার ইনচার্জ সুমন্ত ভট্টাচার্য,কৈলাশহর স্থিত ফরেন্সিক টিমের আধিকারিকগন সহ অন্যান্য আধিকারিকেরা।মৃত দেহে পচন ধরে যাওয়াতে মৃতদেহ ময়না তদন্তের কাজ যথা স্থানেই সম্পন্ন করা হয়।

মৃতদেহ উদ্ধারের পর শনাক্ত করেন মৃতের ছোট ভাই আজিজুর রহমান।তিনি বড় ভাইয়ের খুন কান্ডে অভিযুক্ত পাঁচ অভিযুক্তের সঠিক শাস্তি বিধানের আর্জি সহ কঠোর থেকে কঠোরতম শাস্তি বিধানের আর্জি জানান।

নাগাল্যান্ডের লোকনৃত্যগোষ্ঠীকে আমন্ত্রণ ইন্দোনেশিয়ান উৎসবে

কোহিমা, ২২ জুলাই (হি.স.) : নাগাল্যান্ডের লোক সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী ইন্দোনেশিয়ান উৎসবে প্রদর্শন করবে তাদের পরম্পরাগত কলাকৌশল।নাগাল্যান্ড মুখ্যমন্ত্রীর উপদেষ্টা এবং ভারতীয় অ্যাথলেটিক্সের ভাইস প্রেসিডেন্ট আবু মেথা এই খবর জানিয়েছেন। তিনি জানান, ইন্দোনেশিয়ার ১২-তম তোরাজা আন্তর্জাতিক উৎসবে রাজ্যের নাগাল্যান্ড ফোকলোরিক গ্রুপকে তাঁদের লোককলা প্রদর্শনের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। ১২-তম তোরাজা আন্তর্জাতিক উৎসব শুরু হবে আগামী ১০ আগস্ট থেকে। ইন্দোনেশিয়ার পর্যটন ও সৃজনশীল অর্থনীতি মন্ত্রালয় এবং খারিসমা ন্যাশনাল ইভেন্ট থেকে এই আমন্ত্রণ এসেছে।

আবু মেথা বলেন, 'আমাদের নাগা শিল্পীদের জন্য নতুন বিশ্ব অন্বেষণ করা এবং অন্যদের জন্য আমাদের গান ও সংগীতের মাধ্যমে নাগা সংস্কৃতির অভিজ্ঞতা লাভের আরেকটি দুর্দান্ত সুযোগ।' এই আমন্ত্রণকে আন্তর্জাতিক মঞ্চে নাগা সংস্কৃতির ক্রমবর্ধমান স্বীকৃতি বলে মনে করেছেন মেথা।তিনি জানান, নাগাল্যান্ডে অনুষ্ঠিত সাম্প্রতিক এশিয়া মিউজিক সামিটে এসেছিলেন আন্তর্জাতিক উৎসব পরিচালকরা। তখন তাঁরা স্থানীয় শিল্পীদের সাথে যোগাযোগ করে মতবিনিময় করেছিলেন। আবু মেথা শীর্ষ সম্মেলনের সাফল্যের কৃতিত্ব দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী নেইফিউ রিওকে।নাগাল্যান্ড সরকার এই সাংস্কৃতিক বিনিময়ে তাঁদের সমর্থন ও অংশীদারিত্বের জন্য খারিসমা ন্যাশনাল ইভেন্ট এবং মিউজিক কানেক্ট এশিয়ার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে।প্রসঙ্গত, নাগাল্যান্ড ফোকলোরিক গ্রুপ রাজ্য-ভিত্তিক অন্যতম একটি লোকসংগীত গোষ্ঠী।

এফিডেভিট

আমি শ্রীমতি চয়নিকা দেবনাথ(লালা), বয়স-৪৪, স্বামী-সুশান্ত লালা, নিবাস-ইন্দ্রনগর, মসজিদ রোড, পোঃ- ইন্দ্রনগর, থানা-নিউ ক্যাপিটেল কমপ্লেক্স, ভারতীয় নাগরিক, পশ্চিম ত্রিপুরা। আমার আসল এবং সঠিক নাম চয়নিকা দেবনাথ লালা। এই এফিডেভিট মূলে (IN-TR28700107032405W, 9 July 2024) আজ থেকে আমি চয়নিকা দেবনাথ লালা নামে পরিচিত হলাম। চয়নিকা দেবনাথ (লালা) এবং চয়নিকা লালা একই ব্যক্তি। এটা আমার জ্ঞান সত্য।

ক্রীড়াঙ্গন

জয় দিয়ে বি ডিভিশনে যাত্রা শুরু কল্যাণ সমিতির, বীরেন্দ্র ক্লাবের হার

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ম্যাচের বয়স তখন ৩৩ মিনিট। থ্রো ইন থেকে গোল আদায় কল্যাণ সমিতির। গোলটি করলেন বিশ্বজিৎ দেব। পায়ের বদলে হাতে গোল। বীরেন্দ্রর গোলরক্ষকের হাত ছুঁয়ে বল সোজা জালে। ৩-০ লিড কল্যাণের। এর আগে যদিও আরও দুই গোল আদায় করে নিয়েছিল কল্যাণ সমিতি দল। বিপক্ষে বীরেন্দ্র ক্লাবের ফুটবলারদের তেমন সাবলীল মনে হচ্ছিল না। কেন না, ম্যাচের শুরুতেই যে গোলটা হজম করলো বীরেন্দ্র ক্লাব, তা খুব একটা যুৎসই লাগলো না মাঠে উপস্থিত দর্শকদের। সোমবার উমাকান্ত ময়দানে বি ডিভিশনের ফুটবলে নিজেদের প্রথম ম্যাচে মাঠে নামলো কল্যাণ সমিতি ক্লাব। প্রথম ম্যাচ থেকেই পয়েন্ট ছিনিয়ে নেবার একটা মানসিকতা দেখা গেল তাদের মধ্যে। যা বাস্তবায়ন হলো। প্রথমার্ধে ৩-০ গোলে লিড নিয়ে বিরতি টানলো কল্যাণ সমিতি ক্লাব। বিরতি কাটিয়ে ফের শুরু হলো ম্যাচ। তবে বীরেন্দ্র ক্লাবের ফুটবলাররা যে কি মানের ফুটবল খেললো এই ম্যাচে, তা মাঠে উপস্থিত অনেকেই বুঝতে পারলেন না। এককথায় যাকে বলে ছন্দ হীন ফুটবল,তা ই খেলে গেলো তারা। এই সুযোগে একের পর এক গোল আদায় করে নিলো কল্যাণ সমিতি ক্লাব। সুবাদে ৯-১ গোলের ব্যবধানে ম্যাচে জয় হাসিল করে মাঠ ছাড়তে সক্ষম হলো কল্যান সমিতি ক্লাব। বিশ্বজিৎ দেব, বিকন চাকমা, জন জমাতিয়া, সৌম্য কান্তি দাস এর প্রত্যেকর দুটি করে গোল, ভক্ত সাধন জমাতিয়ার একটি। পক্ষান্তরে বীরেন্দ্র ক্লাবের পক্ষে একমাত্র গোলটি হয় মনিপুরের খেলোয়াড় লৌরিয়াম সুভাষের সৌজন্যে। খেলায় অসদাচরনের দায়ে রেফারি বিজয়ী দলের দুই জনকে হলুদ কার্ড দেখিয়ে সতর্ক করেন। ম্যাচ পরিচালনায় ছিলেন রেফারি সত্যজিৎ দেববায়, খোকন সাহা, সুকান্ত দত্ত ও লিটন সাহা।

চ্যাম্পিয়ন বিশ্রামগঞ্জ, রানার্স জম্পুইজলা বৈকুন্ঠ নাথ স্মৃতি মহিলা ফুটবল সম্পন্ন

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন পরিচালিত মহিলা ডাবল লিগ ফুটবল আসরে শিরোপা দখল করলো বিশ্রামগঞ্জ প্লে সেন্টার। লিগের শেষ ম্যাচে জম্পুইজলা প্লে সেন্টার এর সঙ্গে ১-১ গোলে ড্র করে খেতাব নিজেদের করে নিলো বিশ্রামগঞ্জ প্লে সেন্টার। মহিলা লিগে বিশ্রামগঞ্জ প্লে সেন্টারের সংগ্রহ ছিলো ৮ ম্যাচে ২০ পয়েন্ট। অন্য দিকে জমপুইজলা প্লে সেন্টারের সংগ্রহে ছিলো ৮ ম্যাচে ১৯ পয়েন্ট। ফলে লিগের শেষ ম্যাচে জম্পুইজলা প্লে সেন্টারের কাছে জয় ছাড়া বিকল্প ছিল না। এই ম্যাচে জমাটি লড়াই হয়। তবে সোমবার ড্র করে পয়েন্ট ভাগাভাগি করে রার্নাস আপের খেতাব দখল করে সন্তুষ্ট থাকতে হলো জম্পুইজলা প্লে সেন্টারকে।জয়ের মুখ আর দেখা হলো না নির্নায়ক এই ম্যাচে জম্পুইজলা প্লে সেন্টারের। ম্যাচ শেষে উমাকান্ত ময়দানে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশনের সভাপতি প্রনব সরকার, সচিব অমিত চৌধুরী, পেট্রন রতন সাহা, রাজ্যের বরিষ্ঠ সাংবাদিক সুবল কুমার দে, দ্রোনাচার্য কোচ বিশেশ্বর নন্দী, অলিম্পিয়ান জিমন্যাস্ট দীপা কর্মকার সহ আরো অনেকে। ম্যাচে সেরা ফুটবলার হিসেবে নির্বাচিত হলেন বিশ্রামগঞ্জ প্লে সেন্টারের ফুটবলার ধনিতা রিয়াং। লিগের সেরা ফুটবলার হিসেবে নির্বাচিত হলেন জম্পুইজলা প্লে সেন্টারের ফুটবলার সীমা দেববর্মা। ১২ টি গোল করে সেরা স্কোরারের পুরস্কার নিজের করে নেয় জম্পুইজলা প্লে সেন্টারের ফুটবলার পোখীলা বোড়ো।

ম্যাচ শেষে চ্যাম্পিয়ন দলের হাতে ২৫ হাজার টাকা সহ ট্রফি ও রার্নাস দলের হাতে ১৫ হাজার টাকা সহ ট্রফি তুলে দিলেন উপস্থিত অতিথিরা। উল্লেখ্য, কোচ সুজিত ঘোষ দায়িত্ব নেওয়ার পর ৮ বছরে ২ বার চ্যাম্পিয়ন হলো বিশ্রামগঞ্জ প্লে সেন্টার।

ভারতীয় ক্রিকেটের উন্নতি সবথেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ : গৌতম গম্ভীর

মুম্বই, ২২ জুলাই (হি.স.): ভারতীয় ক্রিকেটের উন্নতি বেশি গুরুত্বপূর্ণ, গৌতম গম্ভীর গুরুত্বপূর্ণ নয়। নিজের বিষয়ে গম্ভীর নিজেই এই কথা বললেন।

ভারতীয় ক্রিকেট দলের কোচ হিসাবে নিজের প্রথম সফরে শ্রীলঙ্কা উড়ে যাওয়ার আগে মুম্বইয়ে সাংবাদিক বৈঠক করেন গৌতম গম্ভীর। সঙ্গে ছিলেন ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের নির্বাচক প্রধান অজিত আগরকর। সাংবাদিক সম্মেলনে গম্ভীর বলেছেন, 'আমরা সকলেই মনে করি, ভারতীয় ক্রিকেটকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।'বিসিসিআই সচিব জয় শাহ সম্পর্কে গম্ভীর বলেছেন, 'তাঁরা (জয় শাহ) সঙ্গে আমার দুর্দান্ত সম্পর্ক রয়েছে। আমার মনে হয় আমরা সম্ভবত এর থেকে আরও ভাল কাজ করতে পারি। আশা করি, সবকিছু এভাবেই চলতে থাকবে, কারণ ভারতীয় ক্রিকেটের উন্নতি বেশি গুরুত্বপূর্ণ।' সাংবাদিক সম্মেলনে কোহলির প্রসঙ্গও উঠে আসে। জবাবে গম্ভীর বলেন, "সবটাই টিআরপির খেলা।

আমার সঙ্গে বিরাটের কী হয়েছে সেটা আমরা ছাড়া কেউ জানে না। আমরা সেটা কখনওই প্রকাশ্যে আনিনি।" তবে লখনউয়ের তৎকালীন মেন্টর গম্ভীরের সঙ্গে বেঙ্গালুরুর ক্রিকেটার বিরাটের মাঠে কী হয়েছিল, তা সকলেই দেখেছেন। সে কথা অস্বীকার করেননি গম্ভীর। তিনি বলেন, "তখন পরিস্থিতি আলাদা ছিল। ওর গায়ে একটা দলের জার্সি ছিল। আমার গায়ে অন্য দলের জার্সি ছিল।

আমরা নিজেদের দলের জন্য সর্বোচ্চ সীমা পর্যন্ত যেতে চেয়েছিলাম। নিজেদের দলের জন্য সব করেছিলাম।" ভারতীয় দলে সেই সমস্যা হবে না বলেই জানিয়েছে গম্ভীর। তিনি বলেন, "এখন আমরা একই দলে। বিরাট পেশাদার। ও বড় ব্যাটার। দেশের জন্য খেলে। আমারও লক্ষ্য ভারতকে জেতানো। তাই এখানে দু'জনেরই লক্ষ্য এক। দেশের জন্য আমরা একসঙ্গে লড়াই করব। কোনও সমস্যা হবে না।"

জাতীয় আসর কর্নাটকে, রাজ্য দলকে জার্সি প্রদান ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসো-র

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। কর্নাটকে ২৭ জুলাই থেকে অনুষ্ঠিত হবে জাতীয় মহিলা জুনিয়র বালিকা বিভাগে ফুটবল আসর। প্রতিযোগিতাকে সামনে রেখে সোমবার উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে রাজ্যদলের খেলোয়াড়দের হাতে জার্সি তুলে দেওয়া হলো। জার্সি প্রদান অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন টি এফ এ-র সভাপতি প্রনব সরকার, সচিব অমিত চৌধুরী সহ আরো অনেকে। উল্লেখ্য, জাতীয় আসরের জন্য আগামীকাল রাজ্য ত্যাগ করবে ফুটবলাররা। টি এফ এ-র সভাপতি, সচিব সহ অতিথিরা রাজ্য দলের সাফল্য কামনা করলেন।

ডব্লিউটিসি পয়েন্ট টেবিল: দ্বিতীয় টেস্টে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে জয় নিয়ে ইংল্যান্ড ষষ্ঠ স্থানে উঠে এসেছে, শীর্ষে ভারত

লন্ডন, ২২ জুলাই (হি.স.): নটিংহ্যামের ট্রেন্ট ব্রিজে রবিবার রাতে দ্বিতীয় টেস্টে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ২৪১ রানে জয়ের পর ইংল্যান্ড বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ স্ট্যান্ডিংয়ে ষষ্ঠ স্থানে উঠে এসেছে।

টেস্ট সিরিজে টানা দ্বিতীয় পরাজয়ের পর শেষ স্থানে নেমে গেছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ।

১২টি ম্যাচ থেকে পাঁচটি জয়, ছয়টি হার এবং একটি ড্র নিয়ে ইংল্যান্ডের ৩১.২৫ শতাংশ পয়েন্ট হয়েছে, আর ওয়েস্ট ইন্ডিজ এখনও পর্যন্ত ছয়টি ম্যাচে একটি জয়, চারটি হার এবং একটি ড্র নিয়ে ২২.২২ শতাংশ পয়েন্ট পেয়েছে।

ডাব্লিউটিসি পয়েন্ট টেবিলের প্রথম তিনটি স্থানের মধ্যে রয়েছে ভারত (৬৮.৫১), অস্ট্রেলিয়া (৬২.৫০) ও নিউজিল্যান্ড (৫০)

বিশ্ব জুনিয়র স্কোয়াশ চ্যাম্পিয়নশিপ: কোয়ার্টার ফাইনালে অল্পের জন্য হারলো ভারত

হিউস্টন, ২২ জুলাই (হি.স.): রবিবার হিউস্টনে বিশ্ব জুনিয়র স্কোয়াশ চ্যাম্পিয়নশিপের প্রতিযোগিতার কোয়ার্টার ফাইনালে অল্পের জন্য হেরে গেলো ভারতের খেলোয়াড়রা। ষষ্ঠ বাছাই, ছেলেরা ১-২-এ চতুর্থ বাছাই দক্ষিণ কোরিয়ার কাছে হেরে গেছে আর ভারতের মেয়েরা একই ব্যবধানে হেরেছে তৃতীয় বাছাই মালয়েশিয়ার কাছে।

যুবরাজ ওয়াধওয়ানি সেওজিন ওহকে ৩-২ এ হারিয়ে ভারতের ছেলেদের সূচনা এনে দেন। আর শৌর্য বাওয়া, যিনি গত সপ্তাহে স্বতন্ত্র ব্রোঞ্জ জিতেছেন, তিনি ব্যক্তিগত রৌপ্য পদক জয়ী জু ইয়ং এর কাছে হেরে গেছেন। নির্ণায়ক টাইতে, কুন কিম অরিহন্ত কেএসের পক্ষে খুব শক্তিশালী প্রমাণিত হয়েছিল।

স্প্যানিশ ফুটবল ছেড়ে সৌদি ক্লাবে যাওয়ার সিদ্ধান্ত রিয়াল মাদ্রিদের প্রাক্তন অধিনায়ক নাচো ফার্নান্দেজের

মাদ্রিদ, ২২ জুলাই (হি.স.): এই গ্রীষ্মে ক্লাবের সাথে নাচো ফার্নান্দেজ ২৩ বছরের সম্পর্ক শেষ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তিনি স্প্যানিশ ফুটবল ছেড়ে দিয়ে সৌদি লিগে ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর সাথে যোগ দিতে চলেছেন। এবারের ইউরো কাপে তিনি স্পেন দলের সঙ্গে ছিলেন। রিয়াল মাদ্রিদের প্রাক্তন এই অধিনায়ক রিয়ালকে বিদায় জানানোর আগে তার সতীর্থদের বিদায় জানাতে ২৪ জুলাই ক্লাবে ফিরছেন।

তিনি মধ্যপ্রাচ্যের ক্লাবের লোভনীয় বেতনের লোভে সৌদি প্রো লিগে সদ্য পদোন্নতি হওয়া দল আল কাদসিয়ার সাথে দুই বছরের চুক্তি গ্রহণ করেছেন। রিয়াল মাদ্রিদে থাকাকালীন, তিনি চারটি লা লিগা শিরোপা এবং ছয়টি উয়েফাচ্যাম্পিয়ন্স লিগ ট্রফি জিতেছিলেন।

হার্দিকের ফিটনেস সবথেকে বড় চ্যালেঞ্জ, মেনে নিলেন আগরকর

মুম্বই, ২২ জুলাই (হি.স.): হার্দিক পান্ডিয়ার ফিটনেস সবথেকে বড় চ্যালেঞ্জ, মেনে নিলেন ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের নির্বাচক—প্রধান অজিত আগরকর। শ্রীলঙ্কা উড়ে যাওয়ার আগে সোমবার সকালে মুম্বইয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করেন ভারতীয় ক্রিকেট দলের হেড কোচ গৌতম গম্ভীর ও ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের নির্বাচক প্রধান অজিত আগরকর।এই সাংবাদিক সম্মেলনে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের নির্বাচক প্রধান অজিত আগরকর বলেন, 'হার্দিক পান্ডিয়া একজন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়াড়, আমরা বিশ্বকাপে দেখেছি এবং আমাদের তাঁকে প্রয়োজন, কিন্তু তাঁর ফিটনেস এখন একটি বড় চ্যালেঞ্জ। আমি মনে করি আমরা তাঁকে আরও ভালভাবে পরিচালনা করতে পারি।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন

নতুন ধারায়

রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন

প্রভূবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১

মোবাইল ঃ- ৯৪৩৬১২৩৭২০

ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

রাজ্যপালের সাথে বাংলাদেশে পাঠরত ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের ছাত্রছাত্রীদের সৌজন্য সাক্ষাত

আগরতলা, ২২ জুলাই।। আজ সন্ধ্যায় রাজভবনে রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লুর সঙ্গে বাংলাদেশে পাঠরত ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের ছাত্রছাত্রীরা সৌজন্য সাক্ষাতে মিলিত হন। সম্পতি তারা বাংলাদেশ থেকে ফিরেছে। সাক্ষাতকারের সময় ছাত্রছাত্রীরা রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লুর কাছে বাংলাদেশে পঠন-পাঠন ও তাদের ফিরে আসার বিষয়ে বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেন। রাজ্যপাল তাদের কথা ভারত সরকারের কাছে তুলে ধরবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন। রাজভবন থেকে আজ এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

নিখোঁজ ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ২২ জুলাই: সোমবার দুপুরে পানিসাগর থানার অন্তর্গত জলাবাসা দামছড়া প্রধান সড়কের জনজাতি অধ্যুষিত ভাল্লুকছড়াস্থিত সড়কের কালভার্টের ভিতর থেকে উদ্ধার হয় এক ব্যক্তির পচাগলা মৃতদেহ।

ঘটনার বিবরণে জানা যায় যে, ঊনকোটি জেলার ইরানী থানাধীন যুবরাজনগর গ্রামে বাসিন্দা পেশায় ঠিকেদার মারুপ আলী বিগত ১৫ই জুলাই তারিখ থেকে রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ। এরপর থেকে ঐ ঠিকেদারকে হন্যে হয়ে খোঁজাখুঁজি করেও না পেয়ে দু তিন দিন পর কৈলাসহরস্থিত ইরানী থানায় নিখোঁজ ডায়েরি করে পরিবারের লোকজন।

জানা গেছে বিগত ১৫ই জুলাই সকালে মারুপ নাকি ওর সাথে করে গাড়ি চালক মহিম উদ্দিন,আপন ভাতিজা হাজিউল আহমেদ এবং জীবন দাস কে সাথে নিয়ে ধর্মনগর সিত আই,সি,আই,সি,আই ব্যাংক এ আসে এবং প্রয়োজনের তাগিদে পঞ্চাশ লক্ষ টাকা তুলে। দীর্ঘদিন যাবৎ ওর একাউন্ট থেকে টাকা খোয়া যাওয়ার বিষয়ে জানতে চাইলে ব্যাংক কতৃপক্ষ থানাতে জি,ডি,এন্ট্রি করে প্রত্যায়িত নকল কপি আনার পরামর্শ প্রদান করেন। এখানে উল্লেখ বিগত বেশ কিছুদিন যাবৎ মারুপের সরলতার সুযোগ নিয়ে আকাশ নামের একটি ছেলে সহ উপরিউক্ত সকলেই মারুপের এ,টি,এম,চুরি করে টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে অবিরত। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাংক কতৃপক্ষের নিকট ব্যাংক ডিটেইল চাইলে সাথে থাকা অভিযুক্তরা নিজেদের টাকা চুরি কান্ড থেকে আড়াল করতে মারুপকে পৃথিবী থেকে সড়িয়ে ফেলার ফন্দি আঁটে।

আর ঠিক এদিনই সন্ধ্যায় কৈলাসহরে ফিরার পথে ঊনকোটি সংলগ্ন এলাকায় নির্জনতার সুযোগ বুঝে তিনজনে মিলে মারুপকে গলায় গামছা দিয়ে ফাঁস লাগিয়ে হত্যা করে গাড়িতে করে আনন্দবাজার হয়ে তিলথৈ হয়ে চামটিলা জলাবাসা হয়ে ভাল্লুক ছড়াতে এসে সুপরিকল্পিতভাবে মৃতদেহ গুম করতে কালভার্টের ভীতর ফেলে চম্পট দেয়।

মারুপের আত্মীয় পরিজনদের সন্দেহবশত ঐ তিনজনের বিরুদ্ধে ইরানী থানায় অভিযোগ জানালে শুরু হয় দফায় দফায় পুলিশি জিজ্ঞাসাবাদ। দীর্ঘ এক সপ্তাহ পেরিয়ে যেতে না যেতেই বেরিয়ে আসে হত্যাকান্ডের আসল রহস্য। বেরিয়ে আসে আরো দুই অভিযুক্তের নাম এরা হলেন সামিম মুল্লা এবং নিস্ফা আলী।ইরানী থানার পুলিশ অভিযুক্ত পাঁচ জনকেই জালে তুলতে সক্ষম হয়।এই মর্মে আজ সকালে ইরানী থানার পুলিশ এবং পানিসাগর পুলিশের যৌথ উদ্দ্যোগে গাড়িচালক মহিম উদ্দিনকে সাথে নিয়ে ভাল্লুক ছড়া এলাকায় এসে মৃতদেহের সন্ধান পায়।মৃতদেহ উদ্ধারের খবর পেয়ে ঘটনা সলে পৌছায় কৈলাশহর মহকুমা পুলিশ আধিকারিক জয়ন্ত কর্মকার এবং পানিসাগর মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সৌম্য দেববর্মা, পানিসাগর মহকুমা শাসক কার্যালয়ের ডেপুটি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বর্ডার গোল চক্কর বাজার পরিদর্শনে মেয়র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ জুলাই: বর্ডার গোল চক্কর বাজারকে আধুনিকতম বাজার করার পরিকল্পনা নিয়েছে পুর নিগম। আজ ওই বাজার পরিদর্শনকালে একথা বলে আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার।

এদিনের পরিদর্শনকালে উপসিত ছিলেন কমিশনার শৈলেশ কুমার যাদব, কর্পোরেটর নিতু দেব সহ আরো অন্যান্যরা। এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মেয়র বলেন, বিভিন্ন বাজার গুলি সংস্কার করার উদ্যোগ নিয়েছে রাজ্য সরকার এবং পুর নিগম। তারই অঙ্গ হিসেবে আজ বর্ডার গোলচক্কর বাজার পরিদর্শন করা হয়েছে।

এদিন তিনি আরও বলেন, বর্ডার গোলচক্কর বাজার বহুদিনের পুরোনো বাজার। তাই নতুন করে বাজারটিকে সাজিয়ে তোলা হবে। সংস্কার করা হলে বাজারের ক্রেতা বিক্রেতাদের সুবিধা হবে।

৫১৫ কেজি গাঁজা উদ্ধার, ধৃত এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, কুমারঘাট, ২২ জুলাই: নেশা বিরোধী অভিযানে বড়সড় সাফল্য পেয়েছে কুমারঘাট থানার পুলিশ। গতকাল রাতে এক গাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে ৫১৫ কেজি শুকনো গাঁজা উদ্ধার করেছে পুলিশ। সাথে একজনকে আটক করা হয়েছে।

জানা গিয়েছে, রবিবার রাতে আগরতলা থেকে গোহাটির উদ্দেশ্যে যাওয়ার পথে টিআর০২এইচ১৬২২ নম্বরের একটি ৬ চাকার লরিকে আটক করে কুমারঘাট থানার পুলিশ। গাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে ৫১ প্যাকেটে মোট ৫১৫ কেজি শুকনো গাঁজা উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে। পাশাপাশি, কুমারঘাট মহকুমা পুলিশ অধিকারী কমল দেববর্মা ও কুমারঘাট মহকুমা শাসক অফিসের কর্মরত ডিসিএম সহ অন্যান্য প্রশাসনিক আধিকারিকরা ছুটে গিয়ে গাড়িটিকে আটক করে থানায় নিয়ে গিয়েছে।আরও জানা গিয়েছে, সাথে গাড়ির চালক সৌরভ ত্রিবেদী(৩৩)-কে আটক করা হয়েছে। তার বাড়ি আজমনগর।কুমারঘাট থানার ওসি শংকর সাহা জানান, গাঁজা সহ চালককে আজ কৈলাশহর জেলা আদাতলে প্রেরণ করা হয়েছে। এ বিষয়ে কুমারঘাট থানার পুলিশ একটি এনডিপিএস মামলা নেওয়া হয়েছে।

সাত সকালে চড়িলামে ভয়াবহ যান দুর্ঘটনা আহত তিন

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২২ জুলাই: সাত সকালে চড়িলামে ভয়াবহ যান দুর্ঘটনা। ম্যাক্স, মারুতি ও বাইকের সংঘর্ষে গুরুতর আহত হয়েছে তিনজন ব্যক্তি। সানীয় মানুষ ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করে দমকলবাহিনীকে খবর পাঠিয়েছেন। দমকলকর্মীরা আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছে।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, আজ সকালে চড়িলাম বাজারে দ্রুত গতিতে আসা একটি যাত্রীবাহী বাস সজোরে এসে মারুতি গাড়িতে ধাক্কা দেয়। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মারুতি গাড়িটি একটি যাত্রীবাহী ম্যাক্স এবং বাইককে ধাক্কা দেয়। এদিকে বাসটি ঘটনাসল থেকে পালিয়ে যায়। ওই তিন গাড়ির সংঘর্ষে গুরুতর আহত হয়েছেন তিনজন।তাদের উদ্ধার করে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

আহতরা হলেন বিজয় দেবনাথ, নিকুঞ্জ দেবনাথ,গীতা রানী দেবনাথ। তাঁদের উভয়ের বাড়ি সোনামুড়া এলাকায়।

প্রদেশ সভাপতির উপস্থিতিতে কমলাসাগরে গুরুত্বপূর্ণ সাংগঠনিক বৈঠক বিজেপির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ জুলাই: ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনকে সামনে রেখে সোমবার কমলাসাগর বিধানসভা কেন্দ্রের কাজারিয়া কমিউনিটি হলে বিজেপির এক গুরুত্বপূর্ণ সাংগঠনিক সভা অনুষ্ঠিত হয়।

ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিজেপির প্রার্থীদের জয় নিশ্চিত করার লক্ষ্যে রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে ইতিমধ্যেই দলীয় নেতারা সভা সমাবেশ শুরু করে দিয়েছেন। সোমবার বিজেপির প্রদেশ সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য কমলাসাগর বিধানসভা কেন্দ্রের কাজারিয়া কমিউনিটি হলে দলীয় নেতা কর্মী ও সমস্ত প্রার্থীদের নিয়ে এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে শামিল হন।

বৈঠকে প্রদেশ সভাপতি ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিজেপির বিধায়িকা অন্তরা সরকার দে, কমলসাগর মন্ডলের নবনিযুক্ত মন্ডল সভাপতি চিত্তরঞ্জন দেবনাথ এবং জেলা পরিষদের প্রার্থীসহ অন্যান্যরা।

ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে এই বৈঠক খুবই তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। এদিনের বৈঠকে প্রদেশ সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য অবাধ ও শান্তিপূর্ণ ভোটের মধ্য দিয়ে ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে দলীয় প্রার্থীদের জয় নিশ্চিত করার আহ্বান জানান। সাংগঠনিক বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোকপাত করা হয়।

কালাপানিয়া অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র নানান সমস্যায় জর্জরিত, সমস্যা সমাধানের দাবি এলাকাবাসীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ জুলাই: বিশালকার রাবার গাছ ভাঙার ফলে এক মাস ধরে সোনামুড়া কালাপানিয়া অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে পঠনপাঠন সম্পন্ন লাটে উঠেছে। এছাড়াও দীর্ঘদিন ধরে নানার সমস্যায় জর্জরিত কেন্দ্রটি। অতিসত্বর সমস্যা সমাধানের দাবি জানিয়েছেন এলাকাবাসী।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টারের উপর রাবার গাছ পড়ে সেন্টারের পাকা ওয়াল বেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। জানা গেছে গত একমাস আগে সোনামুড়া কালাপানিয়া অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টারের উপর একটি বিশালাকার রাবার কাজ ভেঙ্গে পড়ে আর এতে অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টারের ব্যাপক ক্ষতি হয়। তবে অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টারের উপর থেকে ভেঙ্গে পড়া রাবার গাছটি সরানোর জন্য কোন উদ্যোগ নিচ্ছে না রাবার গাছের মালিকসহ সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কেউ। যার ফলে অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টারের স্বাভাবিক পঠনপাঠন সম্পন্ন লাটে উঠেছে গত মাস ধরে।জানা গেছে এই অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টারে এছাড়াও দীর্ঘদিন ধরে নানার সমস্যায় জর্জরিত কিন্তু সংশ্লিষ্ট সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তর এই অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টারের দিকে কোন নজরই দিচ্ছে না। তাই স্থানীয় এলাকাবাসীদের দাবি সংশ্লিষ্ট দপ্তর যেন অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টারের উপর পড়ে থাকা রাবার গাছ সরিয়ে সেন্টারের ঘরটি পুনরায় মেরামত করে সব সমস্যা মিটিয়ে পুনরায় এলাকার ছোট ছোট শিশুদের পড়াশোনার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য।

কেন্দ্রের নবগঠিত সরকার কৃষক স্বার্থ বিরোধী কাজকর্ম করছে: পবিত্র কর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ জুলাই: কেন্দ্রের নবগঠিত সরকার কৃষক স্বার্থ বিরোধী কাজকর্ম চালিয়ে যাচ্ছে বলে অভিযোগ করেছে সংযুক্ত কৃষাণ মোর্চা ত্রিপুরা রাজ্য কমিটি। রাজ্য কমিটির বৈঠক শেষে সাংবাদিক সম্মেলনে এই অভিযোগ করেন সংযুক্ত কিষান মোর্চার সম্পাদক পবিত্র কর।

আসন্ন ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে বামফ্রন্ট মনোনীত প্রার্থীদের প্রার্থী পদ প্রত্যাহার করে নেওয়ার জন্য শাসক দল নানা কৌশলে চাপ সৃষ্টি করে চলেছে বলে অভিযোগ করেন কিষান মোর্চার নেতৃত্ব। গণতন্ত্রকে লজ্জাজনক ভাবে হত্যা করা হয়েছে বলেও অভিযোগ করা হয়।

সংযুক্ত কিষান মোর্চা ত্রিপুরা রাজ্য কমিটি সর্বভারতীয় কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচির বিষয় সাংবাদিক সম্মেলনে হলে ধরেছে নেতৃবৃন্দ জানান নবগঠিত সরকারের কৃষক বিরোধী নীতির বিরুদ্ধে কর্মসূচি অব্যাহত রাখবে সংযুক্ত কিষান মোর্চা।

শিব আরাধনায় ব্রতী ভক্তরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ জুলাই: শ্রাবণ মাস মানেই শিবের জন্ম মাস। আজ শ্রাবণ মাসের প্রথম সোমবার আর এই দিনে বাবাকে সন্তুষ্ট করতে ভক্তরা বাবার মাথায় দুধ ও জল প্রদান করছেন। এদিন বিভিন্ন মন্দিরে উপচে পড়া ভিড় লক্ষ্য করা গিয়েছে। পরিবারের সুখ শান্তি বজায় রাখার জন্যই বাবার মাথায় জল ও দুধ প্রদান করছেন ভক্তরা প্রসঙ্গত, শাস্ত্র অনুযায়ী শ্রাবণ মাস খুবই শুভ। এই মাসে শিবের আরাধনা অত্যন্ত শুভ বলে মনে করা হয়। অনেকেই এই মাসে শিব ও মা পার্বতীর আরাধনায় নিজেদের লিপ্ত রাখেন। শ্রাবণ মাসের সোমবারগুলিকে খুবই শুভ বলে মনে করা হয়। শ্রাবণে শিবলঙ্গে, মধু, দুধ, বেলপাতা, ধুতরো ফুল, আকন্দের মালা, জল অর্পণ করার রীতি রয়েছে। প্রতি সোমবার এই রীতি পালন করে দেবাদিদেবকে তুষ্ট করা হয়। আজ শ্রাবণ মাসের প্রথম সোমবার। দেবাদিদেব মহাদেবকে তুষ্ট করতে আজ শিবের পুজোয় ব্রতী হন অনেকেই।

এদিন শিবের মাথায় জল ঢালার জন্য সকাল থেকেই মন্দিরগুলোতে ভক্তদের উপচে পড়া ভিড় পরিলক্ষিত হয়েছে।

ছাত্র-ছাত্রীদের জোরপূর্বক বিভিন্ন বিষয় চাপিয়ে দেওয়ার অভিযোগ কলেজ কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিনিধি, সোনামুড়া, ২২ জুলাই: সোনামুড়া কবি নজরুল মহাবিদ্যালয়ে প্রথম সেমিস্টারে ভর্তি হতে আসা ছাত্র-ছাত্রীদের জোর পূর্বক বিভিন্ন বিষয় চাপিয়ে দেওয়া অভিযোগ উঠেছে।

ছাত্রছাত্রীদের অভিমত, বিদ্যালয় জীবনে যেখানে তারা কলেজ কর্তৃপক্ষ থেকে জোরপূর্বক চাপিয়ে দেওয়া বিষয়গুলি সম্পর্কে কোন ধারণাই নিয়ে আসেনি। সেখানে তারা মহাবিদ্যালয়ে এসে কিভাবে এই বিষয়গুলি নিয়ে লেখাপড়া করবে। তাদের অভিযোগ, কলেজ কর্তৃপক্ষ নাকি একটা সময় জানিয়ে দেন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত করা বিষয়গুলি ছাড়া শিক্ষার্থীদের অন্য কোন বিষয়ে ভর্তি হতে দেবে না। তাই ব্যাগতিক শিক্ষার্থীরা কলেজ ক্যাম্পাসে ধরনায় বসে প্রতিবাদে সোচ্চার হয়। ছাত্রদের এই প্রতিবাদ বিষয়ে মহাবিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলেন প্রাক্তন ছাত্রনেতা আক্তার হোসেন জানায়, তাদের প্রতিবাদের জেরে পরবর্তী সময়ে কলেজ কর্তৃপক্ষ তাদের আশ্বস্ত করে উক্ত বিষয়টি নিয়ে উর্ধতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলে সমস্যাটির সমাধান করবেন বলে আশ্বস্ত করেন মহাবিদ্যালয় এর দায়িত্বপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ডক্টর সুকোমল কান্তি ঘোষ।

মিড ডে মিল কর্মীদের সরকারি স্বীকৃতি প্রদান সহ ১০ দফা দাবিতে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ জুলাই: মি ডে মিল কর্মীদের সরকারী স্বীকৃতি দেওয়া সহ ১০ দফা দাবিতে শিক্ষা দপ্তরের সামনে বিক্ষোভ দেখিয়েছে সিআইটিইউ অন্তর্গত ত্রিপুরা মিড ডে মিল ওয়ার্কার ইউনিয়ন রাজ্য কমিটি। পর্বতী সময়ে কমিটির এক প্রতিনিধি দল শিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তার নিকট ডেপুটেশন প্রদান করেন।

কমিটির এক নেত্রীর অভিযোগ, মি ডে মিল কর্মীরা অত্যন্ত গরীব অংশের মানুষ। তাছাড়া, অর্থনৈতিক দিক দিয়ে তারা পিছিয়ে রয়েছেন। মাত্র ২৫০০ টাকার বিনিময়ে তারা কাজ করছেন। তাই রাজ্য সরকারের নিকট দাবি তাদের বেতন বৃদ্ধি করা হোক।

তাছাড়া, কমিটির তরফ থেকে ১০ দফা দাবি জানানো হচ্ছে। সেগুলো হল, প্রতি মাসের বেতন প্রতি মাসের প্রথম সপ্তাহে দেওয়া, ১০ মাসের পরিবর্তে ১২ মাসের বেতন প্রদদন, বাজার দরের সঙ্গে সংগতি রেখে বেতন বৃদ্ধি, মিড ডে মিল কর্মীদের প্রতি বছর পোশাক দেওয়া হোক।

পাশাপাশি, মিড ডে মিল কর্মীদের উৎসব এক্সগ্রেসিয়া দেওয়া, ছাঁটাই কর্মীদের পুনর্বহাল করা, ছাত্র ছাত্রীদের মিড-ডে-মিলের মাথা পিছু বরাদ্দ বাজার দরের সঙ্গে সংগতি রেখে বৃদ্ধি করা, রান্না করার সময়ে দুর্ঘটনায় পতিত হলে ক্ষতিপূরণ দেওয়া, মিড ডে মিল কর্মীদের সামাজিক সুরক্ষা প্রদান এবং নিয়োগ করার সময়ে নিয়োগপত্র দেওয়া হোক।

গুরু পূর্ণিমা উপলক্ষ্যে সুর পঞ্চমের দু'দিনের অনুষ্ঠান

আগরতলা, ২২ জুলাই।। গুরু পূর্ণিমার বিশেষ দিনটি ত্রিপুরা রাজ্যের সুপরিচিত সাংস্কৃতিক সংস্থা সুর পঞ্চম এবারও আয়োজন করেছে আগরতলার রবীন্দ্র দু"নম্বর প্রেক্ষাগৃহে। গত ২১ এবং ২২ জুলাই সুর পঞ্চমীর ১৪তম সাংস্কৃতিক উৎসবের সূচনা করেন রাজ্যের বলিষ্ঠ সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব মনোরঞ্জন দেব। এই সাংস্কৃতিক উৎসবে রাজ্যের বিশিষ্ট তিনজন গুরুকে গুরু সম্মাননা প্রদান করা হয়। শাস্ত্রীয় কণ্ঠসঙ্গীতে প্রহ্লাদ ঘোষ নাটকে বিশেষ অবদানের জন্য আশীষ মোদক এবং তবলা বাদনে অবদানের জন্য রথীন্দ্র ভূষণকে সুর পঞ্চম-র পক্ষ থেকে এবছর গুরু সম্মাননা প্রদান করা হয়। ২১ জুলাই এই অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণে সংস্থার সম্পাদক পার্থ মজুমদার বলেছেন আজ থেকে ১৪ বছর আগে এই ত্রিপুরা রাজ্যে সুর পঞ্চম প্রথম সাংস্কৃতিক সংস্থা যারা নাকি গুরু সম্মাননা অনুষ্ঠান এর মত ভারতের সনাতনী ঐতিহ্যমন্ডিত অনুষ্ঠানের গুরুত্ব নবপ্রজন্মের কাছে তুলে ধরার প্রচলন করেছে। সেই থেকে ধারাবাহিকভাবে ১৪ বছর সুর পঞ্চম এই অনুষ্ঠান চালিয়ে যাচ্ছে। প্রধান অতিথির ভাষণে মনোরঞ্জন দেব এই অনুষ্ঠানের গুরুত্ব উল্লেখ করে বক্তব্য রাখেন এবং সুর পঞ্চম এর এই ধারাবাহিক কর্মকাণ্ড ও সামাজিক দায়বদ্ধতা নিয়ে কাজ করার ভিয়সী প্রশংসা করেন। এছাড়াও সেদিন এই মঞ্চে সুর পঞ্চম এর শিল্পীরা যেমন শাস্ত্রীয় সংগীত পরিবেশন করেছেন তেমনি পশ্চিমবঙ্গ থেকে আগত আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সরুদ বাঁধক প্রত্যুষ ব্যানার্জি উনার বাঁধন শৈলীর মাধ্যমে দর্শকদের মোহাবিষ্ট করে রেখেছিলেন। ২২ জুলাই এই মঞ্চে অনুষ্ঠিত হয় মুকাভিনয় এবং নাটক মোকাভিনয়ে অংশ নিয়েছে সুর পঞ্চম এর নবপ্রজন্মের শিল্পীরা। নাটক একালের বৃদ্ধ সেদিন মঞ্চস্থ হয় এই মঞ্চে। সমাজের অবহেলিত শ্রেণীর কথা উঠে আসে এই নাটকে অত্যন্ত সুন্দর একটি প্রযোজনা সেদিন উপভোগ করেন আগরতলার নাট্যমদী দর্শকরা। প্রায় পরিপূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে দু"দিনব্যাপী সুর পঞ্চম এর এই ১৪ তম সাংস্কৃতিক উৎসব দর্শকদের মনে এক নতুন আশা সঞ্চার করেছে। আগামীতে আরও ভালো অনুষ্ঠান করার প্রত্যাশা নিয়ে সুর পঞ্চমীর দু"দিন ব্যাপী ১৪ তম সাংস্কৃতিক উৎসবের সমাপ্তি ঘোষনা করেন সংস্থার উপদেষ্টা মন্ডলীর অন্যতম সদস্য রাজ্যের বিশিষ্ট তবলা বাদক সুব্রত তালুকদার মহোদয়।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।